চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 73 Monday, 12 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৭৩ সংখ্যা ❋ ২৮ মাঘ, ১৪৩০, সোমবার, ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আম্বেদকরপন্থী প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে রবিবার প্রতিবাদ মিছিল, জয়নগর থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হলো। ...বিস্তারিত পাতা ৩

উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বাঁকুড়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

বিজেপিকে ‘ভীতু’ আখ্যা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার পঞ্জাবের খান্নায় এক জনসভায় একথা বলেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৬

কিষাণের প্রয়োজন কি টিমে ফুরোল? নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত না মানার জন্য জাতীয় দলে ডাক পেলেন না তিনি? ...বিস্তারিত পাতা ৮

রাজ্যসভার ভোটে প্রার্থী ঘোষণা মমতার

তৃণমূলে সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ, বাদ শান্তনু সেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ। তাঁকে আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে বাংলা থেকে প্রার্থী করা হচ্ছে। এদিন এই নির্বাচনের জন্য চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার, সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং মমতা বালা ঠাকুরকে রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রার্থী করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২ এপ্রিলই ছয় বছরের মেয়াদ ফুরোচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার ৫ সাংসদের। সব মিলিয়ে দেশের ১৫টি রাজ্যের ৫৬টি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। এই শূন্যস্থানগুলি পূরণের জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। পশ্চিমবঙ্গের এই পাঁচ রাজ্যসভা আসনের মধ্যে চারটি ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে। এতদিন এই আসনগুলিতে ছিলেন মহম্মদ নাদিমুল হক, শুভাশীষ চক্রবর্তী, আবির বিশ্বাস এবং শান্তনু সেন। অর্থাৎ, এবার শুধুমাত্র মহম্মদ নাদিনমুল হককেই ফের প্রার্থী করা হল। বাদ পড়লেন শুভাশীষ চক্রবর্তী, আবির বিশ্বাস এবং শান্তনু সেন। অন্যদিকে, গত বছরই

তৃণমূলের রাজ্যসভার চার প্রার্থী, সাগরিকা ঘোষ সুস্মিতা দেব, মহম্মদ নাদিমুল হক এবং মমতা বালা ঠাকুর।

রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মেয়াদ ফুরিয়েছিল সুস্মিতা দেবের। তাঁকে তখন প্রার্থী করা হয়নি। বদলে অন্যদের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। এই চক্রে সুস্মিতা দেবকে ফের রাজ্যসভার প্রার্থী করা হল। তাঁর উপর অসমে দলের সংগঠনের দায়িত্ব রয়েছে। পাশাপাশি, তাঁর বাবা সন্তোষমোহন দেবের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কও ভাল ছিল। ২০১৫ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে বনগাঁ আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে জয়ী হলেও, ২০১৯-এ বিজেপির শান্তনু ঠাকুরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন ঠাকুরনগরের মতুয়া মহাসংঘের মমতাবালা ঠাকুর। এবার তাঁকে রাজ্যসভার প্রার্থী করে পাঠাচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। তবে, তৃণমূলের রাজ্যসভা নির্বাচনের প্রার্থী তালিকার সবথেকে বড় চমক সাগরিকা ঘোষ। ১৯৯১ সাল থেকে ভারতীয় সংবাদ জগতের অন্যতম বড় নাম সাগরিকা ঘোষ। কাজ করেছেন ‘টইমস অব ইন্ডিয়া’, ‘আউটলুক’ এবং ‘দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’, সিএনএন-আইবিএন, বিবিসি ওয়ার্ল্ডের মতো নামী প্রতিষ্ঠানে। সাংবাদিকতার পাশাপাশি, লেখক হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। তিনি, আরেক প্রখ্যাত সাংবাদিক রাজদীপ সারদেশাইয়ের স্ত্রীও বটে। এবার তৃণমূলে যোগ দিয়ে রাজ্যসভার প্রার্থী হলেন সাগরিকা। বাংলা থেকে রাজ্যসভার অপর আসনটিতে, এর আগে, কংগ্রেসের অভিষেক মনু সিংভিকে সমর্থন করেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। বঙ্গ বিধানসভার বর্তমান শক্তি অনুযায়ী, অভিষেক মনু সিংভির ফাঁকা হওয়া আসনটি যেতে চলেছে বিজেপির দখলে। বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি।

মিঠুনের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ মিঠুন চক্রবর্তীর শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বেসরকারি হাসপাতাল সূত্রে খবর, রবিবার মিঠুনের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি কেমন আছেন, তা জানতে চান মোদি। শনিবার কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় মিঠুন চক্রবর্তীকে। তাঁর ব্রেনস্ট্রোক হয় বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মিঠুনের সঙ্গে কথাও হয় তাঁর।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এখন অনেকটাই ভাল আছেন মিঠুন। তবে এখন বিশ্রামেই থাকতে হবে ‘মহাগুরু’কে। এই মুহূর্তে কলকাতায় আছেন মিঠুন চক্রবর্তী। সোহম চক্রবর্তীর ছবি ‘শাস্ত্রী’র শুটিং চলছে। সে ছবির মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন তিনি। এরইমধ্যে শনিবার অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। তাঁকে বাইপাসের ধারে বেসরকারি এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। শনিবারই মিঠুনের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করেন রাজ চক্রবর্তী, সোহম চক্রবর্তী, দেব। এদিন অবশ্য বিজেপির কাউকে দেখা না গেলেও রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যান দেখা করতে। বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন তাঁরা। এদিনই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ফোন করে বেশ কিছুক্ষণ মিঠুনের সঙ্গে কথা বলেন বলেও হাসপাতাল সূত্রে খবর।

সন্দেশখালির মহিলাদের ধর্ষণের অভিযোগ, রিপোর্ট চাইল মহিলা কমিশন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালিতে জনজাতি মহিলাদের উপর শাহজাহান বাহিনীর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। তা নিয়ে নড়েচড়ে বসল জাতীয় মহিলা কমিশন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য প্রশাসনের কাছে তাঁরা এই ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে। মহিলা কমিশনে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, দিনের পর দিন পার্টি অফিসে উঠিয়ে গিয়ে মহিলাদের ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠছে শাহজাহান বাহিনীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনার সত্যতা যাচাই করে কমিশনকে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে হবে রাজ্য প্রশাসনকে। সন্দেশখালির মহিলাদের অভিযোগ, শাহজাহানের অনুগামীরা রাত-বিরেতে তাঁদের পার্টি অফিসে উঠিয়ে নিয়ে যেত। সেখানে তাঁদের উপর নির্যাতন চালানো হত। এমনকী মিটিং মিছিলে যেতে না চাইলে, সেক্ষেত্রেও চাপ দিত শাহজাহান, উত্তম, শিবুর দলবল। শনিবার এই একই বিষয়ে রিপোর্ট চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে জাতীয় তফসিলি কমিশনও। তাঁরা রাজ্য প্রশাসনকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট দিতে বলেছে। কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার চিঠিতে জানিয়েছেন, সন্দেশখালিতে জনজাতির মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ পাওয়ার পরে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল, সেবিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে। এই রিপোর্ট সন্তোষজনক না হলে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ সন্দেশখালি পরিদর্শনে যাবে।

বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হচ্ছেন শমীক ভট্টাচার্য। রবিবারই বিজেপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে রাজ্যসভার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে শমীক ভট্টাচার্যের নাম রয়েছে সেখানে। সাত রাজ্য থেকে বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থীদের তালিকা এদিন প্রকাশ করা হয়। ২ এপ্রিল এ রাজ্য থেকে মনোনীত ৫ সাংসদের ৬ বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ভোট হবে। সেখানে ইতিমধ্যেই তৃণমূল তাদের ৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে ফেলেছে। বিজেপিও ১ জন প্রার্থী দিতে পারত। সেই হিসাবেই শমীকের নাম দেওয়া হল। সব মিলিয়ে দেশের ১৫টি রাজ্যে ৫৬টি রাজ্যসভা আসন ফাঁকা হচ্ছে। সর্বত্রই ২৭ তারিখ ভোট। এই নাম ঘোষণার পর শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘দলের কাছে কৃতজ্ঞ, সংগঠনের কাছে কৃতজ্ঞ। সর্বোপরি বাংলার মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের

কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাকে রাজ্যসভায় পাঠানোর জন্য মনোনীত করেছে। একইসঙ্গে মনে রাখতে হবে বাংলার মানুষ আমাদের সেই সংখ্যা দিয়েছে যাতে আমরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় একজন সদস্য পাঠাতে পারি।’’ এই প্রার্থিতালিকা ঘোষণার পর কিছুটা নস্টালজিক শমীক। এর আগে বিজেপি এ রাজ্য থেকে অনন্ত মহারাজকে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছে বটে, তবে তাঁকে বিজেপির সংগঠন হিসাবে ধরা যায় না। কিন্তু শমীক বিজেপির বহু পুরনো সৈনিক। সময়ের হাত ধরে নতুন বহু মুখ উঠে এলেও যে সময় এ রাজ্যে বিজেপির কিছুই ছিল না, সেই সময় থেকে শমীক ভট্টাচার্য, রাহুল সিনহাদের সংগঠন তৈরির চেষ্টা। শমীক বলেন, ‘‘সেই সব দিনের কথা আমার খুব বেশি করে মনে পড়ছে যখন আমি, রাহুলদা পার্টি অফিসে বসে থাকতাম। আটের দশক তখন। বুদ্ধদেববাবু বলতেন যাঁদের বিধানসভায় কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই, আমরা তাঁদের সর্বদলীয় বৈঠকে ডাকি না। সেদিনের সেসব কথা খুব মনে পড়ছে। অনেকে হয়ত আমাদের মধ্যে নেই। তাঁরা থাকলে খুশি হতেন যে কলকাতা থেকে আমাদের রাজ্যসভায় আমাদের শক্তিতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে। সেটাই বারবার মনে হচ্ছে।’’

সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যপাল, আগেই তলব সরকারের কাছে রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার সন্দেশখালি যাচ্ছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। কোচি থেকে রবিবার রাতে বেরোবেন তিনি। বেঙ্গালুরু হয়ে সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছনোর কথা তাঁর। সেখান থেকে সোজা সন্দেশখালির পথে রওনা হবেন রাজ্যপাল বোস। সূত্রের খবর, সোমবার ইন্ডিগো বিমান ৬ই ৬৪৩৯-এ সকাল ৮টা ৫০ মিনিটে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা ফিরবেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস একটি ভিডিয়ো বার্তা দিয়েছেন। সেখানে বলেছেন, সন্দেশখালির ঘটনা বুঝিয়ে দিচ্ছে সভ্য সমাজে কতটা কুৎসিত ঘটনা ঘটতে পারে। মহিলাদের হেনস্থা করা হচ্ছে, নিগ্রহের শিকার হচ্ছেন তাঁরা। গুন্ডারাজ চলছে সেখানে। নির্বাচিত সরকারকে পদক্ষেপ করতে হবে, সে বার্তাও দেন রাজ্যপাল। সরকারের কাছ থেকে রিপোর্টও তলব করেছিলেন বোস। বলেছিলেন

রাজ্যপাল। এরপর সন্দেশখালি যাবেন। গত ৫ জানুয়ারি থেকে শিরোনামে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের সন্দেশখালি। সেখানকার ‘বেতাজ বাদশা’ তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানকে খুঁজতে গিয়ে ইডির আধিকারিদের উপর হামলার ঘটনা ঘিরে ৫ তারিখ যে অশান্তি শুরু হয়েছিল। ফেব্রুয়ারির ১০ পার করে সে অশান্তির ধিকি ধিকি আগুন এখন দাবানল। শান্তি শৃঙ্খলা শিঁকেয় উঠেছে সন্দেশখালির। পথে নেমেছেন ঘরের মেয়ে বউরা। লাঠি, ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদের নতুন ভাষা শেখাচ্ছেন তাঁরা। শাসকদল থেকে পুলিশ, প্রকাশ্যে উগরে দিচ্ছেন ক্ষোভ। রুখে দিচ্ছেন কোনও কিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা। শনিবারই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে রাজ্যপালকে আবার ‘ডেডলাইন’ বেঁধে দিয়েছে বিজেপি। শনিবারই রাজভবনে গিয়েছিল বিজেপির এক প্রতিনিধি দল। শুভেন্দু অধিকারী ছিলেন নেতৃত্বে। সেখান থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেছিলেন, তাঁরা সোমবার সন্দেশখালি যাবেন। একইসঙ্গে বলেছিলেন, রাজ্যপালকে তাঁরা ২৪ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন। তার মধ্যে সন্দেশখালিতে শান্তি না ফিরলে সোমবার সেখানে গিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন। অন্যদিকে রাজ্যপালও সরকারের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়ে ২৪ ঘণ্টা সময়ই দিয়েছিলেন। এরইমধ্যে খবর সন্দেশখালি যাচ্ছেন তিনি।

বাম নেতা নিরাপদ সর্দার গ্রেফতার, সন্দেশখালিতে বাধা পেলেন মীনাক্ষীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও সন্দেশখালি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি কাণ্ডে ফেরার শেখ শাহজাহানকে নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছিলেন বাম নেতা প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সর্দার। সেই বাম নেতাকেই এবার গ্রেফতার করল পুলিশ। সকালে আটক করার পরে দুপুরে সন্দেশখালি থানার পুলিশ বাঁশদ্রোণী থানায় আসে। সেখানে কয়েকঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরে বামনেতাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তাঁকে বাঁশদ্রোণী থানা থেকে পুলিশ ভ্যান অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তার বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় অভিযোগ দায়ের করা হয়ে। সিপিএমের দাবি, অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। রবিবার সকালে বাঁশদ্রোণীর বাড়িতে ছিলেন নিরাপদ সর্দার। সেখানে সকালে পুলিশ পৌঁছয়। পরে নিরাপদবাবুকে আটক করে বাঁশদ্রোণী থানায় নিয়ে আসে। এই ঘটনার জানার পরেই বাঁশদ্রোণী থানা ঘেরাও করেছে বাম কর্মী সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, কী অভিযোগের ভিত্তিতে প্রাক্তন বিধায়ককে আটক করা হয়েছে সেটা পুলিশ জানায়নি। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে শীর্ষ বাম নেতা মহম্মদ সেলিম পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর অভিযোগ, কোনও কাগজপত্র ছাড়াই প্রাক্তন বাম বিধায়ককে থানায় আটক করে নিয়ে আসা হয়েছে। কী কারণে কোনও লিখিত নির্দেশ ছাড়া নিরাপদ সর্দারকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে তার কৈফিয়ত পুলিশকে দিতে হবে। এদিন বাঁশদ্রোণী থানায় গিয়ে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে বিক্ষোভ দেখান তরুণ বামনেতা সৃজন ভট্টাচার্য। পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। তাঁদের অভিযোগ, চক্রান্ত করে নিরাপদ সর্দারকে ফাঁসানো হচ্ছে। পরে থানায় যান বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের এই জনপ্রিয়নেতাকে মিথ্যে মামলা ফাঁসানোর চক্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এরপরেই বাঁশদ্রোণী থানায় যান মহম্মদ সেলিমও। প্রাক্তন বিধায়ককে গ্রেফতার পরে বাম নেতৃত্ব জানিয়েছেন, তাঁরা এই ঘটনা প্রতিবাদে রাস্তায় নামবেন। নিরাপদ সর্দারের স্ত্রীর অভিযোগ, তাঁর স্বামীকে মিথ্যে মামলা তুলে আনা হয়েছে। আসামীর মতো বিনা নোটিসে তুলে আনা হয়েছিল। পুলিশ সূত্রে জানা

গিয়েছে, শিবু হাজরা সন্দেশখালি থানায় যে আটজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছিল, সে তালিকার প্রথমের দিকেই নিরাপদ সর্দারের নাম রয়েছে। তাই এই বাম নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশের দাবি। আপাতত তাঁকে সন্দেশখালিতে নিয়ে গিয়েছে পুলিশ। গত ৫ জুলাই ইডির উপর হামলা চলার পরে শেখ শাহজাহান বেপাত্তা হয়ে যান। এরপরেই নিরাপদবাবু দাবি করেছিলেন, শাহজাহান সন্দেশখালিতেই লুকিয়ে রয়েছেন। রবিবার সকালে বাঁশদ্রোণী থানায় নিরাপদবাবুকে নিয়ে আসা হলে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ‘‘আজ সকাল ১০টার সময়ে আমার বাড়িতে যায় পুলিশ। তারা আমায় বলে, থানায় ডেকে পাঠানো হয়েছে। কাগজ দেখতে চাই, কিন্তু কিছুই দেখাতে পারেনি।’’ এদিকে সন্দেশখালির মানুষের সঙ্গে দেখা করতে বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যয়ের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ন্যাজাটে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু তাদের গ্রামে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কোনও অশান্তি আর যাতে না ছড়ায় তাই পুলিশবাহিনী দিয়ে গোটা এলাকাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। সন্দেশখালি ও তাঁর লাগোয়া দ্বীপ অঞ্চলগুলিতে চলছে পুলিশি টহল। এদিন পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙেই এগিয়ে যান বাম যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। ফেরি পাড় করে সন্দেশখালি যাওয়ার চেষ্টা করেন তাঁরা। তবে, ফেরিঘাটের ফেরি চলাচল বন্ধ থাকায় ন্যাজটে আটকে যেতে হয় তাঁকে। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘এই ফেরিঘাটের মালিক কে কেউ জানে না। কয়েকদিন হল এখানে বিডিও দুজন ব্রিজ বসিয়েছে। ন্যাজটে ব্রিজ কেন বানাচ্ছে না। যাতে ওরা লুটে খেতে পারে।’’

সন্দেশখালি নিয়ে উত্তর কলকাতার একাধিক থানা ঘেরাও বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও জেলা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ গ্রামবাসীদের ক্ষোভে কয়েকদিন ধরেই উত্তপ্ত ছিল সন্দেশখালি। শাহজাহান ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল সেখানকার মানুষ। এলাকাকে শান্ত রাখতে এখন সেখানে বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে। আপাতত ওই এলাকার অশান্তি ঠেকানো গেলেও এই ইস্যুতেই মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি ও সিপিএম। রবিরার কলকাতা সহ একাধিক জেলায় থানা ঘেরাও করেছে বিজেপি। হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া সমস্ত জায়গায় চলে বিক্ষোভ। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগে বনগাঁর বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। বনগাঁ বাটার মোড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ অবরোধ করা হয়। বনগাঁ থানাও ঘেরাও করে বিজেপির মহিলা মোর্চা। একই সঙ্গে গাইঘাটার চাঁদপাড়া বাজারে যশোর রোডের উপর বিক্ষোভ অবরোধ করা হয় এবং গাইঘাটা থানা ঘেরাও করে বিজেপির কর্মীরা। পাশাপাশি বাগদা থানাও ঘেরাও করা হয়। শ্যামপুকুর থানা সহ আমহার্স্ট স্ট্রিট থানা সহ উত্তর কলকাতার একাধিক থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন গেরুয়া শিবিরের কর্মীরা। বিজেপির অভিযোগ, সন্দেশখালিতে আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। একই সঙ্গে তৃণমূলের গুন্ডামি, শেখ শাহজাহান বাহিনীর তাণ্ডব, সরকারের উদাসীনতা, মহিলাদের উপর অত্যাচার চলছে। তারই প্রতিবাদে তাদের এই থানা ঘেরাও কর্মসূচি। শনিবার রাতে বিজেপির বসিরহাট সংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ সিংকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। মূলত শিবপ্রসাদ ওরফে শিবু হাজরার অভিযোগের ভিত্তিতে বিকাশ সিংকে গ্রেফতার করা হয়। শিবু হাজরার অভিযোগ ছিল, গত কয়েকদিন ধরে শান্ত সন্দেশখালিকে উত্তপ্ত করার পেছনে বিজেপির এই নেতার হাত রয়েছে। গ্রামবাসীরা যেভাবে তাঁদের পোল্ট্রি ফার্ম, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে এগুলির পিছনে বিজেপির মদত রয়েছে। এদিকে শনিবার বিজেপি নেতা গ্রেফতারের আগেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ উত্তম সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তারপরেই দল থেকে তাকে ৫ বছরের জন্য সাসপেন্ড করে তৃণমূল। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সন্দেশখালি নিয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্টে উত্তম সর্দারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠে আসার পরে তৃণমূল এই সিদ্ধান্ত নেয়।

আসছেন শাহ, উচ্চমাধ্যমিক মিটলেই বাংলায় মোদি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ উচ্চমাধ্যমিক শেষ হলেই রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং জনসভা করবেন তিনি। সামনেই লোকসভা ভোট। সলতে পাকানোর কাজও প্রায় শেষ। তারমধ্যে মোদি বাংলায় এলে যে পদ্ম শিবিরে নতুন করে অক্সিজেন সঞ্চার হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রসঙ্গত, ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে এবারের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। শেষ হবে ২৯ ফেব্রুয়ারি। ১৬ ফেব্রুয়ারি রয়েছে প্রথম ভাষার পরীক্ষা। ১৯ ফেব্রুয়ারি রয়েছে দ্বিতীয় ভাষার পরীক্ষা। তবে শুধু যে মোদি বাংলায় আসছেন এমনটা নয়। আসছেন পদ্ম শিবিরের সেকেন্ড ইন কমান্ড তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজ্যে আসছেন অমিত শাহ। সূত্রের খবর, কলকাতা কৃষ্ণনগর সহ বিভিন্ন জায়গায় কর্মসূচি রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়েছিল ১০ মার্চ। সূত্রের খবর, এবারেও মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহেই লোকসভা ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। এবারে আবার বাংলার জন্য বিশেষ নজর দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আগামী ৪ মার্চ রাজ্যে আসছে কমিশনের ফুল বেঞ্চ। মুখ্যসচিব, ডিজির পাশাপাশি বৈঠকের কথা রয়েছে জেলাশাসকদের সঙ্গে। ৪-৬ মার্চ রাজ্যের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখবেন কমিশনের কর্তারা। বাংলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার নিতেশ কুমার ব্যাসকে।

ঠিক যেন বিরাটদের মতোই! ফাইনালে হার ভারতের

বেনোনি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বিশ্বকাপ এবং ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। এ বার আক্ষেপ মিটল না। ২০০৩ সালে সিনিয়র বিশ্বকাপ ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। সে বার বিশ্বকাপ হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। অনূর্ধ্ব ১৯ স্তরে দক্ষিণ আফ্রিকায় এর আগে বিশ্বকাপ হয়েছিল ২০২০ সালে। সেবারও অনবদ্য পারফর্ম করে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল দল। পাঁচ বারের চ্যাম্পিয়ন। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন এ বার রানার্স। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৭৯ রানে হার সচিনদের। ঠিক যেন রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের মতোই। কিছুদিন আগেই ঘরের মাঠে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেছে ভারত। টানা দশ ম্যাচ জিতে ফাইনালে উঠেছিল টিম ইন্ডিয়া। প্রত্যাশার

পারদ চড়েছিল। এমন হওয়াই স্বাভাবিক। টানা দশ ম্যাচ জিতে রেকর্ডও গড়েছিলেন রোহিতরা। বিশ্বকাপ শুরু হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে জয় দিয়ে। ফাইনালে সেই অস্ট্রেলিয়ার কাছেই হেরেছিল ভারত। যুব বিশ্বকাপেও সব ম্যাচ জিতেই ফাইনালে উঠেছে উদয় সাহারণের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় যুব দল। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছেই হার। রেকর্ড ষষ্ঠ বার চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে রেকর্ড গড়তে হত ভারতকে। ফাইনালে ভারতের সামনে লক্ষ্য ছিল ২৫৪ রান। এর আগে সর্বাধিক ২৪২ রান তাড়া করে জেতার নজির রয়েছে। ভারতের ব্যাটিং বিভাগ পুরো টুর্নামেন্টে যে ভাবে পারফর্ম করেছে তাতে ফেভারিট ছিল ভারতই। ভাবনা এবং বাস্তবায়নে বিরাট ফারাক দেখা গেল। অজি বোলারদের কৃতিত্ব অবশ্যই রয়েছে। তবে শট সিলেকশনের দিক থেকে বেশ কিছু ক্ষেত্রে ভুল করেছে ভারত। ওপেনার আদর্শ সিং এবং শেষ দিকে মুরুগান অভিষেক কিছুটা লড়াই করেন। ৪৩.৫ ওভারে ১৭৪ রানেই অলআউট ভারত।

বাংলার রাজ্যসভার এমপিগুলো উনি বাংলার বাইরের লোককে দিচ্ছেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবারই রাজ্যসভা নির্বাচনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে তৃণমূল। তাতে চার জনের মধ্যে ৩ জনই নতুন নাম। তালিকায় নাম রয়েছে মতুয়া ঠাকুরবাড়ির বধূ মমতাবালা ঠাকুরের। এছাড়া রয়েছেন অসমের নেত্রী সুস্মিতা দেব ও দিল্লি ভিত্তিক সাংবাদিক সাগরিকা ঘোষ। যদিও তৃণমূলের প্রার্থী তালিকাকে বেশি গুরুত্ব দিতে রাজি নন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী এই প্রার্থী তালিকার কোনও প্রভাব লোকসভা নির্বাচনে পড়বে না বলেও দাবি করেন তিনি। এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘মতুয়া ভোট মোদিজির সঙ্গে আছে। এই সব করে কিছু হবে না। মমতাবালা ঠাকুর শান্তনু ঠাকুরের সঙ্গে লড়াই করে জনগণের দ্বারা হেরেছেন। এটা তো ব্যাক ডোর দিয়ে রাজ্যসভায় যাওয়া। যাকে মানুষ রিজেক্ট করেছে তাকে নিয়ে আমাদের ভাবার কিছু নেই। অংকের হিসাব মতো ওদের চার জন যায়। চার জন মালিক ঠিক করেছে যে কোন কোন কর্মচারীকে পাঠাবে। আর কোন কোন কর্মচারীকে বাদ দেবে।’’ মমতার বাঙালি জাতিসত্ত্বার রাজনীতিকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘বাঙালি - বাঙালি করেন, চারটের মধ্যে ২টো কিন্তু বাংলার বাইরে। বাংলার রাজ্যসভার এমপিগুলো তিনি বাংলার বাইরের লোককে দিচ্ছেন। বাঙালিদের জ্ঞাতার্থে এটা বললাম।’’

কনকনে শীতে কাঁবু রাজধানী

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কনকনে শীতের দাপট এখনও বজায় রয়েছে রাজধানী দিল্লিতে। রবিবাসরীয় সকালে দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নামল ৭.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। শীত থেকে রেহাই পেয়ে এদিন সকালেও আগুনের তাপ নিতে দেখা যায় বহু মানুষকে। শীতের মধ্যেই এদিন সকালেও কুয়াশার দাপট ছিল দিল্লিতে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবঃদরে দেরিতে চলাচল করছে অনেক বিমান। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মধ্য ভারতের কিছু অংশে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আবার ১২-১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পূর্ব ভারতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শীতের এই দাপট আরও বেশ কিছু দিন চলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী রবিবার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ শ্রদ্ধা জানান। মোদী এক্স-এ লিখেছেন, তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে কেন্দ্রে রেখে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছিলেন। উন্নত ভারত গড়ার ক্ষেত্রেও এগুলি অনুপ্রেরণা হয়ে উঠেছে।মোদী আরও লেখেন যে উপাধ্যায় একজন আরএসএস কর্মী ছিলেন। আরএসএস-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যেও তিনি অন্যতম ছিলেন। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় এবং অখণ্ড মানবতাবাদ সম্পর্কে প্রায়শই মোদী তাঁর অনুপ্রেরণা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উপাধ্যায়ের ১৯৬৮ সালে মৃত্যু হয়। অন্যান্য বিজেপি নেতারাও রবিবার পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বলেছেন যে তাঁর মূল্যবোধ সর্বদা দলের জন্য একটি পথনির্দেশক হয়ে থাকবে। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ভারতীয় জনতা

পার্টি (বিজেপি)। রবিবার ১১ ফেব্রুয়ারি পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী সেই উপলক্ষ্যে বিজেপি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বিজেপি এক্স পোস্টে লিখেছে, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়, একজন প্রখর জাতীয়তাবাদী, চমৎকার সংগঠক, অন্ত্যোদয় এবং অখণ্ড মানবতাবাদের পথপ্রদর্শক এবং অগ্রগামী, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও অখণ্ড মানবতাবাদের অগ্রদূতের গুণাবলীকে স্মরণ করেছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, পন্ডিত দীনদযাল্ উপাধ্যায় একজন প্রখর জাতীয়তাবাদী এবং সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকারের স্রষ্টা ছিলেন, তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রণাম। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও বলেন যে পণ্ডিত দীনদয়ালের সমগ্র জীবনই জাতীয় সেবা ও উৎসর্গের এক মহান প্রতীক। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কোনও দেশ তাঁর সংস্কৃতির মৌলিক ধারণাগুলি ভুলে গিয়ে উন্নতি করতে পারবে না। যাঁরা বঞ্চিত, পিছিয়ে মানুষ তাঁদের সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে আমাদের সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির জন্য প্রধানমন্ত্রী-জনমন প্রকল্প শুরু করেছি। যে আদিবাসী সম্প্রদাযগুলি এখনও উন্নযনের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, জনমন যোজনার আওতা? তাদের দ্রুত বিকাশ শুরু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায় ৭,৫০০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন।

কর্ণাটকে চামুণ্ডেশ্বরী দেবী দর্শনে যাবেন অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কর্ণাটকে চামুণ্ডেশ্বরী দেবী দর্শনে যাবেন। রবিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি কর্ণাটকের মাইসোরে বিখ্যাত চামুণ্ডেশ্বরী দেবী মন্দিরে যাবেন। সেখানে তিনি চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর পুজো করে আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। বিজেপি তাদের এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য শেয়ার করেছে। শাহ চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর দর্শনের পর সুত্তুর গ্রামে যাবেন। দুপুর ১২টা নাগাদ তিনি আদিজগদগুরু শ্রী শিবরাত্রি শিবযোগীগালা যাত্রা মহোসবে অংশ নেবেন। এই উসবের আযোজন করেছে লিঙ্গাযত সম্প্রদাযের সুত্তুর মঠ।

দিল্লির দ্বারকায় একটি বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির দ্বারকায় একটি বাড়িতে বিধ্বংসী আগুন লাগার খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার রাতে দিল্লির দ্বারকার মোহন গার্ডেন এলাকার একটি বাড়িতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। দিল্লি পুলিশ সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। আগুন লাগার পরই স্থানীয়রা দমকল বিভাগকে খবর দেয়। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলে দমকলের ৪টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। রবিবার সকালেও আগুন নেভানোর কাজ চলছে। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত পুলিশ এবং দমকল সূত্রে জানানো হয়নি।

স্থিতিশীল রয়েছেন মিঠুন চক্রবর্তী, দেওয়া হচ্ছে হালকা খাবার

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ স্থিতিশীল রয়েছেন প্রবীণ অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। সম্পূর্ণ জ্ঞান রয়েছে তাঁর, খাচ্ছেন হালকা খাবার। রবিবার সকালে হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। শনিবার সকালে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন মিঠুন। অভিনেতা সোহম চক্রবর্তীর প্রযোজনায় ' ছবির শুটিং চলছিল। তখনই অসুস্থ হয়ে পড়েন। দেরি না করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান তৃণমূলের বিধায়ক-অভিনেতা সোহম। শনিবার রাতেই জানানো হয়, মিঠুনের ডান হাত এবং পায়ে দুর্বলতা রয়েছে। মস্তিস্কে এমআরআই-সহ বিভিন্ন শারীরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো হয়েছে। এখন তিনি সজ্ঞানে রয়েছেন। খাচ্ছেন নরম খাবার। নিউরোলজি, কার্ডিয়োলজি এবং গ্যাস্ট্রোএনট্রোলজি বিভাগের চিকিসকদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল দল গঠন করা হয়েছে। সেই মেডিক্যাল দলের কড়া পর্যবেক্ষণে রয়েছেন মিঠুন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৬ঃ১২ঃ১৩ এবং অস্ত ঃ বিকাল ০৪ঃ৫২ঃ১৩। চন্দ্র উদয়ঃ সকাল ১০ঃ০৬ঃ০৯(১৭) এবং অস্ত ঃ রাত্রি ০৯ঃ২৯ঃ১১(১৭)। শুক্ল পক্ষ। তিথিঃ পঞ্চমী (পূর্ণা) রাত্রি ০৮ঃ৪৮ঃ০১ দং ৩৬২৯১৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃ ধনিষ্ঠা কাল ঘ ০৬ঃ৩৩ঃ০১ দং ০৫০২২.৫ পর্যন্ত পরে শতভিষা করণ বালব রাত্রি ০৮ঃ৪৮ঃ০১ দং ৩৬২৯১৫ পর্যন্ত পরে কৌলব যোগঃ হর্ষণ শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ৩৩ঃ০৯ দং ৫৫৫০৪২.৫ পর্যন্ত পরে বজ্র অমৃতযোগ ঃ দিন ০৬ঃ৫৪ঃ৫৯ থেকে - ০৯ঃ০২ঃ৫৯ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৩ঃ৩৯ থেকে - ০২৪৪১৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৩২১৮ থেকে - ০৯১৮৫৮ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ৫৮ঃ৫৯ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৩৮ঃ৫৯ থেকে - ০৬ঃ১২ঃ১৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ দিন ০৩ঃ২৬ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিন ০৩ঃ২৬ঃ৫৮ থেকে - ০৪ঃ০৯ঃ৩৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ঃ ০৩ঃ৩২ঃ১৯ থেকে - ০৪ঃ২৫ঃ৩৯ পর্যন্ত। বারবেলা ঃ দিন ১০ঃ১২ঃ১৯ থেকে - ১১ঃ৩২ঃ১৯ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১ঃ৩২ঃ১৯ থেকে - ১২ঃ৫২ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০১ঃ১২ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ৫২ঃ১৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ৮১১১৫৯ (১৯) ১ পদ, চন্দ্র ১০৫৩৭৫৭ (২৩) ৪ পদ, মঙ্গলঃ ৭২০২৭৪৬ (১৮) ২ পদ,বুধ ৮৩৩৮৫৮ (১৯) ২ পদ, বৃহস্পতিঃ ০১২২৮৩ (১) ৪ পদ, শুক্র ৬২০৪২২৯ (১৬) ১ পদ, শনিঃ ১০৪৪৩১৭ (২৩) ৪ পদ,রাহু ঃ ১১২৯৪৩৪ (২৭) ৪ পদ, কেতুঃ ৫২৯৪৩৪ (১৪) ২ পদ,বুধ বক্রি, বৃহস্পতি বক্রি, লগ্ন ঃ ধনু রাশি সকাল ০৮ঃ১৬ঃ০৮ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ১০০৩০২ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১১ঃ৩৬ঃ২৫ পর্যন্ত।

সরস্বতী পুজোয় ভুলেও এই কাজগুলি নয়

দেবী সরস্বতী শিক্ষা, শিল্প-সংস্কৃতির দেবী। মনের অন্ধকার, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূর করে জীবন আলোকিত করার জন্যই ঘরে ঘরে সরস্বতী পুজো করা হয়। নিষ্ঠা-সহকারে পুজো করলে দেবীর সিদ্ধিলাভ হবেই হবে। এমন কিছু কাজ রয়েছে যা সরস্বতী পুজোর দিন করলে দেবী রুষ্ট হন। ১) সরস্বতী পুজোর দিন হাত কিংবা পায়ের নখ ভুলেও কাটতে নেই।

সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের স্মৃতিতে স্মরণসভার আয়োজন

অভিজি হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ সদ্য প্রয়াত স্বনামধন্য শিশু সাহিত্যিক ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের স্মৃতিতে স্মরণসভার আয়োজন করেছিল আমতা আওড়গাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়।প্রসঙ্গত, ছড়া সম্রাট ভবানীপ্রসাদ পেশাগত জীবনে ছিলেন একজন প্রাথমিক শিক্ষক। অনুষ্ঠানে ভবানীপ্রসাদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয় ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। । শিশুরা ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের কবিতা আবৃত্তি করে। তাঁরজীবন ও সাহিত্য কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন শিক্ষিক সৌমেন মন্ডল।শিক্ষকগণ ভবানীপ্রসাদের একগুচ্ছ ছড়া পাঠ করেন।বিদ্যালয় প্রধান প্রদীপ রঞ্জন রীত বলেন- ভবানীপ্রসাদ এ যুগের জনপ্রিয়তম ছড়াকার। তিনি হাওড়ার গর্ব। তাঁর ছড়া ছোটদের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর ছড়া যুগপ মজাদার ও শিক্ষামূলক।শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের প্রভাব অতুলনীয়।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ৬৮তম রেলওয়ে সপ্তাহ উদযাপন করছে

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃদক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০৯.০২.২০২৪ কলকাতায় ৬৮তম রেল সপ্তাহ-বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার, ২০২৩ উদযাপন করেছে।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার মিশ্র। শ্রী এ কে দুবে, অ্যাড. মহাব্যবস্থাপক, শ্রী অভয় কুমার গুপ্ত, সিনিয়র উপ-মহাব্যবস্থাপক সহ সমস্ত বিভাগীয় প্রধানগণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। খড়গপুর, আদ্রা, চক্রধরপুর এবং রাঁচির বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজাররাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।মোট, ২০২২-২৩ বছরে ৮৯ জন নির্বাচিত রেল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে তাদের অসামান্য পরিষেবা এবং কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানিত করা হয়েছে। সেরা অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য চক্রধরপুর বিভাগকে সামগ্রিক দক্ষতা শিল্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগে দক্ষতা শিল্ড বিভিন্ন বিভাগ, কর্মশালা এবং স্টেশনকে প্রদান করা হয়। রাঁচি স্টেশন সেরা রাখা স্টেশন হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।শ্রী অনিল কুমার মিশ্র, মহাব্যবস্থাপক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় মালবাহী এবং যাত্রী খাতে এস ই রেলওয়ের অর্জনের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও রেলওয়ে কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং প্রশংসনীয় কর্মক্ষমতার জন্য প্রশংসা করেন। মহাব্যবস্থাপক ট্রেন পরিচালনায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উপর সর্বাধিক জোর দেন। তিনি রেলওয়ে কর্মচারীদের যাত্রী ও মালবাহী গ্রাহকদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করার পরামর্শ দেন। তিনি বিভিন্ন অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতার প্রশংসা করেন।অনুষ্ঠান চলাকালীন, প্রধান কার্যালয়ের সাংস্কৃতিক দল একটি বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে

গুজরাটের কৃষিমন্ত্রী রাঘবজি প্যাটেল ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন

রাজকোট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ গুজরাটের কৃষিমন্ত্রী রাঘবজি প্যাটেল ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁতে রাজকোটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল বলে রবিবার চিকিসকরা জানিয়েছেন। ৬৫ বছর বয়সী মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল গুজরাট সরকারের পশুপালন, মৎস্য, গ্রামীণ আবাসন এবং গ্রামীণ উন্নযন বিভাগের দাযিত্ব সামলাচ্ছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জামনগরে মন্ত্রীর ব্রেন স্ট্রোক হয়। তারপর তড়িঘড়ি তাঁকে জামনগরের একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে রাজকোটের একটি বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিন চিকিসকরা তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানিয়েছেন। রাঘবজি প্যাটেল জামনগর (গ্রামীণ) বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিনিধিত্ব করছেন।

রাশিফল

মেষ-গুরুজনের শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

বৃষ-আজ শুরুটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে।

মিথুন-সাফল্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে।

কর্কট- শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে।

সিংহ-কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহাযতায়. দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কন্যা-সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চলতে হবে।

তুলা-কিছু সমস্যা নিযে.শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা হারাবেন না।

বৃশ্চিক- অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

ধনু-আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।

মকর-শুভানুধ্যাযী.দের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিযর ও জুনিযর উভযই আপনার প্রতি সদয.হবেন।

কুম্ভ-শুরুটা কিছু সমস্যা দিয়েই কাটবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটু বেশি দৌড়াতে হতে পারে।

মীন-কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িযে.চলুন এবং কোনও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝে সই করবেন না।

বাংলার মহিলাদের সম্মানিত করার জন্য গোলপার্ক থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত দিদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে মিছিল। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও শশী পাঁজা। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মিছিল থেকে মহিলাদের গলায় উঠে এলো 'তোমায় হৃদ মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেব না'। শনিবার কলকাতায় বাপ্পাদিত্য ঘোষালের তোলা ছবি।

অগ্রদ্বীপের নতুন গ্রামের কাঠের পুতুলের জনপ্রিয়তা সারা ভারতবর্ষে

মলয় সুর, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ অগ্রদ্বীপপূর্ব বর্ধমান জেলার অগ্রদ্বীপ নতুন গ্রামের কাঠের পুতুলের জনপ্রিয়তা সারা দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে বাজারেও চাহিদা তুঙ্গে রয়েছে। এই নতুনগ্রামের কাঠ পুতুলের ইতিহাস রয়েছে।। প্রথমে গ্রামে একজন লোক চেনা ছকের বাইরে গিয়ে নিজের জীবন পাল্টানোর জন্য কাঠের পুতুল শুরু করেন।। তারপর পুরো গ্রাম জুড়ে সবাই সেই কুটির শিল্পে হাত পাকান। এরই পাশাপাশি অনেকে স্বনির্ভরতার দিশা দেখাচ্ছেন। বিভিন্ন কাঠের সামগ্রী তো বটেই নতুন গ্রামের শিল্পীদের হাতে তৈরি নানা ধরনের পেঁচা জগৎ বিখ্যাত। ঘর সাজানোর উপকরণ হিসেবে অগ্রদ্বীপের নতুন গ্রামের কাঠ পুতুলের সুনাম উত্তরোত্তর বাড়ছে। দেশের বাইরে থাকা প্রবাসী বাঙালিরা ও এই শিল্পকে ভীষণভাবে কদর করে। বর্তমানে এই গ্রামে ৪০ ঘর এই কাঠের শিল্পী রয়েছেন। আর দশ ঘর অগ্রদীপ স্টেশনের পাশে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছেন। এখানকার শিল্পীদের পদবী ভাস্কর ও সূত্রধর দেখা যায়। শিল্পী জয়দেব ভাস্কর বলেন , এই গ্রামের প্রায় সব পরিবার কাঠের পুতুল তৈরির সঙ্গে যুক্ত। পুরুষরা কাট কেটে চেরাই করে । এই কারণে এই গ্রামে কাঠ চেরাই এর মেশিন দেখা যায়। পুতুল তৈরির পর সংসারের হাল ধরতে বাড়ির মহিলারা তাতে রংয়ের প্রলেপ করেন কেউবা অতি যত্নে আঁকছেন নানা ধরনের নকশা। এই কাজে সাফল্যের সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকেন স্ত্রীরা। এতে নিম কাঠ, বিভূতি ,লম্বু কাঠ ,সোনাঝুরি ,শিমুল প্রভৃতি গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়। যেমন হয়-প্যাঁচা , রাধা কৃষ্ণ, দুর্গা, জগন্নাথ ,গৌড় নিতাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন ডিজাইন এনেছে কাঠের অপূর্ব চেয়ার

,ডাইনিং টেবিল, টুল, ইজি চেয়ার তৈরি করে সরবরাহ করেন। আগে কেবলমাত্র নবদ্বীপ মেলাতে দোকান লাগাতো এখন রাজ্যের বিভিন্ন মেলায় বিক্রির পাশাপাশি সল্টলেকের নিউ টাউন ,হস্তশিল্প মেলা ছাড়াও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার মেলা, দিল্লি, মুম্বাই ব্যাঙ্গালোর, গোয়া, জয়পুরের মত ইত্যাদি শহরেও নিয়ে যান এখানকার শিল্পীরা। দুর্গাপূজায় কলকাতার বহু বারোয়ারই তাদের থিম সাজান নতুন গ্রামের কাঠ পুতুলে। মেলা পুজোয় নিজেদের শিল্পকর্মে কিন্তু রোজগারের মুখ খুবই কম দেখেন শিল্পীরা। ১৯৯৫ সালে কাঠ পুতুলের কাজে শিল্পী শম্ভুনাথ ভাস্কর দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পান। সেই কাঠ পুতুলে ২০২৩ সালে জানুয়ারিতে জিআই বা জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ডীকেশন ট্যাগের স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ট্যাগ আসলে পণ্যের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক উৎস, গুনমান, খ্যাতির স্বীকৃতি। এতে শিল্পের গুরুত্ব বেড়েছে। এক শিল্পী লক্ষন ভাস্কর বলেন এই শিল্পে নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এগিয়ে আসছে না। তারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে শুধু খাটনি আছে। লাভের সেইরকম মুখ দেখা যাচ্ছেনা। রাজ্যের রথযাত্রা থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত মেলার সিজন থাকে। স্থানীয় বর্ধমান পূর্ত ভবন থেকে কোন জায়গায় মেলা বা চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় । এইসব শিল্পীদের হাতের কাজ ও রঙের তুলির টানেই তো অগণিত ক্রেতাদের পা পড়তে দেখা যায় মেলায়।

সিকিমে মেলায় ঢুকে পড়ল ট্যাঙ্কার মৃত্যু ৩ জনের, আহত কমপক্ষে ২০

গ্যাংটক, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেলায় আনন্দ করতে গিয়েছিলেন বহু মানুষ। সেই আনঃদ নিমেষেই পরিণত হল বিষাদে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মেলার মধ্যে ঢুকে পড়ল একটি দুধের ট্যাঙ্কার। চোখের পলকেই ট্যাঙ্কারের চাকার নীচে পিষে যায় অনেকে। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সিকিমে। ট্যাঙ্কারর চাকায় পিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। গুরুতর আহত কমপক্ষে ২০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সিকিমের রানিপুলে বসেছে তাম্বলা মেলা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে পর্যটকরা সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। শনিবার সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ হঠাই মেলার ভিতরে ঢুকে পড়ে একটি দুধের ট্যাঙ্কার। নিমেষেই ভিড়ের মধ্যে অনেককে পিষে দেয়। ধাক্কা মারে একাধিক গাড়িতেও। পুলিশ জানিয়েছে, রানিপুলের কাছে একটি ফাঁকা মাঠে বিগত এক মাসেরও বেশি সময় ধরে মেলা চলছে। ওই মাঠটি ট্রাকের পার্কিংয়ের জন্যও ব্যবহার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ির দিকে যাচ্ছিল ট্যাঙ্কারটি। মোড় ঘুরতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে দুধের ট্যাঙ্কারটি। প্রথমে মেলার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তিনটি ট্যাক্সিতে ধাক্কা মারে এবং সেই গাড়িগুলি ঠেলতে ঠেলতেই মেলার ভিতরে ঢুকে যায়। ট্যাঙ্কারের চাকায় পিষে মৃত্যু হয় ৩ জনের, আহত অবস্থায় কমপক্ষে ২০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পূর্বস্থলীতে ২০০ বছরের শিব মন্দির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী জমিদার পাড়ায় অসাধারণ টেরাকোটার কাজ করা প্রায় ২০০ বছরের ভগ্ন শিব মন্দির কালের নিয়মে সবই ধ্বংস হয়ে পড়েছে। রেলস্টেশন থেকে পায়ে হেঁটে ১৫ মিনিটের রাস্তা। এখানেই অবস্থিত জমিদার নবীন রায়ের প্রাচীন শিব মন্দির। অযত্নে ও অবহেলায় হারিয়ে যেতে বসেছে এই স্থাপত্য। এই মন্দিরেই লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন ইতিহাস। এর কিছুটা দূরেই রয়েছে বর্ষিয়ান অভিনেতা পাহাড়ি সান্যালের বাড়ি।

শ্বেতপত্র কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছে ঃ অনুরাগ ঠাকুর

ধর্মশালা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফেলে একবার কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করলেন কেঃদ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। রবিবার কংগ্রেসের সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, শ্বেতপত্র কংগ্রেসের মুখোশ খুলে দিয়েছে, তাঁদের কাছে পরিবারই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রবিবার সকালে হিমাচল প্রদেশের ধর্মশালায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, শ্বেতপত্র কংগ্রেসকে উন্মোচিত করেছে... কংগ্রেসের জন্য পরিবারই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কংগ্রেসের নীতিগুলি দেশের অনেক ক্ষতি করেছে। প্রশ্ন উঠছে, কংগ্রেস কীভাবে দেশকে লুট করতে থাকল, কীভাবে দেশকে পিছনে ঠেলে দিতে থাকল... দেশের স্বার্থে আমরা গত ১০ বছর নীরব ছিলাম। আমরা চাইলে আগেও শ্বেতপত্র আনতে পারতাম।

আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা সিংঘু ও শম্ভু সীমানায়,মিছিলকে ঘিরে সুরক্ষার বন্দোবস্ত

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কৃষকদের প্রস্তাবিত মিছিলের আগে দিল্লি সংলগ্ন বিভিন্ন সীমানায় বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা, রবিবার সকাল থেকেই নিরাপত্তা বা।ানো হয়েছে সিংঘু ও শম্ভু সীমানায়, এছাড়াও নিরাপত্তা বা।ানো হয়েছে টিকরি, গাজীপুর সীমানাতেও। ১৩ ফেব্রুয়ারি ''দিল্লি চলো'' মিছিলের ডাক দিয়েছেন কৃষকরা, তার আগে রবিবার থেকেই গাজীপুর সীমানা ব্যারিকেড করে রেখেছে পুলিশ। সিংঘু সীমানায় নিরাপত্তা আঁটোসাঁটো করা হয়েছে, টিকরি সীমানাতেও নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। পঞ্জাব-হরিয়ানা সীমানায় শম্ভু সীমানাতেও কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হরিয়ানার আম্বালায় এদিন সকালে ডিসিপি অর্শদীপ সিং বলেছেন, কৃষকদের আন্দোলনের জন্য, শম্ভু সীমানা সিল করে দিয়েছি আমরা। যখন তাঁরা (কৃষকরা) এখানে আসবেন, আগে না যাওয়ার জন্য আমরা তাঁদের অনুরোধ করব। যেহেতু তাঁদের কাছে কোনও অনুমতি নেই। আমরা চাইছি তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবেই আন্দোলনের সমাপ্তি করবেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের, ইউপিএ আমলে সবক্ষেত্রে দুর্নীতি হয়েছে ঃ গিরিরাজ সিং

বেগুসরাই, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কংগ্রেস নেতৃত্ব তথা কংগ্রেসের সাংসদ রাহুল গান্ধীর তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। রবিবার বিহারের বেগুসরাইয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে গিরিরাজ সিং বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের, আর ইউপিএ আমলে সবক্ষেত্রেই দুর্নীতি হয়েছে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সমালোচনা করে গিরিরাজ সিং বলেছেন, রাহুল গান্ধীর রাজনীতি চলে সোশ্যাল মিডিয়ায়, সেখানে তিনি বাজে কথা বলেন, উল্টো দিকে প্রধানমন্ত্রী মোদী শুধু কাজ করেন। চাঁদ থেকে বুলেট ট্রেন এবং সংসদ তৈরি থেকে ৫০ হাজার গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত, মোদীর উন্নয়নের স্বপ্ন রয়েছে। বিহারের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে গিরিরাজ সিং বলেছেন, তেজস্বী এবং লালু যাদব নিজেদের বিধায়কদের বিশ্বাস করেন না এবং তাই তাঁরা (বিধায়করা) খাঁচায় বন্দী...কিন্তু কেউ আর খাঁচায় বন্দী হতে চায় না।

বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বলেছেন, তাঁরা (আরজেডি) ভয়ে আছে

পাটনা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামীকাল বিহার বিধানসভায় আস্তাভোটের মুখোমুখি হবে সরকার, তার আগে রীতিমতো গৃহবন্দী হয়ে রয়েছেন তেজস্বী যাদবের দলের বিধায়করা। রবিবার দেখা যায়, আরজেডি বিধায়ক ও মহাজোটের বিধায়করা বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের পাটনার বাড়িতে রয়েছেন।আর এই প্রসঙ্গে আরজেডি কটাক্ষ করল বিজেপি। বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বলেছেন, তাঁরা (আরজেডি) ভয়ে আছে। তাঁরা জানেন যে তাঁদের (বিধায়করা) পরিবারতান্ত্রিক ও দুর্নীতিবাজ রাজনীতিতে বিরক্ত হওয়ায় তাঁদের বিধায়করা যে কোনও সময় তাঁদের ছেড়ে যেতে পারেন... বিধায়কদের জোর করে শ্রমিক হিসেবে রাখার মানসিকতা গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দেয়। আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং বলেছেন, তেজস্বী এবং লালু যাদব নিজেদের বিধায়কদের বিশ্বাস করেন না এবং তাই তাঁরা (বিধায়করা) খাঁচায় বন্দী...কিন্তু কেউ আর খাঁচায় বন্দী হতে চায় না।

নিয়োগের দাবিতে মা উড়ালপুলের রেলিংয়ের ওপর উঠে পড়লেন যুবক

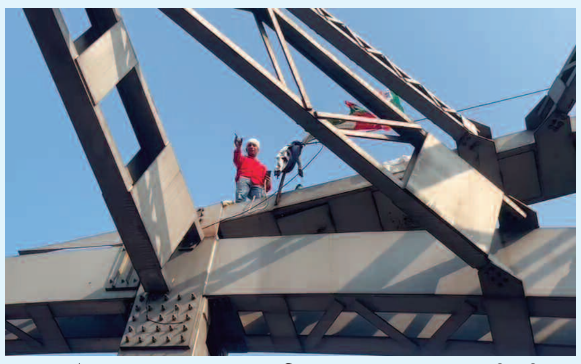

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) পার্ক সার্কাস এলাকায় সাত সকালে হুলুস্থুলু কাণ্ড! পুলিশ ও সকলের নজর এড়িয়ে মা ফ্লাইওভারের রেলিংএ উঠে গেল এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই যুবকের নাম আনোয়ার শেখ। রেলিং এ বসেই চা, জল, খাবার খেতে থাকে ওই যুবক। জানা গিয়েছে, দীর্ঘ কয়েক ঘন্টা ধরেই রেলিংএ উঠে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল ওই যুবক। পুলিশের নজরে বিষয়টি আসতেই তারা তৎক্ষণাৎ খবর দেয় দমকল বাহিনীকে। দমকল বাহিনীর আধিকারিকরা হাত জোড় করে অনুরোধ করতে থাকে ওই যুবককে, কিন্তু দমকল কিংবা পুলিশের কথা মানবে না বলে জানায় ওই যুবক। অঝোরে কেঁদে কেঁদে নিজের বাড়িতে ছোট বাচ্চা আছে বলে দাবি করে আনোয়ার। বেশ খানিকক্ষন পরে নিচে নেমে আসতে রাজি হয় সে। এরপরে ল্যাডারের মাধ্যমে তাকে সুস্থভাবে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তবে কি কারনে ওই যুবক রেলিং এ উঠে বসলো তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রশ্ন উঠছে, পুলিশ প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে। পুলিশের নজর এড়িয়ে কিভাবে ওই যুবক রেলিং এ উঠলো।

তারকেশ্বরে শিশু চিত্র প্রদর্শনী

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ তারকেশ্বর দি পয়েন্ট আর্ট আয়োজিত একদিনের শিশু চিত্র প্রদর্শনী আজ তারকেশ্বরের নতুন বাজারে অনুষ্ঠিত হলো। এই চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপনায় ছিলেন প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী মলয় ঘোষ। এই অনুষ্ঠানে শতাধিক শিশু এই প্রদর্শনীর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজবৃন্দ। বহু মানুষ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

লক্ষীর ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মসূচি

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মী ভান্ডার প্রকল্প নিয়ে সারা রাজ্যের সঙ্গে হুগলির চাঁপদানিতে এক অনাড়ম্বর কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। চাঁপদানি পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ড এর কাউন্সিলর শর্মিষ্ঠা মিশ্রের এলাকায় লক্ষ্মী ভান্ডার কর্মসূচি সফল করতে উপস্থিত হয়েছিল প্রায় ৫০০ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। ছিলেন শর্মিষ্ঠা মিশ্র,রেখা পাশোয়ান সহ অন্যান্য মহিলা নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পৌরপ্রধান সুরেশ মিশ্র, রাহুল রায় সহ একাধিক নেতৃত্ব। ওই অনুষ্ঠানে প্রথমে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে সন্মান জানানো হয়। সবুজ আবিরে একে অপরকে রাঙিয়ে তোলে। পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন লক্ষীর ভান্ডারে ৫ ০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে হাজার টাকা এবং হাজার টাকাকে বাড়িয়ে বারোশো টাকা করে রাজ্যের মহিলাদের মুখ্যমন্ত্রী সম্মান ও তাদের হাত শক্তিশালী করেছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছেন মহিলারা।

বাড়ির মেয়েদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টেও যে টাকা থাকতে পারে সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেখিয়ে দিয়েছেন। এর আগে এমনভাবে কেউ মহিলাদের নিয়ে ভাবেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা নেত্রী শর্মিষ্ঠা মিশ্রা বলেন দিদি মহিলাদের সম্মান দিয়েছেন, শুধু লক্ষীর ভান্ডার নয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বাংলার মহিলাদের আত্মনির্ভর করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কন্যাশ্রী করেছেন, রূপশ্রী করেছেন, চাঁপদানি পৌরসভার শহর মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রণাম ও ধন্যবাদ জানায়। মেয়েদের মিষ্টিমুখ ও লক্ষীর ভান্ডার নিয়ে বর্ণাঢ্য নিত্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

লরির ধাক্কা মোষের গাড়িতে, ঘটনায় মৃত মোষের গাড়ি চালক ও মোষ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ভোর রাতে লরির ধাক্কা মোষের গাড়িতে, ঘটনায় মৃত মোষের গাড়ি চালক, আহত দুটি মোষ। ঘটনাটি ঘটে রবিবার ভোর রাতে হুগলির আরামবাগের কীর্তিচন্দ্রপুর এলাকায়। মৃতের নাম মিঠুন খান, বয়স ৩১। পরিবার সূত্রে জানা যায় পেশায় কৃষক মিঠুন,বাড়ির একমাত্র রোজগেরে মানুষ ছিলেন। এই বছর সে ভাগে জমি নিয়ে সেই জমিতে ধান রোপণের জন্য এদিন ভোরে উঠে বুলচন্দ্রপুর বাজারে বীজ ধান আনতে মোষের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে কিছুটা যাওয়ার পর কীর্তিচন্দ্র পুর এলাকাতেই একটি ১০ চাকা লরি কৃষকের মোষের গাড়িতে পিছন থেকে ধাক্কা মারে। গাড়ি উল্টে চাপা পরে গুরুতর আহত হন তিনি। আহত হয় গাড়ি টানার জন্য থাকা দুটি মোষ। সেই গাড়িতে থাকা অন্য একজন বাড়িতে এসে ঘটনার কথা জানায়। সকলে মিলে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা। একটি মোষেরও মৃত্যু হয় । গোটা ঘটনায় একদিকে যেমন এলাকায় চঞ্চল্য ছড়ায়, অন্যদিকে একমাত্র রোজগেরের মৃত্যুতে দিশেহারা তার পরিবার।

সন্দেশখালি-ইস্যুতে হাওড়াতেও বিভিন্ন থানার সামনে বিজেপি মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ, অবরোধ

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালি-ইস্যুতে হাওড়াতেও বিভিন্ন থানার সামনে বিজেপি মহিলা মোর্চার বিক্ষোভ, পথ অবরোধ। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রবিবার রাজ্যের সমস্ত থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি এবং থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় বিজেপি মহিলা মোর্চা। হাওড়াতেও বিভিন্ন থানার সামনে চলে বিক্ষোভ। গোলাবাড়ি, ব্যাঁটরা, দাসনগর সহ অন্যান্য থানার সামনে এই কর্মসূচি চলে। গোলাবাড়িতে মিছিল করে এসে থানার সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখান মহিলা মোর্চার কর্মীরা। পথ অবরোধ হয়। বিজেপি মহিলা মোর্চার হাওড়া জেলা সদরের সভানেত্রী পৌলমী আদক বলেন, এদিন যত থানা আছে মহিলা মোর্চার ডাকে সকল থানায় বিক্ষোভ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবাংলার বুকে শেখ শাহজাহানকে নিয়ে একটা নাটক চলছে। সেই নাটকের উপস্থাপনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝতেই পারেননি সন্দেশখালির তৃণমূলের শিকার মহিলারা রাস্তায় নেমে এসেছে। সন্দেশখালিতে তৃণমূলের এই আচরণের বিরুদ্ধেই এই ধিক্কার জানিয়ে বিক্ষোভ এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি চলছে। অন্যদিকে, রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র বলেন, সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী ধর্ষণ, হত্যার মতো অসামজিক ঘটনা ঘটছে। আর তা প্রকাশ্যে এনেছে সন্দেশখালি। কিভাবে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয় তা আগামী দিনে পথ দেখাবে সন্দেশখালি। প্রায় ১ মাস ধরে এই সন্দেশখালিতে যে ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে তার প্রতিবাদে

সেখানকার মহিলারা পথে নেমেছে। শেখ শাহজাহান যতদিন না পালিয়ে গিয়েছে ততদিন তার অত্যাচার, কুকীর্তি প্রকাশ্যে আসতে পারেনি। এই ধরনের অনেক শেখ শেখ শাহজাহান বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রয়েছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী চোখ বন্ধ করে রয়েছেন। সেই কারণে এগারো বছর ধরে এদের বাড়বাড়ন্ত। সন্দেশখালিতে যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য এদিন প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। আশা করি সন্দেশখালি আগামী দিনে পথ দেখাবে। যতদিন না দোষীরা শাস্তি পাবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে। যারা প্রতিবাদ করে এই সরকার তাদের নামে মামলা করে, মুখ বন্ধ করে দেয়। এমনকি ওখানে ইন্টারনেটও বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ওখানকার মহিলারা তাদের অত্যাচারের কথা কাউকে বলতে চেয়েছে। কিন্তু এই সরকার তাদের বাক স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছে। সেই কারণে সেখানে কাউকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না, সেখানকার ঘটনা সামনে আসতে দিচ্ছে না। এমনকি মিডিয়াদেরও ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। এই অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। মানুষ প্রতিবাদ করেছিল বলে পরিবর্তন এসেছিল। এই সন্দেশখালি আগামী দিনের পথ দেখাবে। এবং বাংলার পরিবর্তন আনবে।

হাওড়ার বাকসী হাটের রূপনারায়ণে নৌকাডুবি

রাত ভোর নদীতে নিখোঁজদের তল্লাসি, আরো দুই জনের দেহ উদ্ধার হল রবিবার সকালে

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বাকসী হাটে নৌকাডুবির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিন জনের দেহ উদ্ধার হলো। এই ঘটনায় মোট পাঁচ জন নিখোঁজ ছিল। ইতিমধ্যেই এক জনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল। রবিবার সকালে আরো দুই জনের দেহ উদ্ধার হল। মৃতদেহ নাম অচ্যুৎ সাহা ও ঋষভ পাল (৭)। অচ্যুতের দেহ খানাকুল থানার পানশিউলি ঘাট থেকে ও ঋষভের দেহ জয়পুর থানার বেড়াল ঘাট থেকে উদ্ধার করে এন ডি আর এফ। উল্লেখ্য বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানার অন্তর্গত দুধকমরা ত্রিবেণী পার্কে পিকনিক করতে গিয়েছিল হাওড়ার

শিবপুর থেকে একটি ১৭ জনের দল। কিন্তু পিকনিক করে নৌকা করে হাওড়ার বাগনানের বাকসি হাটের দিকে। আর সেই সময় হঠাৎই মাঝ নদীতে উল্টে যায় ওই নৌকাটি। এদিকে ঘটনার পর স্থানীয়দের পক্ষ থেকে ১১ জনকে উদ্ধার করা গেলেও, ঘটনায় নিখোঁজ হয় ৫ জন। আর তার পর থেকেই ঘটনাস্থলে নিখোঁজদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ, রাজ্যে বিপর্যয় বাহীনির দলের পাশাপাশি নামানো হয় জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহীনির দলকেও। ঘটনার পর থেকেই রাত ভোর রূপনারায়ণ নদীতে নিখোঁজ দের খোঁজে চলে তল্লাসি। গত বৃহস্পতিবারে রূপনারায়ণে নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ পাঁচ জনের মধ্যে সুনন্দা ঘোষ নামের এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে নদীতে তল্লাশি চালানো বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা।

তবে বাকি ৪ জন নিখোঁজ ব্যাক্তির খোঁজে তল্লাশি চলছিল রূপনারায়ণ নদীতে। এদিকে ঘটনার পর থেকে নদীর পাড়ে ভিড় জমিয়েছে স্থানীয়দের বাসিন্দারা। পাশাপাশি নদীর তীরে পরিবারের সদস্যদের জন্য উৎকণ্ঠায় প্রহর গুনছে নৌকা ডুবিতে নিখোঁজদের পরিবারের সদস্যরা।

কীর্তনীয়াকে হেনস্তার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আম্বেদকরপন্থী প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে রবিবার প্রতিবাদ মিছিল, জয়নগর থানায় বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হলো। এদিন এই প্রতিবাদী মঞ্চের পক্ষ থেকে কিছু প্রতিবাদী মানুষ জয়নগর স্টেশন মোড় থেকে স্লোগান সহ মিছিল করে জয়নগর থানায় আসে। জয়নগর থানায় এসে তাঁরা বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন জমা দেন। শনিবার জয়নগর মজিলপুর রায় পাড়ার বর্তমান বাসিন্দা কীর্তনীয়া দীনকৃষ্ণ ঠাকুর নামে এক

জয়নগর

ব্যক্তি বেশ কিছু দিন ধরে তাঁর কীর্তনের মধ্যে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কে অসুর বলে ব্যাখা দেন। আর শনিবার জয়নগর বুড়োরঘাট এলাকায় স্থানীয় সনাতনী ধর্মের মানুষজন ঐ কীর্তনীয়াকে ঘেরাও করে এর কারণ জানতে চায়।হিন্দু ধর্মের দেব দেবীকে নিয়ে তাঁর এই কুরচিকর মন্তব্য এর ব্যাখা চায় সনাতন ধর্মী মানুষজন। আর তা দিতে না পারায় দীন কৃষ্ণ ঠাকুর কে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু হয় সেখানে। আর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে বকুলতলা থানার পুলিশ গিয়ে ঐ কীর্তনীয়াকে থানায় নিয়ে যায়। আর কেন তাকে পুলিশ তুলে নিয়ে গেল আর কেন তাঁর ওপর আক্রমন করা হলো তাঁরই প্রতিবাদ স্বরুপ রবিবার আম্বেদকর পন্থী মঞ্চের মানুষজন বিক্ষোভ,প্রতিবাদ মিছিল ও থানায় ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করে।আর এই ঘটনায় ইতিমধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

বাগবাজার এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ **বাগবাজার এলাকার একটি বস্তিতে ব্যাপক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। শনিবার রাতে বাগবাজার মহিলা কলেজের পিছনের এলাকার একটি বস্তিতে এই আগুনটি লাগে। দমকল বিভাগের এক সিনিয়র আধিকারিক এই তথ্য জানিয়েছেন।**

আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে দমকল বিভাগে খবর দেওয়া হয়। শনিবার রাত ৯.৪৫ নাগাদ দমকলের ৬টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে।

দমকল কর্মী জানিয়েছেন যে এই আগুনে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। দমকল বিভাগের সিনিয়র আধিকারিক আরও জানিয়েছেন যে আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে আমরা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বস্তি থেকে সমস্ত বাসিন্দাদের সরিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখেছি। অগ্নিনির্বাপণ অভিযান এখনও চলছে এবং আগুন এখনও নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি বলেও তিনি জানান।

ক্রমেই জোরালো হচ্ছে নতুন আরামবাগ জেলার দাবি

বনস্পতি দে, আরামবাগ হুগলি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ক্রমেই জোরালো হচ্ছে নতুন আরামবাগ জেলার দাবি। বিডিও অফিস-সহ মহকুমা শাসকের অফিসে ইতিমধ্যেই আরামবাগ জেলার দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে পদ্ম শিবির। আরামবাগের একাধিক এলাকাকে পৌরসভা করারও দাবি উঠেছে। অনেকেই তুলনা টানছেন শ্রীরামপুরের সঙ্গে। তুলে আনা হচ্ছে জনসংখ্যার তত্ত্বও।

এদিকে আরামবাগ শহরের ভেতর দিয়ে দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও হাওড়া জেলার সঙ্গে সরাসরি সংযোগের জন্য রয়েছে সড়ক পথ। যোগাযোগ ব্যবস্থা যথেষ্ট উন্নত। জেলার দাবি যাঁরা জোরালো করছেন তাঁদের দাবি, বর্তমানে আরামবাগ শহরের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তা জেলা শহরের জন্য উপযুক্ত। আরামবাগে এমন কিছু সরকারি অফিস আছে যেখানে জেলার কাজগুলি সবই প্রায় হয়ে যায়। অর্থাৎ জেলা তৈরির জন্য পরিকাঠামোগত দিক থেকেও অনেকটা এগিয়ে রয়েছে আরামবাগ। এদিকে আরামবাগ মহকুমা থেকে জেলা সদর যেতে প্রায় তিন ঘণ্টা। এমনকী কিছু কিছু ক্ষেত্রে চার ঘণ্টারও বেশি সময় লেগে যায়। এর ফলে জেলার অন্য অংশের তুলনায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বা উন্নয়নের স্বাভাবিক গতি পিছিয়ে পড়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করছেন এলাকার অনেকেই। রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আরামবাগকে আলাদা সাংগঠনিক জেলা হিসাবে ঘোষণা করে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সাজাতে। এখানেই অনেকে প্রশ্ন করছেন তাহলে প্রশাসনিকভাবে আলাদা জেলার স্বীকৃতি দিলে সমস্যাটা কোথায়? ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বলছেন, যে কোনও জেলা সদর সাধারণত জেলার কেন্দ্রের কাছাকাছি হয় (যেমন একটা বৃত্তের কেন্দ্র)। কিন্তু হুগলি জেলাটি ডিম্বাকৃতি। একেবারে এক প্রান্তে চুঁচুড়া আর ঠিক বিপরীত প্রান্তে আরামবাগ মহকুমা। গোঘাট থানা তো অনেক দূর। এর ফলে প্রশাসনের কর্তাদের প্রশাসনিক কাজে চুঁচুড়া যেতে অনেক সময় ব্যয় হয়। যার প্রভাব পড়ে নিজের কর্ম ক্ষেত্রে।

অভিযোগ উঠেছে বঞ্চনারও। বর্ষায় প্রায়ই বন্যা কবলিত আরামবাগে বন্যার ত্রাণ এলে সেটা হুগলী জেলায় প্রতিটা ব্লকে ভাগ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের হাহাকার থাকলেও প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়, বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ কার্য নিয়ে। কেউ কেউ আবার একেবারে ইতিহাসের খতিয়ান তুলে বলছেন জেলার দাবি তো আজকের নয়, প্রায় দু'শো বছর আগের। তখন থেকেই আলাদা জেলার দাবি ধীরে ধীরে উঠছিল। ইতিহাস বলছে ১৮৪৬ সালে হুগলি জেলাকে প্রশাসনিক কাজে সুবিধার জন্য মহকুমা হিসেবে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম, শহরকেন্দ্রিক দ্বারহাট্টা (শ্রীরামপুর) আর দ্বিতীয় পিছিয়ে পড়া গ্রামকেন্দ্রিক জাহানাবাদ (আরামবাগ)। ১৮৭২ সালে ঘাটাল ও চন্দ্রকোনা সহ জাহানাবাদ (আরামবাগ) ও গোঘাট হুগলি জেলা ছেড়ে মেদিনীপুরে চলে যায়। জাহানাবাদ আর গোঘাট ৭ বছর পর ফের ফিরে আসে। কিন্তু, চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল আর ফেরেনি। তথ্য বলছে, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমাই একমাত্র মহকুমা যেখানে ৯৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। আর শ্রীরামপুর মহকুমার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা মাত্র ২৭ শতাংশ। এদিকে শেষ বিধানসভার আগেই আরামবাগের মানুষকে বিজেপি কথা দিয়েছিল ক্ষমতায় আসলে আরামবাগ জেলা তৈরি হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক কাজের সুবিধার্থে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৈরি করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপিও আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা তৈরি করেছে। আরামবাগ শহরকেন্দ্রিক বিজেপির সুবিশাল জেলা পার্টি অফিসও তৈরি হয়েছে।

রেড রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্নামঞ্চেও প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, উঠল একে ওপরের বিরুদ্ধে স্লোগান

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতার রেড রোডে তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্নামঞ্চেও প্রকাশ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতির সামনেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এল।

একে অপরের বিরুদ্ধে উঠল স্লোগান, পাল্টা স্লোগান। রবিবার রেড রোডে হাওড়া জেলার তরফে ধর্না কর্মসূচি ছিল। প্রথমে হাওড়া সদর ও পরে হাওড়া গ্রামীণের পক্ষ থেকে ধর্না কর্মসূচি ছিল।

দুপুর তিনটেয় ধর্না কর্মসূচি থাকলেও মঞ্চের দখল নিয়ে নেয় হাওড়া গ্রামীণ নেতৃত্ব। কখনও পুলক রায়ের পক্ষে স্লোগান, কখনও অরূপ রায়ের পক্ষে স্লোগান অনুগামীদের। তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উঠতেই গদ্দার স্লোগান ওঠে। বিক্ষোভের জেরে হাওড়া জেলার ধর্না কর্মসূচি বন্ধ করে দিলেন সুব্রত বক্সী।

মুসলিম রীতি মেনে কুড়ি জোড়া দম্পতির গণ বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে গেল রবিবার জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার ৮০ টা হাতের মিলন ঘটলো জয়নগরে। একটি ছেলে ও একটি মেয়ের মধ্যে বিবাহের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য জীবনের মেলবন্ধন ঘটালো রেহানা ফাউন্ডেশন নামে এক সংস্থা। রবিবার জয়নগর থানার বামুনগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারিয়ার দুই বোনের হাট এলাকায় কুড়ি জোড়া দম্পতির গণ বিবাহ অনুষ্ঠান হয়ে গেল মুসলিম ধর্ম মেনে।

জয়নগর থানা এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে অনাথ ছেলে মেয়েদেরকে একত্রিত করে এই

সংস্থা তাদের মুসলিম রীতি মেনে বিবাহ দেন। এবছর এই সংস্থা কুড়ি জোড়া দম্পতির চার হাত এক করে দিলেন বিবাহ বন্ধনের মধ্যে দিয়ে।পাশাপাশি তাঁরা একটি মেয়ের শশুরবাড়িতে গিয়ে নতুন সংসারিক জীবন তৈরিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, রান্নার সরঞ্জাম সহ একাধিক সামগ্রী তুলে দেন নব দম্পতিদের হাতে। আর নতুন জীবনে এই ভাবে প্রবেশ করতে পেরে রীতিমতো খুশি ও আনন্দিত কুড়ি জোড়া নব দম্পতি। আর এদিনের এই বিবাহ অনুষ্ঠান রীতিমতো নিমন্ত্রিত হয়ে প্রায় দুহাজার মানুষ দুপুরের আহার সারেন এবং এই সংস্থার এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানালেন।

মমতার নির্দেশে সিপিএম কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ ঃ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম

কলকাতা, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দ্বারা নির্যাতনের কথা স্বীকার করেছেন স্বয়ং সেখানকার মহিলারা। জানিয়েছেন, কিভাবে দিনের পর দিন অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তাঁরা। এই মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন সেখানকার মহিলারা। এই নারী নির্যাতনের ঘটনায় এবার রাজ্য সরকারের সমালোচনা করলেন সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি রবিবার বলেছেন, মমতার নির্দেশে সিপিএম কর্মীদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। বিজেপির পর এবার সিপিএমের সন্দেশখালি অভিযানেও বাধা দিয়েছে পুলিশ। ন্যাজাট ফেরিঘাটেই আটকে দেওয়া হয় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়দের।

ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, পুলিশের সঙ্গে বচসা হয় সিপিআই (এম) নেতা-কর্মীদের। সন্দেশখালিকাণ্ডে এদিনই প্রাক্তন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক নিরাপদ সর্দারকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ প্রসঙ্গে মহম্মদ সেলিম বলেছেন,

সন্দেশখালির মহিলারা যখন নিজেদের কথা বলছেন, তখন পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার না করে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সিপিএম কর্মীদের গ্রেফতার করছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৭৩ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ মাঘ ১৪৩০

ভারতের নিরাপত্তা

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাকে সুদৃঢ় করতে উদ্যোগী হয়েছেন অজিত দোভাল। তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে এব্যাপারে কথাও বলেছেন। বাংলাদেশ যে রকম সমস্যায় পড়তে শুরু করে দিয়েছে সেই একই রকম সমস্যায় রয়েছে ভারত। সেই কারণে ভারত বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রীরা নয়াদিল্লিতে বৈঠক করেছিলেন। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন ভারতকে নিরা ত্তা দিয়ে তৈরি থাকবে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ। সেই দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরে এসে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে মায়ানমারের ঘটনা। মায়ানমারে যা সেনারা যেভাবে সেখানকার সাধারণ নাগরিকদের ওপরে অত্যাচার করতে শুরু করে দিয়েছ তার ফলে ভয়ে সেখানকার নিরীহ নাগরিকেরা ভারতে এবং বাংলাদেশের সীমান্ত পার হয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত বাংলাদেশ এখন বাধ্য হয়ে সেই সব শরনার্থীদের আশ্রয় দিতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এটা বেশি দিন ধরে চলতে দেওয়া যায় না। এর একটা অবসান ঘটাতে হবে। মায়ানমারের সঙ্গে এ ব্যাপারে ভারত এবং বাংলাদেশ আলোচনা করতে চায় এবং শরনার্থী সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছুক। যদি আগে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সময়ে মায়ানমারের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তখন মায়ানমারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সু চি। তাঁকে সেনারা সরিয়ে দিয়েছে। ফলে সেখানে এখন সেনা শাসন ব্যবস্থা। সেনা শাসন থাকার ফলে সেখানকার গণতান্ত্রিক প্রিয় মানুষেরা বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিয়েছে। তারা সেনাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। এমনকী গোলা বারুদ সংগ্রহ করে সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা লড়াই করতে শুরু করে দিয়েছে। মায়ানমারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ভারত এই সব বিদ্রোহীদের উস্কানি দিতে শুরু করেছে। এদিকে চিন মায়ানমার সেনাদের পক্ষে রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। মায়ানমারে ভারতের অগ্রগতিকে রুখে দেওয়ার জন্য চিন সেখানকার সেনাদের মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে। মায়ানমারের সাধারণ নাগরিকদের ওপরে সেনারা অকথ্য অত্যাচার করতে শুরু করেছে। তার হাত থেকে রেহাই পেতে ভারতে ও বাংলাদেশে এসে উপস্থিত হচ্ছে শরনার্থীরা। মানবিকতার কারণ মায়ানমার শরনার্থীদের মানবিক সাহায্য দিতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সরকার। এমনকী বাংলাদেশ সরকারকে এ ব্যাপারে ভারত সহযোগিতা করবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে ভারত আবার মলদ্বীপ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে শুরু করে দিয়েছে। মলদ্বীপের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু ভারত বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তার ফলে সেখানে চিনা জাহাজ প্রবেশ করছে। চিন থেকে বলা হয়েছে এই জাহাজ পরিবেশ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে থাকে। এটা সামরিক জাহাজ নয়। কিন্তু ভারত তা বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কারণ হচ্ছে বেশ কিছুদিন আগে আমেরিকার একটি সংসাবপত্র জানিয়েছিল যে চিনের কয়েকটি গুপ্তচর বেলুন ভারতের ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছে তা ভারত বুঝতে পারেনি। আমেরিকার ওপর দিয়ে চিনা বেলুন প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তা র‍্যাডারে ধরা পড়ে। তার ফলে আমেরিকা সেই বেলুন আকাশ পথেই ধ্বংস করে দিয়েছিল। তারপরে চিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল আমেরিকাকে এর ফল ভোগ করতে হবে। এদিকে চিন আবার আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি করতে শুরু করে দিয়েছ। কারণ চিন জানে যে আমেরিকা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে অনেক শক্তিশালী। যে কোনও সময়ে মারাত্মক অস্ত্র তৈরি করে করতে পারে। আমেরিকা বিপন্ন হলে পরমানু অস্ত্র ব্যবহার করতে তারা পিছু পা হবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। রাশিয়ার সঙ্গে চিন দোস্তি করেই আবার আমেরিকার সঙ্গে নতুন করে বন্ধুত্ব গড়তে আগ্রহী হয়েছে চিন। তবে আমেরিকার বেশ সতর্ক। এদিকে ইজরায়েল আমেরিকা এবং পাশাপাশি ভারত একই মেরুতে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে চিনকে তা ভাবাচ্ছে।

বিবেকানন্দ ও প্রধানমন্ত্রী

ভারতের প্রধানমন্ত্রী এখন বলতে গেলে রাম ভক্ত। তিনি এ ব্যাপারে লোকসভায়বেশ খানিকটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তবে তিনি বিবেকানন্দ ভক্ত সেটাও স্বীকার করেছেন। রাম এবং কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে তিনি আবার দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ ভক্তও বটে। তিনি একবার বেলুড়ে এসেছিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ করতে। কিন্তু তকন তাঁকে বেলুড় মঠের সচিব বুঝিয়ে ছিলেন দেশের হয়ে কাজ করে যেতে। সেই সময়ে মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে এই তরুণ আগামি দিনে ভারত নেতায় পরিণত হতে পারে। সেই কারণে তাঁকে সেই সময়ে বেলুড়ে অংশ গ্রহণ করতে বারণ করা হয়েছিল। এই কথাটি তিনি বারবার তাঁক গুণমুগ্ধ লোকেদের বলে থাকেন। তিনি দক্ষিণেশ্বরের আদর্শে অনুপ্রাণিত সেটা বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। নরেন্দ্র দামোদার মোদি তখন কিশোর। তাঁর ইচ্ছা ছিল তিনি বেলুড় মঠে গিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি সন্ন্যাসী হতে পারেননি। তাঁকে বেলুড় মঠের মহারাজ ফিরিয়ে দেন। সেই সময়ে মহারাজ তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন, তিনি যেন রাজ্যে ফিরে যান। তাঁর জন্য সারা দেশবাসী তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। দেশের হয়ে কাজ করার উপদেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন মহারাজ। সন্ন্যাসী হয়ে জীবন যাপন করার তাঁর কাজ নয়। দেশের হয়ে সেবার কাজ করার জন্য তিনি এই ধরনীতে এসেছেন। সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিশোর নরেন্দ্র মোদি ফিরে গিয়েছিলেন নিজের রাজ্যে। কিশোর নরেন্দ্র মোদি পরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে যোগ দেন

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

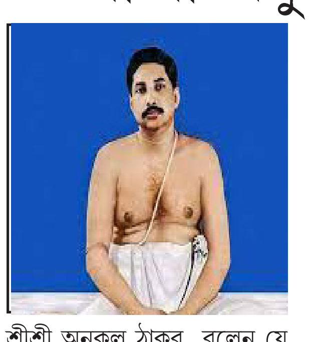

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে সম্পদশালী করতে হবে পরিবারকে। একটি পরিবারের মেয়েরা যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। সেটাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ব্রিটিশ ভারত শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে দিয়ে। ব্রিটিশ ভারতের বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে শুরু করে দিয়েছিল।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

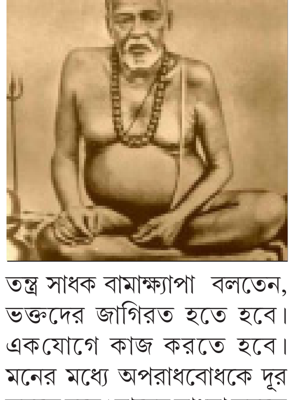

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন। তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই।

যুদ্ধ, হিংসা এবং বিধ্বস্ত রাজনীতি আজকে আন্তর্জাতিক পরিবেশকে ক্রমশ বিষাক্ত করছে

রবীন্দ্র কুমার শীল

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারত এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ দেশে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি বলতে শুরু করেছেন যে ভারতের উচিত হচ্ছে রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে মধ্যস্থতা করে এই বিবাদকে মিটিয়ে দেওয়ার। ইউক্রেনের বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফর করেছেন। বারবার ভারত সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন যে রাশিয়ার কাছে যেন ভারত আবেদন রাখে যুদ্ধ থামিয়ে দেওয়ার। ভারত রাশিয়াকে সরাসরি এ ব্যাপারে কোনও কথা বলেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী মোদি রুশ প্রেসিডেন্টকে বলেছিলেন এটা যুদ্ধ করার সময় নয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন ভারতের সেই কথায় কর্ণপাত করেননি। এদিকে ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়েছে। প্যালেস্টাইন অবস্থান এখন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হামাসকে জঙ্গি সংগঠন বলে স্বীকার করে নিয়েছে ভারত। যার ফলে ইজরায়েল জঙ্গি দমনকে ভারত সমর্থন করতে শুরু করেছে। এদিকে কুয়েত আবার ভারতের নৌসেনাদের ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। আন্তর্জাতিক মহল মনে করতে শুরু করেছিল যে ভারত যেহেতু হামাস সংগঠনকে জঙ্গি সংগঠন বলে স্বীকার করে নিয়ে ইজরায়েলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তার ফলে কাতার ভারতের ওপরে প্রতিশোধ গ্রহণ করার নীতি নিয়েছিল। যদি ভারত তৎপর হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। ভারতীয় নৌ অফিসাররা ভারতে ফিরে এসেছেন। কারাতের ওপরে চাপ দেওয়ার ফলে ভারতের প্রাক্তন নৌ আধিকারিকেরা ভারতে ফিরে এলেন। সেটা সম্ভব হয়েছে রাশিয়ার জন্য বলে মনে করা হচ্ছে। রাশিয়া চায় নি ভারতের নৌ সেনাদের কাতার ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে দিক। সেই দিক দিয়ে ভারত বেশ খানিকটা রাশিয়া এবং আমেরিকার সাহায্য পেতে শুরু করেছে। এদিকে মলদ্বীপের ঘটনায় ভারত যে কৌশল গ্রহণ করতে শুরু করেছে তাতে পরাস্ত হয়েছেন মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মুইজ্জু। তিনি চিন সফর করেছেন এবং চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত বিরোধিতার পথকে সক্রিয় করার চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল। এর পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হাত থাকতে পারে বলে মনে করতে সুরু করে দিয়েছে ভারত। যদি ভারত এখন মলদ্বীপের ব্যাপারে কঠিন কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না। তবে ভারত এবারে বেশ চাপে রয়েছ মায়ানমার নিয়ে। মায়ানমারের বিদ্রোহীরা সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে শুরু করেছে। বিদ্রোহীরা সেনাদের বিরুদ্ধে গেরিলা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। তার ফলে মায়ানমারের সেনারা এখন সাধারণ নাগরিকদের ওপরে অত্যাচার করছে। যার ফলে ভারত এবং বাংলাদেশে মায়ানমারের শরনার্থীরা এসে উপস্থিত হচ্ছে। সেই সব শরনার্থীদের ভারত এবং বাংলাদেশকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। তবে দুইদিন ধরে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফর করে মায়ানমারের সমস্যার সমাধান করার ব্যাপরে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারত বাংলাদেশ যৌথভাবে মায়ানমার সমস্যার সমাধান করতে ইচ্ছুক। এই নিয়ে ভারতের জাতীয় উপদেষ্টা অজিত দোভাল এর সঙ্গে দেখা করে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী হাছান মাহমুদ। আবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। এদিকে ভারতের লোকসভার নির্বাচন আসন্ন। পাকিস্তানের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। সেখানে কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা নিয়ে খুব চাপে রয়েছে পাক প্রশাসন এবং সেনারা। পাক সেনারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে নওয়াজ শরিফ এবং বিলাবল ভুট্টো দল জোট করে সরকার গঠন করুক। ইমরান খান যেন প্রধানমন্ত্রী না হতে পারেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তবে কূটনৈতিক মহল মনে করতে শুরু করে দিয়েছে যে নওয়াজ শরিফ প্রধানমন্ত্রী হলেই ইমরানকে নওয়াজের মতো দেশ ছাড়া হতে হবে। যার ফলে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুবই জটিল আকার ধারন করতে শুরু করেছে। এদিকে বিজেপি সরকার রামকে জাতীয় আইডেন্টিটি দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ব্রিটিনকে এ ব্যাপারে পাশে পেয়েছেন।ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন যে তিনি একজন হিন্দু। ব্রিটেনের ইতিহাসে দেখতে পাওয়া গেল যে এই প্রথম একজন হিন্দু প্রধানমন্ত্রী হলেন যদিও তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটেনের নাগরিক। রাম এখন আন্তর্জাতিক দিক দিয়ে ভারতের আইডেন্টিটি পেতে শুরু করে দিয়েছে।

লোকসভার শেষ দিনেও রাম নামকে সঙ্গে করে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে দিল বিজেপি সরকার। জাতীয় রাজনীতিতে ব্রিটেনকে পাশে পেয়ে ভারত এখন বেশ শক্তিশালী। ওদিকে আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন এর আকজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন নাগরিক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। তার ফলে এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের স্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থায় পৌছে গিয়েছে। চিন সেটা বুঝতে পেরেই রাশিয়া এবং আমেরিকার সঙ্গে দোস্তি করতে শুরু করেছে। এদিকে ভারতের লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে মোদির শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার দিকে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভালো বলা যায়। তাইওয়ানের ব্যাপারে চিন নরমপন্থা অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে। যে চিন আগে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে তাইওয়ানকে গ্রাস করতে এগিয়ে এসেছিল এবং তারা ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছিল তা আপাতত বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। যদিও তারা বলতে শুরু করেছে যে তাইওয়ান তাদের দেশের একটি অংশ যা তাইওয়ান সরকার মনে করে না। তবুও চিন এখন তাইওয়ানের ব্যাপারে হালকা মনোভাব দেখাতে শুরু করেছে। এদিকে ভারত ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শুরু করেছে। তাদের সামরিক প্রযুক্তি নেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং আগামি দিনে ফ্রান্স সরকার ভারতের মাটিতে সামরিক অস্ত্র নির্মাণ থেকে শুরু করে বিমান তৈরি কারখানা করার ব্যাপরে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ বাপারে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়েছে ফ্রান্সের সঙ্গে ভারত সরকারের। ভারতের প্রজতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকরঁ। আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদি ফ্রান্সে দিয়েছিলেন বাস্তিল উৎসব পালনের সময়ে। ভারতীয় সেনারা সেখানকার কুচ কাওয়জে অংশ গ্রহণ করে। আবার ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ফ্রান্সের সেনারা দিল্লির কুচকাওয়াজে অংশ গ্রহণ করেছিল। এবারে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি হয়ে আসার কথা ছিল আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের। তিনি ব্যস্ত থাকায় তা হল না বলা যেতে পারে। সেখানে প্রধান অতিথি হয়ে এসে উপস্থিত হলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ। ফ্রান্স আবার নেটোর সদস্য। যার ফল আমেরিকার কূটনীতিকে বেশ খানিকটা মেনে ফ্রান্সকে এখন চলতে হয়। এদিকে ভারত এবং বেশ কয়েকটি দেশ মিলে নেটোর মতো সামরিক জোট করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে। যদিও তাতে আমেরিকার সায় রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এই সামরিক জোট তৈরি হলে চিনের বেশ খানিকটা অসুবিধা তৈরি হবে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে কূটনীতিকরা। তারা বলতে শুরু করেছে যে ভারত কোয়াড সদস্য থাকার ফলেই চিন বেশ খানিকটা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। চিন এখন ধীরে ধীরে পা ফেলতে শুরু করেছে। বেশ কয়েক বছর আগে চিন যে শক্ত দেখাতে শুরু করেছিল তা করোনা সংক্রমণের পরে ভাঙতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের নাগরিকেরা এখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পথ ধরে হাঁচার চেষ্টা করতে শুরু করেছে। যদি চিনের কমিউনিস্ট সরকার জনগণকে চাপে রেখে সেখানে কমিউনিস্ট একনায়কতন্ত্র চালাতে শুরু করেছে। ভারতের কমিউনিস্টরা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে ভারতের শাসন ক্ষমতা অধিকারী করাব ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় গণতন্ত্রটা রোপিত হয়ে গিয়েছে। সেখানে কোনও রকম রক্তপাত করে বিপ্লব করা একেবারে অসম্ভব। গান্ধিজির প্রদর্শিত পথ ধরে ভারতের শাসন ক্ষমতাকে কায়েম করত হবে। যার ফল ভারতের বাম দলের নেতারা এখন বিপ্লবের আওয়াজন না তুলে তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে জন প্রতিনিধি হয়ে শাসনক্ষমতায় বসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। সিপিএম দলের নেতা জ্যোতি বসু ওই পথ দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। তার ফলে আমরা কেরলে দেখতে পেলাম যে সেখানে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করে। নেপালে রাজতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিয়ে সেখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। পরে দেখত পাওয়া গেল যে নেপালেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হচ্ছে। চিন এবং রাশিয়ার মতো বিপ্লব করে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলি শাসন ক্ষমতা অধিকার করতে পারছে না। আসলে যুগের পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। তার ফলে এখন আর বিপ্লবী শ্লোগান তুলে শাসন ক্ষমতা দখল করা একেবারে অসম্ভব। ভিয়েতনাম থেকে শুরু করে প্রতিটি কমিউনিস্ট দেশে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট শাসন। যার ফলে সেখানে শাসন ক্ষমতায় ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ওয়াকিবহাল হতে পারছে এবং সরকারের সিদ্ধান্তের ভুলগুলিকে সংশোধন করে দিতে পারছে জনগণ। এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় রাজনীতি থেকে শুরু করে আর্ন্তর্জাতিক রাজনীতি এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা যত বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই বিশ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবে। সেই কারণে বারবার ভারতের প্রধনমন্ত্রী হুঁশিয়ারী দিয়ে রেখে দিয়েছেন এটা যুদ্ধ করার সময় নয়। পাশাপশি তিনি আবার চিনকে পর্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছেন যারা আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে চলতে শুরু করবে তাদের পতন হবে সেই আগ্রাসনের মধ্যে দিয়ে। তার বলিষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে জার্মান দেশের হিটলার থেকে শুরু করে স্টালিন পর্যন্ত। তিনি যেভাবে পূর্ব ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশকে দখল করে নিয়ে শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে শুরু করে দিয়েছিল আজকে সেটা ভেঙে পড়েছে। সমগ্র ইউরোপ এখন রাশিয়ার বিপক্ষে চলে যেতে শুরু করেছে। সেখান থেকে রাশিয়াকে রক্ষা করাই হচ্ছে এখন পুতিনের একটি বড় চালেঞ্জ। বিশ্ব রাজনীতি বহু অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে প্রসারিত সেটাকে এড়িয়ে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। একটি ঐকবদ্ধ মৈত্রীর খুবই প্রয়োজন।

আতঙ্কগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের ভীতি দূর করেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে উজ্জ্বল করা উচিত

ভারতীয় সমাজে এখন ভয়ের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে বলে মনে করেন ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। তিনি মনে করে যে লোকসভার নির্বাচন অবাধ এবং সুষ্ঠু হতে পারবে না যদি না ভারতের জনগণ ভয় থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। ভারতের মানুষদের মনের মধ্যে একটি আজানা আতঙ্ক প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। সর্ব ক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। লোকসভার নির্বাচন করার আগে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়ার কথা ভাবতে হবে। নাহলে কিন্তু আগামী দিনের ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কোনও স্থানে গিয়ে পৌঁছাবে তা বলা খুবই মুশকিল। এদিকে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে ভয়ের আধিপত্য বিস্তার করতে পিছু হচ্ছে না রাজনৈতিক দলের নেতারা। তারা জনগণকে অভয় দেওয়ার পরিবর্তে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করছে যে তার ফলে জনগণ আপনা থেকেই আতঙ্কিত হতে থাকছে। শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে শুরু করে কর্মক্ষেত্রেও কোনও নিরাপত্তা নেই। সব দিক দিয়ে একটি আতঙ্ক গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে। এর হাত থেকে মানুষকে রেহাই দিতে হবে। করোনা সংক্রমণ কাল থেকে সেই আতঙ্ক ক্রমশ মানসিক রোগে পরিণত হয়েছে। এর ফলে এক শ্রেণি সুবিধাভোগীরাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে ধনী ব্যক্তিরা তার সুবিধা আদায় করার ওপরে জোর দিয়েছে। আতঙ্ক তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে ভারতের রাজ্যের প্রায় অধিকাংশ আঞ্চলিক দলগুলি। তারাও পিছিয়ে নেই। এই সব আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলগুলি যে সব স্থানে শক্তিশালী এবং বলশালী তারা সেখানকার বাসিন্দাদের ওপরে জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে। বাধ্য করছে দলের নির্দেশ নিয়ে চলাফেরা করতে। যার ফলে বহু নাগরিকেরা এখন আর শান্তিতে বসবাস করতে পারছে না। সবচেয়ে বড় কথা হল আর্থিক নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করেছে। রোজগারের নিরাপত্তার অভাব বোধ করতে শুরু করে দিয়েছে। যার ফলে একটি অজানা আতঙ্ক কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। বর্তমান সরকারের উচিত হচ্ছে এই সব অজানা আতঙ্ককে দূর করে দিয়ে একটি অভয়মন্ত্রের পরিবেশ তৈরি করা। সেটা না করতে পারলে সমাজ শক্তিশালী হবে না। ভারতের অদিকাংশ জনগণ যদি আতঙ্কিত হতে থাকে তাহলে একটি সময়ে ভারত যে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে শুরু করছিল তা ভেঙে পড়তে থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত হয়েছে অসহায় মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো। খেটে খাওয়া দরিদ্র মানুষদের সেবা করার ব্রত গ্রহণ করা। তাদেরকে অভয় দান করা। সেটা করতে পারলে ভারত আগামি দিনে আরও শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদম্বরম কলকাতায় এসে বলেছেন যে মানুরে চিন্তা ভাবনায় এখন গ্রাস করেছে আতঙ্ক। কাউকে কেনও কিছু বলা যাবে না। বিরোধী বক্তব্য রাখা যাবে না। বিরোধী কথা বলা যাবে না। বিরোধিতা করে লেখা চলবে না। আইন ভাঙা চলবে না। চলচ্চিত্র এবং বইয়ের ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে শুরু করে দিয়েছে। একটি অলিখিত এমার্জেন্সি সর্বত্র চালু হয়ে গিয়েছে। যা দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা

যেতে পারে। ভারতবষে এখন ভয়ের আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছে। তার প্রভাব এসে পড়তে শুরু করেছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ওপরে। নির্ভয়ে ভোট দিন এই রকম স্লোগান আর শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না। লাঠি সোটা নিয়ে মিটিং মিছিল হতে শুরু করেছে। সাধারণ নাগরিকেরা ভয় পেতে শুরু করেছে। বিরোধিতা করলেই গ্রাম ছাড়া হচ্ছে। এলাকা ছাড়া হতে হচ্ছে। মানুষ এখন মুক বধির হয়ে গিয়েছে। এর হাত থেকে রক্ষা করতে জনগণকে রক্ষা করা উপায় বের করা উচিত সরকারের। ভারতের অর্থনীতিতে সুরক্ষিত করতে হবে। সাধারণ মানুষের ওপরে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। যে আর্থিক সুবিধা তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল আজকে তার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। মূল্যবৃদ্ধিকে রোখা একেবারে অসম্ভব হচ্ছে। সরকার চাল দিচ্ছে বিনামূল্যে। কিন্তু শুধু ভাত খেলেই তো চলবে না। আনাজপত্র তো কিনতে হবে। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে বাজারে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের লোকেরা যেতে পারছে না। তাদের হাতে বাজার করার টাকা নেই। যার ফলে বহু পরিবারকে ফ্যানে ভাতে খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। সেই সব তথ্যগুলিকে সরকারকে সংগ্রহ করা উচিত। পর্যবেক্ষণা উচিত ভারতের অদিকাংশ জনগণ কীভাবে দিন যাপন করছে তা অনুসন্ধান করা উচিত। তার উপায় বের করা উচিত। বিদেশে মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করেছে। ভারতের অভ্যন্তরে এখন মানসিক সাহায্য দেওয়ার খুবই প্রয়োজন। ধর্মীয় জিগির তুলে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। দরিদ্র মানুষকে অভয় দান করে তাদেরকে বেঁচে থাকার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। তা না করতে পারলে আগামি দিনে ভারত যে আর্থিক সাফল্য লাভের দাবি করার কথা বলতে শুরু করেছে তা বুমেরাংতে পরিণত হতে বেশি সময় নেবে না। রাজনৈতিক চমক দিয়ে বেশি দিন টিঁকে তাকা চলবে না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দাদা উইলিয়াম দেখা করলেন না হ্যারির সঙ্গে

প্রত্যেক পরিবারে দাদার একটি বিশেষ ভূমিকা থাকে। সেটা হল সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে চলা এবং সবার সঙ্গে মতে মত দিয়ে পরিবারিক ঝামেলার সুষ্ঠু মীমাংসা করা। যেটা এবারে ইংল্যাণ্ডের রাজপরিবারে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজা চার্লসের ছোট ছেলে হ্যারি একটু বেশি আবেগ প্রবণ। সে নিজের খেলায়খুশি

মতো চলাফেরা করে। রাজ পরিবারের যে রক্ষণশীল গণ্ডি রয়েছে তাকে মেনে চলা একেবারে তাঁর একেবারে সয় না। সে বিভিন্ন কারণে অকারণে নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু বড় ভাই উইলিয়াম সেটাকে এখনও মনে প্রাণে মনে নিতে পারছেন না। তিনি ছোট ভাই হ্যারিকে অবহেলা করতে শুরু করেছেন এবং এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। পিতা চার্লস ক্যান্সারে আক্রান্ত। এই খবর শোনা মাত্র হ্যারি ক্যালিফোরনিয়া থেকে লণ্ডনে ছুটে এসেছিলেন বাবাকে দেখতে। বাবার সঙ্গে তাঁর কথা হলও দাদার সঙ্গে দেখা হল না। তার কারণ ছোট ভাই হ্যারির ওপরে তিনি রাগ করেছেন। পারিবারের ছোটর প্রতি একটি ভালোবাসা থাকে। যে কোনও পরিবারে ছোটরা একটু বেশি করে আপ্যায়ান পেয়ে থাকে। সেখানে বড়রা একটি অবহেলা অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। তবে বড়দের সহ্য ক্ষমতা বেশি। তারা সব কিছুকে মানিয়ে নিতে পারে। তাদের ওপরে বেশির ভাগ সময়ে পরিবারের দায়িত্ব এসে পড়ে। এদিকে রাজ পরিবারের সদস্য চার্লস ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। তাঁর দেখভাল করতে হচেছ উইলিয়ামকে। পিতার পাশে এখন বলতে গেলে বড় ছেলেই রয়েছে। ছোট ছেলে হ্যারি রাজবাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমেরিকার বাসিন্দা হয়েছেন। তাপরে তিনি আত্মজীবনী লিখেছেন। সেখানে তিনি দাদার সমালোচনা করেচেন এবং পিতাকে ছাড়ে দেননি। সেখানে পিতারও সমালোচনা করেছেন। সঙ্গে স্ত্রী মেগানের আসার কথা ছিল। কিন্তু তিনি আসেননি। জানতে পারা গিয়েছে মেগানের গায়ের রং কালো বলেই তাঁকে রাজ পরিবারের সদস্যরা বেশি গ্রহণ করে নিতে পারতো না। সেই কারণে হ্যারি রাজপ্রসাদ ত্যাগ করেছেন। মা ডায়নার চোখের মণি ছিলেন ছোট ছেলে হ্যারি। খুবই দুরন্ত ছিলেন বলেই তিনি মা ডায়নার আকর্ষন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সেই দিকে দেখলে গেলে উইলিাম আবার খুবই শান্ত এবং নিয়ম নিষ্ট। রাজপরিবারের প্রতিটি নিয়মনীতি তিনি মেনে চলেন। সেই কারমে এখন দুরন্ত হ্যারিকে তিনি পচ্ছন্দ করছেন না। রাজ প্রসাদের বাইরে অবস্থান করে হ্যারি রাজ পরিবারের দিকে তাক করে নিন্দা বর্ষন করতে শুরু করে দিয়েছেন বলে মনে করেন দাদা উইলিয়াম। ব্রিটেনের নাগরিকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছিল যে হ্যারি তাঁর আত্মজীবনীতে দাদা উইয়িলাম এবং কেটের মানহানি করেছেন, দোষারোপ করেছেন। তার ফলেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন দাদা উইলিয়াম। সেই কারণে ভাই হ্যারির সঙ্গে দেখা করলেন না দাদা উইলিয়াম। ব্রিটেনে ফিরে এসেই তিনি ক্লারেন্স হাউসে পিতার সঙ্গে দেখা করেন।

কলকাতার ইতিহাস ঃ দ্য ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট

দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট ১৫ আগস্ট ১৮৯১ সালে প্রথম সভা করেছিল সংস্কৃত কলেজে। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্নবিদ, স্যার আশুতোষ মুখাপাধ্যায়, অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড, অধ্যক্ষ স্টিফেন্স, রেভারেন্ট প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার, কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান

এইচ লি এবং ছাত্ররা। ছাত্রদের শক্তি যাতে সঞ্চয় করতে পারে তার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়েছিল। ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। সেই সভাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে ৩১ আগস্ট ১৮৯১ সালে 'সোসাইটি ফর হায়ার এডুকেশন ট্রেনিং অব ইয়ংম্যান' নাম গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে এটার নাম পরিবর্তন করে 'দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট' রাখা হয়। এখানে এসেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি 'দ্য ক্যালকাটা ইউনির্ভাসিটি ইনস্টিটিউট'এর উদ্দেশ্যে একটি বাণী রচনা করে গিয়েছিলেন। সেটা এখনও পর্যন্ত শ্বেত পাথরে সংস্থার সম্মুখে খোদাই করা রয়েছে। খোদাই করা রয়েছে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থার সম্পর্কে কি বক্তব্য রেখেছিলেন। বাংলার দিকপাল ব্যক্তিত্বরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দুধের ট্যাঙ্কার পিষে দিল তিনজনকে

রাণিপুল,১১ ফেব্রুয়ারি ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুধের ট্যাঙ্কার পিষে দিল তিনজনকে। শনিবার রাতে সিকিমের রানিপুলের দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। জখম অন্তত ২০ জন। ট্যাঙ্কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কয়েকটি গাড়িতে ধাক্কা মেরে একটি মেলায় ঢুকে পড়ে। ট্যাঙ্কারের ধাক্কায় মৃত্যু হয় এক পুলিশকর্মী সহ দুজনের। দ্রুত হতাহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ডিআইজি তাশি ভুটিয়া জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্যাঙ্কারের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু, উত্তেজনা

রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের ডাম্পারের ধাক্কায় যুবকের মৃত্যু। ঘটনার পর পুলিশের গাড়ি ভাংচুর করল উত্তেজিত জনতা। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানার উচপুর গ্রামে। জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে উচপুর গ্রামের রাস্তা দিয়ে মোটর সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় দাদপুর গ্রামের প্রতীক বাগদি নামে এক যুবক। সেই সময় একটি ডাম্পার ওই যুবককে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই যুবকের। দূর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করার সময় পুলিশের গা।তিতে চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। ভাংচুর করা হয় ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশের একটি গাড়ি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এলাকার রাস্তা দিয়ে বেপরোয়াভাবে ওভারলোড বালি বোঝাই গাড়ি যাতায়াত করছে। অথচ পুলিশের কোন যান নিয়ন্ত্রণ নেই। ফলে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটছে। শনিবার সকালে মহম্মদবাজার থানার গনপুরে ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ডাম্পারের ধাক্কায় পুলিশ অফিসারের চালকের মৃত্যু হয়। রাতে ফের একই ঘটনা ঘটাই জেলা ক্ষোভ বাড়ছে।

বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে গাঁও চলো অভিযান

গণ্ডাছড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। গাঁও চলো অভিযান কর্মসূচি শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি ও দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন। চলতি মাসের চার তারিখ থেকে গোটা রাজ্যের সবগুলি বিধানসভা এলাকায় গাঁও চলো কর্মসূচিকে নিয়ে প্রতিটি বুথে বুথে যাচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পাঁচ বছরে নরে ঃদ্র মোদী সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। রবিবার ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেঃেদ্রর ৩১ নম্বর বুথে গাঁও চলো অভিযান সংগঠিত করেছেন রাইমাভ্যালি যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা।এদিন সকাল থেকে যুবমোর্চার সভাপতি সজল মল্লিক এবং সহসভাপতি গণেশ দেবের উদ্যোগে ৪৪ রাইমাভ্যালির বিধানসভা কেন্দ্রের ৩১ নম্বর বুথে গাঁও চলো অভিযান সংগঠিত করেছেন যুবমোর্চার কর্মী সমর্থকরা।

চীনা পণ্য বয়কট ও চীনা মানচিত্র থেকে অরুণাচল প্রদেশকে বাদের দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদ

তনয় কুমার মিশ্র, মালদা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ চীনে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর নিপীড়ন বন্ধ , চীনামানচিত্র থেকে অরুণাচল প্রদেশকে বাদ দেওয়ার বিরোধিতা করে প্রতিবাদ ও দাবি উঠছে গোটা রাজ্য ও দেশব্যাপী। পাশাপাশি এই ইসুতে দেশে চীনা পণ্য বযকুটের দাবি তুলেছে দেশের ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন শনিবার রবিবার উত্তর ২৪ পরগণা ও বিধাননগরের সল্টলেক এলাকায় চীনা কনস্যুলেটের সামনে চীন এবং উইঘুর মুসলমানদের উপর কথিত নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ করেছে। বিধাননগরে রাস্তায় পোস্টার ও ব্যানার নিয়ে প্রতিবাদ করে ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশন। এ ছাড়াও মালদা ও মুর্শীদাবাদের একাধিক এলাকায় চিনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা চীনা মানচিত্র থেকে অরুণাচল প্রদেশকে বাদ দেওয়ার এবং চীনে উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায়ের নিপীড়ন বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে । এছাড়া চীনা পণ্য বয়কটের দাবিও জানান তারা। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ইসলামিক অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ,চীনা মানচিত্র ২০২৩ -এ অরুণাচল প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি ভূল পদক্ষেপ। চীনে উইঘুর মুসলমানদের উপর নৃশংসতা বেড়ে গেছে। বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাতে।আমরা চীন সরকারের কাছে তাদের মুসলমানদের শান্তিতে রাখার জন্য আবেদন করব। সবাইকে ভাইয়ের মতো বাঁচতে হবে আমরা ভারতবর্ষ থেকে এই আবেদন করছি। আব্দুল্লাহ নামে একজন প্রতিবাদকারী এএনআইকে বলেন, চীনে উইঘুর মুসলমানদের উপর নৃশংসতার বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা, বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মুসলিমরা চাই গোটা বিশ্বে সকল মানুষ শান্তিতে থাকুক। আমরা সকলের জন্য শান্তি চাই । সেজন্যই আমরা অবস্থান করছি কিছু সময়ের জন্য প্রতিবাদ করছি যাতে পুরো বিশ্ব জানতে পারে যে আমরা চাই যে সমস্ত মানুষ মানুষ থাকবে, এবং ধর্মের নামে কেউ যেন নৃশংসতা না করে। প্রতিবাদকারিরা ফেসবুক এবং ইউটিউবের মাধ্যমে চীনে

মুসলমানদের উপর নৃশংসতার বিরুদ্ধে চীন সরকারের বিরুদ্ধে সকলকে আবেদন জানান। পাশাপাশি ভারতের মুসলিম সম্প্রদায় সবাইকে ভাইয়ের মতো বাঁচতে আমরা ভারতবর্ষ থেকে চিন সরকারের কাছে আবেদন করছে চীনের বিরুদ্ধে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষ করে জিনজিয়াং প্রদেশের উইঘুর সম্প্রদায়ের নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে। 'জিনজিয়াং রিপোর্ট' শিরোনামে জাতিসংঘের ২০২২ সালের প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে উইঘুর এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বেইজিংয়ের পদক্ষেপ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ হতে পারে। ২০১৮ সাল থেকে, জাতিসংঘ সহ বেশ কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্রমবর্ধমান নথিভুক্ত করেছে। আপাতদৃষ্টিতে উচ্চ গ্রহণযোগ্যতার হার সত্ত্বেও, চীন উইঘুর এবং তিব্বতিদের অধিকার, জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতা এবং দেশের সমস্ত অঞ্চলে জাতিসংঘের অবাধ প্রবেশাধিকার, জোরপূর্বক গুম এবং নির্বিচারে আটক, মৃত্যুদণ্ড এবং আন্তর্জাতিক অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশগুলি ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। সম্প্রতি, ২২শে জানয়ারী থেকে ২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলের চতুর্থ ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ এ (ইউপিআর) ওয়ার্কিং গ্রুপের অধিবেশনেচীনের মানবাধিকার রেকর্ডসংখ্যক বার আন্তর্জাতিক তদন্তের সম্মুখীন হয়েছে। এদিকে, গত বছরের আগস্টে, চীন তার তথাকথিত স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ এর ২০২৩ সংস্করণ প্রকাশ করেছে, যাতে নয়-ড্যাশ লাইনের উপর দেশটির দাবিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, যার ফলে দক্ষিণ চীন সাগরের একটি বড় অংশে দাবি করা হয়। মানচিত্রটি অরুণাচল প্রদেশকেও দাবি করে। যেটিকে চীন তার ভূখণ্ডের অংশ হিসেবে দক্ষিণ তিব্বত বলে দাবি করে। তথাকথিত স্ট্যান্ডার্ড ম্যাপ-এ বেইজিংয়ের দাবি প্রত্যাখ্যান করে ভারত চীনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং বলেছে যে তাদের ভারতের ভূখণ্ড দাবি করার কোনো ভিত্তি নেই। বিদেশ মন্ত্রক বলেছে যে চীনের পক্ষ থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ সীমান্ত প্রশ্নের সমাধানকে জটিল করে তুলবে। বিদেশ মন্ত্রী এস জযশঙ্কর বলেছেন যে অন্তর্গত নয় এমন অঞ্চলে দাবি করা চীনের একটি পুরনো অভ্যাস। তিনি বেইজিংয়ের অযৌক্তিক দাবিগুলি খারিজ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন মানচিত্র প্রকাশ করার অর্থ কিছুই নয়। ভারত ছাড়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম এবং তাইওয়ান নামে আরও কয়েকটি দেশও বেইজিংয়ের পদক্ষেপের নিন্দা করে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি নজরুল ইসলাম জানিয়েছেন, যে কোনো মানুষের প্রতি নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের ভারতবর্ষ! আমরা এর বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছি। আশা করি ভারত সরকার চিনের এই মানবধিকার লঙ্ঘন, ও চীনা মানচিত্র থেকে অরুণাচল প্রদেশকে বাদ দেওয়ার জন্য প্রতিবাদ ও দাবি জানাবে।

পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আকাশে রহস্যজনক ড্রোন উদ্ধার

মালদা, ১১ফেব্রুয়ারি ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার আকাশে রহস্যজনকভাবে উড়ছিল একটি ড্রোন। দীর্ঘক্ষণ পরে সেই ড্রোনটি আবার সংশ্লিষ্ট এলাকার একটি জায়গায় নেমে যায়। আর তাতেই সন্দেহ বাড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। আতঙ্কিত সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রিনভ্যালি এলাকার বাসিন্দারা খবর দেয় পুরাতন মালদা থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর অবশেষে ওই রহস্যজনক ড্রোনটিকে বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় পুলিশ। রবিবার এই ঘটনার জেরে সাহাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রিনভ্যালি এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে আচমকায় কালো রঙের একটি ড্রোন আকাশে উড়তে দেখা যায়। এর পরই সেটি গ্রিনভ্যালি সোসাইটির মাঠের পড়ে থাকে। অনবরত সেই ড্রোনটি থেকে অদ্ভুত ধরনের আলো জ্বলছিল। তা দেখেই অনেকে আতঙ্কিত বোধ করেই পুলিশকে খবর দেয়।উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী। যে এলাকা থেকে রহস্যজনক এই ড্রোনটি উদ্ধার হয়েছে , সেখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে সীমান্ত। কাঁটাতারের বেড়ার পাশাপাশি এই এলাকার ভারত- বাংলাদেশ সীমান্তের মাঝ বরাবর মহানন্দা নদী রয়েছে। ফলে এই রহস্যজনক ড্রোনটি কোথা থেকে এলো, কেনই বা ওই এলাকার আকাশে এটি উড়ছিল করছিল তা নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগের ভিত্তিতে একটি রহস্যজনক ড্রোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । সেই ড্রোনটিতে ক্যামেরা রয়েছে।

সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে বাঁকুড়ায় থানা ঘেরাও

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার বাঁকুড়ায় বিজেপির পক্ষ থেকে থানা ঘেরাও, রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন সকালে বিজেপির যুবমোর্চার সদস্যরা ঝাঁটা হাতে মিছিল করে রাস্তা অবরোধ করেন। বাঁকুড়া শহরের অন্যতম প্রবেশপথ পোয়াবাগান মোড়ে রাস্তা অবরোধের কারণে যানজটের সৃষ্টি হয়। অবরোধ-বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাঁকুড়া সদর কেন্দ্রের বিধায়ক নিলাদ্রী দানা বলেন, সন্দেশখালিতে জঙ্গল রাজত্ব চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই। দিনের পর দিন শাহজাহান বাহিনী তান্ডব চালিয়েছে। গরীব মানুষের চাষের জমি জোরপূর্বক দখল করে ভেরী বানানো হয়েছে, লভ্যাংশের ভাগ দেওয়ার কথা বলেও গরীব মানুষদের বঞ্চিত করা হয়েছে, লভ্যাংশের টাকা চাইতে গেলে গুন্ডা দিয়ে ভয় দেখানো হত।

তিনি আরও বলেন, দিনের পর দিন মা-বোনেদের উপর অত্যাচার চালানো হয়েছে।এসব এখন প্রকাশ্যে এসে প।ছে। এই কান্ডের নায়ক শেখ শাহজাহান সহ দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে হবে বলে তিনি দাবী জানান। বিজেপির বাঁকুড়া জেলা সভাপতি সুনীলরুদ্র মন্ডল বলেন, দুর্নীতি, গুন্ডাগিরি মানুষ বরদাস্ত করবে না। সন্দেশখালিতে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে। সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধে শাহজাহানের বাহিনী এখন দিশেহারা। সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ রাগে ফুঁসছে। চাকরি, রেশন দুর্নীতি এখন প্রকাশ্যে। এইসব তৃনমূল নেতাদের মানুষ আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে ফেলবে।

Office of the Gokarna-II Gram Panchyat
Under Kandi Gram Panchayae Samity
P.O. Hazarpur-Nabagram, P.S. Kandi, Dist. Murshidabad (W.B.)

E-Tender Notice

Gokarna II G.P under kandi P.S. invites e-tender Notice No-MSD/ KAN/GOK-II G.P/08/2023-24 Sl-no: 1, Last date of submission 19.02.24 up to 4 p.m. for details visit https-WB.Tenders.gov.in

Sd/-
Pradhan,
Gokarna-II
Gram Panchayet

Office of the Executive Officer
Singur Panchayat Samity
Singur, Hooghly
RE e- TENDER -NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for RE e-Tender reference no 1971E0, Singur, Dated:- 10.02.2024 for Supplying & Installation of Machine within Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly. Last date for the online Bid submission is 19/02/2024 upto 09:00 am. Detail will be available at the website:wwwwbtenders.gov.in(Tender ID:- 2024_ ZPHD_ 665558_ 1 to 4).

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayat Samity, Singur, Hooghly

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites e-tenders for "Construction of Maa Canteen at MJN Medical College & Hospital" " vide Tender Id: 2024_ MAD_665731_1 and "Construction PCC Drain at ward 7" vide Tender Id:2024MAD6657651 and "Construction PCC Path at ward 7" vide Tender Id: 2024_MAD_665770_1 Submission end date- 20/02/2024 Details information will be available from the website:
(i) http://wbtenders.gov.in (ii) www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman,
Cooch Behar Municipality.

ভিক্ষুক সেজে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর মুখে স্প্রে ছিটিয়ে লুঠপাট চালানোর অভিযোগ

মালদা, ১১ ফেব্রয়ারিঃ ভিক্ষুক সেজে গৃহস্থের বাড়িতে ঢুকে গৃহকর্ত্রীর মুখে স্প্রে ছিটিয়ে লুঠপাট চালানোর অভিযোগ উঠলো তিন মহিলা দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। রবিবার দুপুরে এমন ঘটনায় ব্যাপক আতংক ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি এলাকায় । বাড়িতেই বেশ কিছুক্ষণ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকেন গৃহকর্তী সবিতা মন্ডল। পরে তার মেয়েরা বাড়িতে এসে মাকে এইভাবে পড়ে থাকতে দেখেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয় ওই মহিলাকে। তার মুখ থেকেই এমন লুঠের ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন পাড়া প্রতিবেশীরা। পুরো বিষয়টি নিয়ে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই বৃদ্ধার এক মেয়ে রিংকি মন্ডল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝালু মন্ডলের বাড়িতে এদিন ৬০ বছর বয়সী ওই মহিলা একাই ছিলেন। ওই মহিলার ছেলেমেয়েরা কাজে বাইরে ছিলেন। বাড়ির লোকেদের অনুপস্থিতির

সুযোগ নিয়ে তিনজন অচেনা মহিলা ভিক্ষুকের বেশ ধরে আচমকাই ঘরে ঢুকে পড়ে বলে অভিযোগ। এরপরই কথা বলার ছলে ওই মহিলার চোখে মুখে স্প্রে ছিটিয়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। বাড়িতে থাকা কিছু সোনার অলংকার এবং আরো বেশ কিছু সামগ্রী লুঠ করে মহিলা তিন দুষ্কৃতি বলে অভিযোগ। অসুস্থ গৃহকর্তী সবিতা মন্ডল জানিয়েছেন, মাঝেমধ্যেই তাদের পাড়াতে অনেক ভিক্ষুকেরাই আসেন। রবিবার দিন তিনজন মহিলা ভিক্ষুক সেজেই তার বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কথা বলার ছলেই তার চোখে মুখে স্প্রে করে দেয়। এরপর তার কোনও জ্ঞান ছিল না। পরে তিনি বুঝতে পারেন ভিক্ষুক সেজে ওই মহিলারা লুঠপাট চালিয়েছে মহিলা তিন দুষ্কৃতী। তার কানের, নাকের, গলার সোনার অলংকার লুঠ করেছে মহিলা দুষ্কৃতীরা। এছাড়াও ঘরোয়া কিছু সামগ্রীয় লুঠ করা হয়েছে। এদিকে ওই মহিলার মুখ থেকে এমন ঘটনা শোনার পর রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে পাড়া-প্রতিবেশীরা। তাদের অভিযোগ, এই ধরনের ঘটনার পিছনে যারা যুক্ত রয়েছে তাদেরকে অবিলম্বে পুলিশ গ্রেফতার করুক , নইলে আতঙ্ক আরো বাড়বে। দিনে দুপুরে যদি এভাবে ফাঁকা বাড়ি সুযোগ নিয়ে মহিলা দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলে তাহলে কেউ আর বাড়িঘর ছেড়ে কাজে বেড়ানোর সাহস পাবে না। পুরো বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকার আশেপাশের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হচ্ছে।

ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুন

কলকাতা, ১১ ফেব্রয়ারি ঃ ত্রিকোণ প্রেমের জেরে খুনের অভিযোগ বরাহনগরে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বরাহনগরের নিরঞ্জন সেন নগর এলাকায়। ওই এলাকার বাসিন্দা শিবু দাসের স্ত্রীয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জ।য়ে পড়ে তাপস সাহা নামের এক যুবক। পরে শিবু দাসের স্ত্রীকে বিয়ে করে তাপস। তারপর থেকেই ওই যুবককে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিত শিবু। শনিবার রাতে তাপস কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। অভিযোগ, সেই সময়ই শিবু দলবল নিয়ে তাপসের উপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাপসকে কুপিয়ে খুন করে বেলঘড়িয়া সিসিআর ব্রিজের কাছে জঙ্গলে ফেলে দেয় সে। ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্ত শিবু ও তাঁর দলবল। ঘটনার তদন্ত

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tender Notice are invited vide NIT No.: 17/MGP/XVFC /2024 (1 No of PUKUR GHAT) Dated 10.02.2024. Bid Submission Start Date (Online)-12.02.2024 (09.00 hrs), Closing Date (Online): 19.02.2024 (15.00 hrs). Bid Opening Date (Online): 21.02.2024 (15.00 hrs). Please look for details on www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Mandaran Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical), Lighting (Crm.) KMC invites percentage rate tender online in two bid systems for the following works :

(1) NIT No.: KMC/LTG/CRM/DEC/03/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Renovation of electric furnance no.1, rewinding of three phase 5 HP Motors, repairing of submersible pumps etc. for smooth functioning of APC device at Dhapa Crematorium for Unclaimed Dead Bodies;** Estimated Amount: **Rs. 4,96,600.00;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Contract: **7 Days** ;

(2) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/13/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of electric furnace no. 4 and thorough repairing of body charging trolleys of furnace no. 4 and 5 at Shanagar Burning Ghat;** Estimated Amount: **Rs. 4,82,947.00;** Earnest Money: **Rs. 9,700.00;** Period of Contract: **8 Days**;

(3) NIT No.: KMC/LTG/CRM/SBG/17/2023-24 (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of electric furnace no. 6 along with furnace gate lifting arrangement, body charging trolley and allied works at Shanagar Burning Ghat;** Estimated Amount: **Rs. 4,42,027.00;** Earnest Money: **Rs. 8,900.00;** Period of Contract: **6 Days**; Last Date & Time of submission of Bid: **22.02.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available on and from **13.02.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Water Supply/GRWW), KMC invites e-Tender for the following work :
NIT No.: EE/GRWW/PH-II/EST-I/ET-4/23-24
Name of the Work: **Supply and fitting fixing of new components replacing defunct ones with ancilary works at Back Wash Panel at WTP-II of GRWW;** Estimated Amount: **Rs. 2,98,364.00;** Earnest Money: **Rs. 5,970.00;** Period of Completion: **14 Days**; Last Date & Time of receipt/opening of tender (Online): **19.02.2024 at 4 p.m./ 21.02.2024 at 1 p.m.**; The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**.

The D.G./(Roads/Mechanical), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/ASPH/TRKPALMER-013/2023-24
Name of the Work: **Improvement of road surface from Narkel Bagan Culvert to Mandir Para Culvert in Ward No.106, BR-XII under Roads Mechanical Department;** Estimated Cost: **Rs. 4,98,942.94;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;**
(2) NIT No.: KMC/ASPH/TRKPALMER-009/2023-24
Name of the Work: **Improvement of bye lane from 175/B A.J.C. Bose Road to 40 Beniapukur Lane in Ward No. 60, BR-VI under Roads Mechanical Department;** Estimated Cost: **Rs. 4,98,588.35;** Earnest Money: **Rs. 10,000.00;** Period of Completion: **15 Days** (for Sl. no. 1 & 2); Last Date & Time of submission of Bid: **27.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1) & **28.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 2); The bid forms and other details are available on and from **19.02.2024 at 1 p.m.**(for Sl. no. 1) & **20.02.2024 at 1 p.m.** (for Sl. no. 2) ; The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 & 2).

The Ex. Eng. (W/S)/TPS, KMC invites tender on-line in two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/WS/TPS/91/2023-2024
Name of the Work: **Cleaning of fountain area and surface drain beside old boiler house at Tallah Pumping Station;** Estimated Amount: **Rs. 1,16,370.18;** Earnest Money: **Rs. 2,500.00;** Period of Completion: **10 Days** ;
(2) NIT No.: KMC/WS/TPS/92/2023-2024
Name of the Work: **Improvement of illumination in labour quarter at A to D block of TPS;** Estimated Amount: **Rs. 2,88,436.68;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion: **30 Days**;
(3) NIT No.: KMC/WS/TPS/93/2023-2024
Name of the Work: **Improvement by masonry work by removal of damages and protective painting inside quarter number 3 and 13 of I block at TPS;** Estimated Amount: **Rs. 2,88,046.77;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00** ; Period of Completion: **15 Days** ;
(4) NIT No.: KMC/WS/TPS/94/2023-2024
Name of the Work: **Replacing the damaged waste water pipeline of northern side of I block staff quarter at TPS;** Estimated Amount: **Rs. 2,37,539.94;** Earnest Money: **Rs. 5,000.00;** Period of Completion: **20 Days**; Last Date & Time of submission of Bid: **23.02.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 1) & **24.02.2024 up to 2 p.m.** (for Sl. no. 2 to 4); For detail information please visit website: **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 4).

1429/23-24

নদীয়ায় কয়েক লক্ষ্য টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ও সৌন্দার্যয়ন রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের!

গোপাল বিশ্বাস ঃ নদীয়া- স্বাস্থ্যই আমাদের সম্পদ। সেটা মানুষের হোক বা গৃহপালিত পশুর। শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে ডাক্তার ও হাসপাতালের দারস্থ হতে হয় আমাদের। ঠিক একই ভাবে গৃহপালিত পশু, পাখিরও শারীরিক ভাবে অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ও হাসপাতালের দারস্থ হতে হয় আমাদের। নদীয়ার শান্তিপুরেও রয়েছে রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের। আর বিগত দিনে এই রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেঃেদ্রর বেহাল অবস্থা ও তার প্রায় কংকালসার চেহারা একাধিক সময়ে উঠে এসেছিলো সংবাদ মাধ্যমে। দীর্ঘদিন ডাক্তার না থাকা, পর্যাপ্ত পরিমাণে কর্মী না থাকার কারণে প্রাযশই চিকিসালয় বন্ধ থাকা, কখনো কখনো নাইটগার্ড কিংবা অন্য কর্মীদের দিযে চিকিসার মতন মারাত্মক অভিযোগ উঠেছিল এই প্রাণিসস্বাস্থ্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধেই। তবে বিধায়ক ব্রজোকিশোর গোস্বামী এই বেহাল দশা ফেরাতে উদ্যোগী হন বারংবার। সম্প্রতি কযেকদিন আগে প্রাচীর নির্মাণ মূল ভবনের রং সহ বেশ কিছু কাজের সূচনা তিনি করেছিলেন। আর রবিবার তারই আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো এই রাজ্য প্রাণী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, ছিলেন শা বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী , জেলা শাসক এস অরুণ প্রসাদ, নদিযা জেলার সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ সহ পৌরসভার একাধিক কাউন্সিলর এবং প্রাণিসম্পদ দপ্তরের জেলা স্তরের সরকারি বিভিন্ন আধিকারিক চিকিৎসক এবং একাধিক প্রাণী বন্ধু। শান্তিপুরে আরও চারটি প্রাণী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা এবং সেই অনুযায়ী উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকার কথা কার্যত স্বীকার করে নিযে. বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, এখনো হযতো অনেক কিছু করার আছে তবে ধীরে ধীরে তা হবে। শহর হোক বা গ্রাম গৃহপালিত পশুপাখি আজও ডিম দুধ মাংসের অপরিহার্য উপাদান। উপাদনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে আর তাদের স্বাস্থ্য খেযাল রাখার জন্যই সরকারি এই উদ্যোগ। অন্যদিকে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, বিধায়ক ব্রজ কিশোর গোস্বামী বারবার বিধানসভায় আবেদন করেছেন প্রাণী স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উন্নয়ন করার কারণে। আপাতত ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা মঞ্জুর করেছে সরকার, এরপরে আরো বেশ কিছু বিষয়ে ধাপে ধাপে উন্নয়ন হবে।

LN/EL

লি অ্যান্ড নি সফ্টওয়্যারস্ (এক্সপোর্টস) লিমিটেড
সিআইএনঃ এল৭০১০২ডব্লুবি১৯৮৮পিএলসি০৪৫৫৮৭
রেজি. অফিসঃ ১৪বি, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭
ইমেল আইডিঃ infor@lnsel.com, ওয়েবসাইটঃ www.lnsel.com ফোনঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৪, ফ্যাক্সঃ ০৩৩-৪০৬৫০৩৭৮
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র এবং একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতি

(টাকা লক্ষে)

বিবরণ	স্বতন্ত্র						একত্রিত					
	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			নয় মাস সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩০.০৯.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.১২.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩
	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত
অপারেশন থেকে মোট আয় (নেট)	২২৯.৬৬	২২৮.০৪	২৩৩.৭৬	৬৬৫.১৯	৫৬০.৪০	৭২৫.৪৫	২৫০.৫১	২৮১.৮৩	২৫৯.৫৬	৭৬২.১৯	৬৩৫.২৮	৮২৬.২৬
নেট লাভ / (ক্ষতি)(করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	১৩.০১	১৩.৭৭	৮.১৫	৩৪.৭৭	২২.১৯	২৫.৯৭	১৩.৯৮	৪৫.৭৬	১৩.২৬	৬৬.৯২	১৩.৮৪	৩০.৬০
শুল্ক লাভ / (লোকসান) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৩.০১	১৩.৭৭	৮.১৫	৩৪.৭৭	২২.১৯	২৫.৯৭	১৩.৯৮	৪৫.৭৬	১৩.২৬	৬৬.৯২	১৩.৮৪	৩০.৬০
শুল্ক লাভ / (লোকসান) ট্যাক্সের পরে (অসাধারণ এবং / অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	১৩.০১	১৩.৭৭	৮.১৫	৩৪.৭৭	২২.১৯	২৫.৯৭	১৩.৯৮	৪৫.৭৬	১৩.২৬	৬৬.৯২	১৩.৮৪	৩০.৬০
"মোট ব্যাপক আয় [সময়কালের জন্য সম্মিলিত মুনাফা/(লোকসান) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]"	১৭.৪৫	১৬.১৮	৮.৫২	৪৮.৫৮	২৩.৯৭	২২.৪৮	৩৩.৫৭	৫১.৯২	১০.৪৪	১০৮.৬১	৩১.৬২	২০.৯৫
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০	৫৫৭৭.৪০
"রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত) যেমনটি আগের বছরের নিরীক্ষিত ব্যালেন্স শীটে দেখানো হয়েছে"	-	-	-	-	-	(১৫১.০২)	-	-	-	-	-	(১০.৫৯)
"শেয়ার প্রতি আয় ১০ টাকা, (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) ।"												
মৌলিক	০.০২	০.০২	০.০১	০.০৬	০.০৪	০.০৩	০.০৩	০.০৮	০.০২	০.১২	০.০২	০.০৪
মিশ্রিত	০.০২	০.০২	০.০১	০.০৬	০.০৪	০.০৩	০.০৩	০.০৮	০.০২	০.১২	০.০২	০.০৪

বিঃদ্রঃ উপরিউক্ত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া তৃতীয় ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা এসইবিআই (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা আর্থিক ফলাফল, তৃতীয়টির সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.bseindia.com) পাওয়া যায়।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১০.০২.২০২৪

পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্বা/- মহেশ গুপ্তা (ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

পুজো মানেই নিত্য নতুন সবজির রকমারি ভোগ, খাবেন চেটেপুটে

একদম সামনেই সরস্বতী পুজো। আর সরস্বতী পুজো মানেই নিত্য নতুন সবজির রকমারি ভোগ। খিচুড়ি আর তার সঙ্গে পাঁচমিশালি সবজি মাস্ট থাকতে হবে। তবে সময়ের অভাবে অনেকেই সেই ঝামেলা থেকে বিরত থাকেন। আমাদের কাছে জেনে নিন রকমারি ভোগের চটজলদি রেসিপি।

উপকরণ

গোবিন্দভোগ চাল- ২৫০ গ্রাম, মুগ ডাল- ২৫০ গ্রাম, গোটা গরম মশলা (লবঙ্গ-৫টি, এলাচ-৪টি, দারচিনি- ২ স্টিক), ঘি- ২ টেবিল চামচ, আদাবাটা- ২ চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো- ১ চাচামচ, শুকনো লঙ্কা ৩-৪ টি, নুন-চিনি স্বাদমতো, সাদা তেল ১ টেবিল চামচ, তেজপাতা- ২ টো, হলুদ গুঁড়ো- ২ চাচামচ।

প্রণালী

প্রথমে কড়াইতে তেল গরম করে চাল-ডাল আলাদা করে ভেজে নিন। এবার ওই তেলে গোটা গরম মশলা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে। এরপর তাতে আদা বাটা দিন। এবার এতে চাল-ডাল, নুন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে ভেজে নিন কম আঁচে। এবার যত কাপ চাল-ডাল নিয়েছেন, সেই কাপের মাপেই ডাবল ডল দিন (ধরুন সবমিলিয়ে ৪ চাপ চাল-ডাল হয়েছে। তাতে ৮ কাপ জল দেবেন।) ঢাকা দিয়ে দিন। চাল-ডাল সেদ্ধ হলে নামানোর আগে চিনি ছড়িয়ে একবার নাড়িয়ে নিন। তারপর ঘি দিয়ে আরেকবার নাড়িয়ে ঢাকনা বন্ধ করে দিন।

নিরামিষ আলুর দম

উপকরণ

৩ টে আলু, ১৪ কাপ মটরশুঁটি, ১টা টমেটো কুচি, ১ টেবিল চামচ আদা-ধনে-জিরেবাটা, ২ টেবিল চামচ, কাজু-কিসমিস বাটা, হলুদ গুঁড়ো, ১ চা চামচ লাল লঙ্কার গুঁড়ো, ১২ চা চামচ জিরা, ১ টা তেজপাতা, ১৪ চা চামচ গরম মশলাগুঁড়ো, নুন ও চিনি, পরিমাণ মত তেল

প্রণালী

কড়ায় তেল গরম করে তাতে গোটা জিরে, তেজপাতা ফোড়ন দিন। এবার আলু ও মটরশুঁটি দিয়ে ভাজুন। এবার সমস্ত গুঁড়ো মশলা ও টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে কষান। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে এতে কাজু-কিসমিস বাটা দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। এবার পরিমাণমতো জল দিন। সেদ্ধ হলে চিনি দিন। ২মিনিট রেখে গ্যাস বন্ধ করে গরম মশলাগুঁড়ো, ঘি দিয়ে ঢেকে রাখুন।

ভোগের পাঁচমিশালি সবজি বা লাবড়া

উপকরণ

আলু, পটল, ঝিঙে, কাঁচকলা, বরবটি, কুমড়ো, বেগুন, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপির ডাটা- এইসমস্ত সবজি মাস্ট। তার সঙ্গে আপনি চাইলে যে কোনও পছন্দের সবজি যোগ করতে পারেন।

সরষের তেল- ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন- ২ চা চামচ, তেজপাতা- ১টি, শুকনো লঙ্কা- ২টি, আদাবাটা- ২ চাচামচ, জিড়েগুঁড়ো- ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো- ১ চা চামচ, হলুদ- ২ চা চামচ, লঙ্কাগুঁড়ো- ১ চা চামচ, কাঁচা লঙ্কা- ৪টি।

প্রণালী

সমস্ত সবজি ডুমো করে কেটে নিয়ে ভাল করে ধুয়ে নিন। এবার কড়ায় তেল গরম করে পাঁচফোড়ন দিন। তাতে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, আধ চা চামচ আদাবাটা দিন এতে ফ্লেভারটা ভালো হবে। এরপর সমস্ত সবজিগুলো কড়ায় দিয়ে ভালো করে নেড়ে নিন। এবার স্বাদমতো নুন, হলুদ, লঙ্কাগুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা এবং বাকি গুঁড়োমশলা দিয়ে আবার ভাল করে নেড়ে ঢাকা দিয়ে আঁচ কম করে দিন। অন্তত

১০ মিনিট রাখুন। সবজির সঙ্গে মশলা খানিক মজে এলে ঢাকনা খুলে অল্প জল দিন সমস্ত সবজি সেদ্ধ হয়ে এলে নামানোর আগে চিনি দিন। চাইলে উপরে খানিক ঘি ছড়িয়ে দিতে পারেন।

বিজেপিই একমাত্র দল, যাঁরা আম আদমি পার্টিকে ভয় পায় ঃ অরবিন্দ কেজরিওয়াল

খান্না, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিজেপিকে ভীতু আখ্যা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার পঞ্জাবের খান্নায় এক জনসভায় বক্তব্য রাখার সময় কেজরিওয়াল বলেছেন, বিজেপি ভীত, তাঁরা ভাবছে এএপি যদি এত কঠোর পরিশ্রম করে, তাহলে তাঁদের জেতা অনিবার্য হয়ে উঠবে। আমরা দিল্লির ৭টি লোকসভা আসনের সবকটিতেই জিতব। আমি নিশ্চিত পঞ্জাবের জনগণ আমাদের একটি ঐতিহাসিক জনাদেশ দেবেন, আমাদের পঞ্জাবের সবকটি ১৩টি আসন জিততে হবে। বিজেপি শুধুমাত্র একটি দল, আম আদমি পার্টিকে ভয় পায়।

কেজরিওয়াল এদিন আরও বলেছেন, প্রতিদিনই তারা (বিজেপি) আমার বিরুদ্ধে নতুন নতুন অভিযোগ আনে। সিবিআই থেকে ইডি, আইটি থেকে পুলিশ, সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থা আমাকে প্রায় প্রতিদিনই নোটিশ এবং সমন পাঠায়। আমাকে ভাবতে বাধ্য করছে, আমি দেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী কিনা।

বিজেপিতে যোগদানের ইঙ্গিত দিলেন কৃষ্ণম, বললেন মোদীজির সঙ্গে আছি

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ বিজেপির যোগদানের ইঙ্গিত দিলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত আচার্য্য প্রমোদ কৃষ্ণম। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁকে বিজেপিতে যোগদান করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, কোথায় যাব আমি জানি না। আমার ভগবানে বিশ্বাস আছে, ভগবান আমাকে যেখানে নিয়ে যাবেন আমি যাব। আমি নরেন্দ্র মোদীজির সঙ্গে আছি এবং মোদীজির সঙ্গে দেশ রয়েছে।

প্রসঙ্গত দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে কৃষ্ণমকে বহিষ্কার করেছে কংগ্রেস। এরপর রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, এখন এই বয়সে আমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, আমি সারাজীবন নরেন্দ্র মোদীর পাশে থাকব...প্রত্যেক নেতাই আমাকে জিজ্ঞেস করছেন, আচার্য প্রমোদ কৃষ্ণমের দোষ কী ছিল?...আমি সেই সমস্ত নেতাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাকে সমর্থন করেছেন। যে ব্যক্তি তার মা অথবা বোনকে সম্মান করে না, সে কীভাবে দেশকে সম্মান করবে?

শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের ৯৩-তম অধিবেশনের শেষ দিন বর্ণাঢ্য ভাগবত শোভাযাত্রা

রঙিয়া (অসম), ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কামরূপ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় চলমান শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের ৯৩-তম অধিবেশনের আজ তৃতীয় তথা অন্তিম দিন। অধিবেশনের অন্তিমদিনের কার্যক্রম শুরু হয় ধর্মধ্বজ উত্তোলনের মাধ্যমে। এদিন সকাল ৯-টায় ধর্মধ্বজ উত্তোলন করেন শ্রীমন্ত শংকরদেব সংঘের প্রধান ভবেন্দ্রনাথ ডেকা। তাঁকে সঙ্গে দেন সংঘের প্রধান সম্পাদক কুশল ঠাকুরিয়া। এর পর ১০টায় বের হয় ভাগবত শোভাযাত্রা।

রঙিয়ায়

শোভাযাত্রা রঙিয়া মজনজানা ভৈয়রা হাটিখলা ময়দান থেকে শহর হয়ে প্রায় ১৮ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে আবার ময়দানে আসে। ভাগবত শোভাযাত্রায় সুসজ্জিত বিশাল ট্যাবলোয় ময়ূরাসন এবং শ্রীগুরুর আসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। অসমের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অসংখ্য ভক্ত-বৈষ্ণব, মা-বোনেরা ধুতি, কুর্তা, মেখলা পরে শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছেন। গোটা পরিক্রমায় ভক্ত-বৈষ্ণব, মা-বোনেরা নেচে-গেয়ে শ্রীগুরু ও ভাগবত-বন্দনা কীর্তন করেছেন।

ত্রিপুরার রাইমাভ্যালি বিধানসভা এলাকায় বিজেপি যুবমোর্চার উদ্যোগে গাঁও চলো অভিযান

গণ্ডাছড়া, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ত্রিপুরায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। গাঁও চলো অভিযান কর্মসূচি শুরু করেছে শাসক দল বিজেপি ও দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠন।

চলতি মাসের চার তারিখ থেকে গোটা রাজ্যের সবগুলি বিধানসভা এলাকায় গাঁও চলো কর্মসূচিকে নিয়ে প্রতিটি বুথে বুথে যাচ্ছেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের খতিয়ান তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। রবিবার ধলাই জেলার রাইমাভ্যালি বিধানসভা কেন্দ্রের ৩১ নম্বর বুথে গাঁও চলো অভিযান সংগঠিত

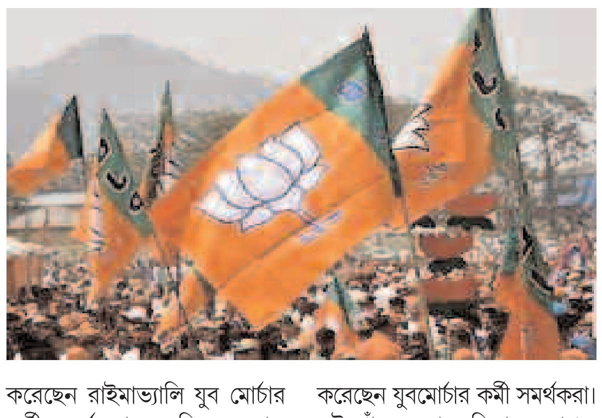

করেছেন রাইমাভ্যালি যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা। এদিন সকাল থেকে যুবমোর্চার সভাপতি সজল মল্লিক এবং সহসভাপতি গণেশ দেবের উদ্যোগে ৪৪ রাইমাভ্যালির বিধানসভা কেন্দ্রের ৩১ নম্বর বুথে গাঁও চলো অভিযান সংগঠিত করেছেন যুবমোর্চার কর্মী সমর্থকরা। এই গাঁও চলো অভিযানে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। নেতারা জানিয়েছেন, শুধু গাঁও চলো অভিযানই নয়, আরও বহু কর্মসূচি নিয়ে সাধারণ মানুষের পাশে থাকবে রাইমাভ্যালি যুবমোর্চা।

রামলালার দর্শনে মুখ্যমন্ত্রী যোগীসহ মন্ত্রী ও বিধায়করা

অযোধ্যা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর সমস্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিয়ে রামলালার দর্শন করেন। রবিবার যোগী অযোধ্যায় পৌঁছে রামলালার প্রার্থনা করেন। বিজেপির পাশাপাশি, আরএলডি, বিএসপি, কংগ্রেস বিধায়করাও রামলালার দর্শন করেন। যদিও এসপি দলের বিধায়করা অযোধ্যায় আসেননি।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী ও বিধানসভার অধ্যক্ষ সতীশ মহানার অনুরোধে এই ধর্মীয় যাত্রার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। রবিবার অযোধ্যাধামে সমস্ত মন্ত্রী এবং বিধায়করা সকলেই ভক্তিভরে রামলালার কাছে প্রার্থনা জানান। রবিবার যাতে মন্ত্রী-বিধায়করা সকলে সুষ্ঠুভাবে রামলালার দর্শন করতে পারেন সেজন্য সকলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন উত্তর প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিব সঞ্জয় প্রসাদ এবং ডিজিপি

প্রশান্ত কুমার। ভিভিআইপি চলাচলের সময় সাধারণ ভক্তরা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন সেদিকেও সম্পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল এদিন। মন্ত্রী ও বিধায়কদের পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক সাধারণ ভক্তও এদিন রামলালার দর্শন করেছিলেন।

সেসময় সাধারণ ভক্তদের মাঝে মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে সকলকেই আনন্দিত দেখাচ্ছিল এবং পুরো চত্বর জয় শ্রী রাম স্লোগানে প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামী আদিবাসী নেতা বাবা তিলকা মাঞ্জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন যাদবের

ভোপাল, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ আদিবাসী মহান নেতা বাবা তিলকা মাঞ্জির জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম বিদ্রোহে তিলকা মাঞ্জি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারি, সাঁওতাল আদিবাসীদের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী বাবা তিলকা মাঞ্জির জন্মবার্ষিকী।

মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে এই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, বাবা তিলকা মাঞ্জি জি ছিলেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী, উনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, আমি এই আদিবাসী বিদ্রোহীকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

মাতৃভূমির অহংকার ও সম্মান রক্ষায় নিবেদিত আপনার জীবন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেশের সেবায় অনুপ্রাণিত করবে।

ভক্তি-শক্তির মেলবন্ধনের ফলেই অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরির অগ্রগতি ঘটেছিল ঃ যোগী আদিত্যনাথ

পুণে, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ভক্তি-শক্তির মেলবন্ধনের ফলেই অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরির অগ্রগতি ঘটেছিল, রবিবার এই মন্তব্য করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেন, ভক্তি এবং শক্তি-এর সংমিশ্রণের ফলেই ৫০০ বছরের দাসত্বের কাহিনী ভেঙে অযোধ্যায় বিশাল রাম মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের পুণে জেলার আলন্দিতে গীতা ভক্তি অমৃত মহোৎসবে অংশ নিয়ে একথা বলেন যোগী আদিত্যনাথ। এবছরই ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে আদিত্যনাথ রামলালার প্রসঙ্গ তুলে ধরে বলেন, আজ শক্তি এবং ভক্তি একে অপরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। ভক্তি ও শক্তির সঙ্গম ৫০০ বছরের দাসত্ব ভেঙে অযোধ্যায় বিশাল রামমন্দির নির্মাণের দিকে অগ্রসর হয়েছে। আমরা সেই অভূতপূর্ব মুহূর্তটি দেখার সুযোগ পেয়েছি বলেও এদিন উল্লেখ করেন যোগী।

তিনি তাঁর ভাষণে আরও বলেন যে মহারাষ্ট্রের মানুষরা ভাগ্যবান কারণ তাঁরা গত কয়েকশ বছর ধরে সাধুদের আশীর্বাদ পেয়ে আসছে।

ত্রিপুরায় ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য রেল ও সড়ক অবরোধ তিপ্রা মথা ছাত্র সংগঠনের

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে ককবরক ভাষার পরীক্ষায় রোমান হরফে লেখার দাবিতে আগামীকাল ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে গোটা রাজ্যে চাক্কা জ্যামের ডাক দিয়েছে ত্রিপুরার জনজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল তিপ্রা মথা ছাত্র সংগঠন টিআইএসএফ। সংগঠনের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রেল ও সড়ক অবরোধ করা হবে। আগামীকাল সোমবার সকাল ছয়টা থেকে প্রস্তাবিত চাক্কা জ্যাম আন্দোলন কর্মসূচি চলবে অনির্দিষ্টকালের জন্য। রবিবার আগরতলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্র সংগঠনের নেতারা জানিয়েছেন, তাঁদের আন্দোলন থেকে বিরত থাকবেন না তাঁরা। এদিকে, ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্টকালের প্রস্তাবিত চাক্কা জ্যামের রূপরেখা তৈরি করতে আজ রবিবার তিপ্রা মথা দলের রাইমাভ্যালি ব্লক কমিটির উদ্যোগে গণ্ডাছড়া মহকুমার ৩৩ কেভি সংলগ্ন দলীয় কার্যালয়ে এক গুরত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন রাইমাভ্যালির বিধায়ক নন্দিতা রিয়াং দেববর্মা, ব্লক কমিটির সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, সরজয় ত্রিপুরা, নকুলজয় ত্রিপুরা, হিরণ্ময় ত্রিপুরা, ছাত্রনেতা বিশ্বসেন ত্রিপুরা, খজেন্দ্র ত্রিপুরা, রাজেশ ত্রিপুরা সহ অন্যরা।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে, ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ছয়টা থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য গণ্ডাছড়া মহকুমার সমস্ত দোকানপাট, ছোটবড় গাড়ি চলাচল একেবারে বন্ধ থাকবে।

বনধের আওতার বাইরে থাকবে ওষুধের দোকান, ফলের দোকান, হোটেল, ফায়ার সার্ভিস, অ্যাম্বুলেন্স এবং বিয়ের গাড়ি। আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হওয়া বনধকে মাথায় রেখে গোটা মহকুমায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

ইমরানসমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী যোগ দিলেন নওয়াজের দলে

ইসলামাবাদ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সমর্থিত বিজয়ী প্রার্থী ওয়াসিম কাদির আরেক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের দলে যোগ দিয়েছেন। রবিবার ওয়াসিম কাদির এই কথা ঘোষণা করেন। ওয়াসিম কাদির লাহোরের (এনএ-১২১) একটি আসন থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। নওয়াজের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগের (পিএমএল-এন) ভেরিফায়েড এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। সেই ভিডিওতে ওয়াসিম কাদিরকে বলতে শোনা যায়, 'আমি আমার ঘরে ফিরেছি।' পিএমএল-এনের প্রবীণ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও নওয়াজের মেয়ে মরিয়ম নওয়াজের পাশে দাঁড়িয়ে ওয়াসিম কাদির এ ঘোষণা করেন। শুরুতে পিএমএল-এনের এক্স হ্যান্ডলে এই ভিডিও শেয়ার করে ওয়াসিম কাদিরকে ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) সমর্থিত বিজয়ী স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তা ডিলিট করা হয়। পরে নতুন করে ভিডিও শেয়ার দিয়ে ওয়াসিম কাদিরকে শুধু স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যমতে, নির্বাচনে ২৬৬ আসনের (একটি ফল ঘোষণা স্থগিত ও একটিতে ভোট হয়নি) মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০১ আসনে জয় পেয়েছেন। যাঁদের প্রায় সবাই ইমরানের দল পিটিআইয়ের সমর্থিত প্রার্থী। দ্বিতীয় স্থানে থাকা নওয়াজের দল পেয়েছে ৭৫ আসন। ৫৪ আসন নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বিলাওয়াল ভুট্টোর দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)। এ ছাড়া মুত্তাহিদা কওমি মুভমেন্ট (এমকিউএম) ১৭ আসনে জয় পেয়েছে। বাকি ১৭টি আসনে জয়ী হয়েছে অন্যান্য দল। নওয়াজ শরিফ সরকার গঠনের জন্য জোর তৎপরতা চালিয়েছে যাচ্ছেন। তিনি ইতিমধ্যে পিপিপি ও এমকিউএমের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।

Name Change
I SONALI DEBNATH, WIFE OF SUSANTA DEBNATH, RESIDING AT NORTH BAKSARA GOVT. COLONY, PS- BAKSARA, DIST HOWRAH, PIN-711110, WEST BENGAL.THAT MY FATHER LATE ABANI MOJUMDAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATE ABANI KUMAR MAZUMDER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024, THAT ABANI MOJUMDAR AND ABANI KUMAR MAZUMDER ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBANJALI HALDAR, DAUGHTER OF BIDHAN HALDAR, RESIDING AT 22/174, RAJA MANINDRA ROAD, P.S. - CHITPUR, KOLKATA - 700037,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEVANJALI HALDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT DEBANJALI HALDAR AND DEVANJALI HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Mohammad Nayeemuddin (old name) S/O Ali Ahmed, Residing at 60/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Nayeemuddin (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 09/02/2024. Md Nayeemuddin (new name) and Mohammad Nayeemuddin (old name) both are same identical person.

Name Change
I KRISHNA BDR SUBBA, S/O DAL BAHADUR SUBBA,RANGAMOHAN BUSTY RANGAMOHAN BELGACHI, DARJEELING - 734423,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KRISHNA BAHADUR SUBBA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT KRISHNA BDR SUBBA AND KRISHNA BAHADUR SUBBA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK SAHAIL, SON OF SEKH IQBAL HOSSAIN, RESIDING AT PANCHUR MONDAL PARA,PO-BIDHANGARH, PS-RABINDRANAGAR, SOUTH 24 PARGANAS - 700066, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAHIL HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024. THAT SK SAHAIL AND SK SAHIL HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I YOUSUF MONDAL,SON OF ABUBAKKAR MONDAL, RESIDING AT VILL-MESHERA,PO-KALACHARA,PS-HARIPAL,HOOGHLY-712405,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHAMMAD YOUSUF MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT YOUSUF MONDAL AND MOHAMMAD YOUSUF MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,AKTER HOSSAIN MOLLA,SON OF MOHOSSAIN ALI, RESIDING AT VILL & PO - JUGDIA,PS-MAGRAHAT, SOUTH24PARGANAS-743355,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKTHAR HOSSAIN MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT AKTER HOSSAIN MOLLA AND AKTHAR HOSSAIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I SUBHAS DEBNATH & SUBHASH DEBNATH, S/O LATE SURENDRA KUMAR DEBNATH, R/O NORTH BAKSARA GOVT.COLONY, PS- BAKSARA, DIST HOWRAH, PIN-711110, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHAS CHANDRA DEBNATH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024, THAT SUBHAS DEBNATH & SUBHASH DEBNATH AND SUBHAS CHANDRA DEBNATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUNDER LAL JHAWAR, S/O BHIKHAM CHAND JHAWAR, R/O 9, BECHARAM CHOUDHURY LANE , PS GOLABARI, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUNDAR LAL JHAWAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024, THAT SUNDER LAL JHAWAR AND SUNDAR LAL JHAWAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJENDRA NATH GHOSE & RAJENDRA NATH GHOSH, S/O RABINDRA NATH GHOSH, R/O 8/11 CORNFEILD ROAD, PO BALLYGUNGE, KOLKATA -700019, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARAV GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024, THAT RAJENDRA NATH GHOSH & RAJENDRA NATH GHOSH AND ARAV GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SASIBHUSAN BISWAS,SON OF SANATAN BISWAS, RESIDING AT VILL & PO - BELTA,GOPALNAGAR, NORTH24PARGANAS - 743262,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SASHIBHUSAN BISWAS VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024.THAT SASIBHUSAN BISWAS AND SASHIBHUSAN BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I ASLAM SHAIKH MOHAMMED & S M ASLAM, S/O LATE SHAIKH RAMJU, R/O 80A/13/1A, TOPSIA ROAD, PO & PS TILJALA, KOLKATA -700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK MD ASLAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024, THAT ASLAM SHEIKH MOHAMMED & S M ASLAM AND SK MD ASLAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,PRADIP CHAKRABARTY(OLD NAME), SON OF LATE SANTOSH CHAKRABORTY, RESIDING AT VILL - PALASHDANGA, PS-SAINTHIA,BIRBHUM - 731201, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRODIP CHAKRABORTY (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 09/02/2024. THAT PRADIP CHAKRABARTY AND PRODIP CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Bachu Bhai patel (Old Name) S/o Chhotabhai Somabhai Patel residing at 36/2, Vivekananda Road, 2nd floor, Kolkata – 700007, P.S. Girish Park, W.B. have change my name to Bachubhai Chhotabhai Patel (New Name) and henceforth shall be known as Bachubhai Chhotabhai Patel in all purpose. That Bachu Bhai patel and Bachubhai Chhotabhai Patel is the same and one identical person i.e. myself vide Affidavit dated 01.02.24 before Notary public of C.M.M's Court at Kolkata.

গঙ্গা নদীতে ডলফিন ও পাখি পাচার চক্রের বারবারন্ত! ডলফিন পাচার রোধ বন দপ্তরের

দুরন্ত বার্তা, মালদা ১১ ফেব্রুয়ারিঃ গঙ্গা নদীতে বিরল প্রজাতির মাছ ডলফিন ও পাখি পাচার চক্রের রমরমা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীর বিভিন্ন প্রজাতির মাছ, ডলফিনের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের পাখি পাচার হচ্ছে প্রকাশ্যে। গঙ্গা চর ও ঝাড়খন্ডি দুষ্কৃতিদের দৌড়াত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। রবিবার গঙ্গায় একদল দুষ্কৃতী একটি ডলফিন ধরে পাচার করার চেষ্টা করলে বনদপ্তরের কর্মীদের হাতে ধরা পড়ে যায়। দুষ্কৃতীরা পালিয়ে গেল ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী বিশ্বাসের নেতৃত্বে বন দপ্তর ডলফিনটি উদ্ধার করে। এছাড়াও শনিবার গঙ্গার চরে পাখি মারার বিরোধিতা ও প্রতিবাদ করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় এক যুবক। গত শুক্রবার ঝাড়খণ্ড ও রাজনগর এলাকার ৫৬ জন যুবক গঙ্গা নদীতে নৌকা করে পাখি মারছিল। ওই দুষ্কৃতীরা প্রায় শতাধিক পাখি মেরে নৌকায় করে ফিরছিল। পথে পঞ্চানন্দপুরের মৎস্যজীবী সুদাম মন্ডলের চোখে পড়ে। সে বিষয়টি ফোনে ছবি তুলে প্রতিবাদ জানায়। এরপর পাখি পাচারকারীদের রোষের শিকার হয় ওই সুদাম মন্ডল। পাচারকারীরা সুদামের মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে বেদম পাহার করে। এবং তাকে মাছ গঙ্গায় নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দেয়। কোনক্রমে সাঁতার কেটে প্রাণ বাঁচায় সুদাম। এরপর আক্রান্ত সুদামকে বাঙ্গীটোলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায় মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সদস্যরা। মৎস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে মোথাবাড়ি ও বনদপ্তরে এই আক্রান্ত যুবকের কথা জানিয়ে গঙ্গা নদীতে অবৈধ মাছ মারাও পাখি চাষ বন্ধের আবেদন জানানো হয়। আক্রান্ত সুদাম মন্ডল জানান, সুভানিটোলা চরের কাছে দানায় বিষ মিশিয়ে ছড়িয়ে দিলেই শযে.শযে. পাখি সেগুলো খেতে আসে। সেই দানা খেয়েই পাখিগুলো অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে। পাচার কারিরা পাখি নিয়ে নৌকায় জমা করে পালাচ্ছিলো। মূলত লাল শিরা চাকুয়া বালি হাঁস জাতীয় পাখি তারা ধরেছিল। আমি বিড়ি খাওয়ার নাম করে তাদের নৌকাই যায়। শতাধিক পাখি দেখতে পেয়ে প্রতিবাদ জানালে ওরা আমার মোবাইল ছিনিয়ে নেয় এবং আমাকে মেরে গঙ্গায় ফেলে দেয়।ঝাড়খণ্ড ও রাজনগরের লোকেরা এই কাজ করে। আমি কোনক্রমে সাঁতার কেটে চরে উঠি। গোটা বিষয়টি প্রতিকার পাওয়ার আশায় আমি মৎস্যজীবী সংগঠনকে জানিয়েছি।

এই ঘটনায় গঙ্গার পাড় এলাকায় তীব্র চাঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। গত বছর এই এলাকাতে ডলফিন মারার জন্য গ্রেফতার হয় শিবু চৌধুরী নামে এক মৎস্যজীবী। গঙ্গা তীরবর্তী মানিকচক থেকে বাঙ্গীটোলা পঞ্চানন্দপুর হয়ে ফারাক্কা পর্যন্ত এলাকায় গঙ্গা নদীতে বিরল প্রজাতির ডলফিন ও লাল সীড়া বালি হাঁস ও চাকুয়া পাখি দেখতে পাওয়া যায়। এই পাখি মারা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হলেও এই এলাকায় কিছু মৎস্যজীবী ডলফিন মেরে ডলফিন এর ভেতর থেকে একরকম তেল সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রি করে। পাখি মেরে চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এই কারবারে ঝাড়খন্ড চর ও স্থানীয় ও পঞ্চানন্দপুরে একটি চক্র গড়ে উঠেছে। বেশকিছু মৎস্যজীবীও স্থানীয় মানুষ এই চক্রের সঙ্গে জড়িত। বিষয়টি নিয়ে গঙ্গা ভাঙ্গন নাগরিক একশন প্রতিরোধ কমিটির সদস্য খিদির বক্স জানান, বেশ কিছুদিন থেকে গঙ্গা নদী ও চড় এলাকায় পাখিপাচার চক্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্থানীয় মানুষ বিষয়টি প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও পারছেনা। পুলিশ প্রশাসনে বনদফতরকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। নইলে গঙ্গা নদীর বিভিন্ন বিরল প্রজাতির মত মৎস্য ও পাখি নষ্ট হয়ে যাবে। মালদা জেলা মস্যজীবী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক আফজাল হোসেন জানিয়েছেন, গঙ্গা নদীতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পাখি ও বিরল প্রজাতির মাছ পাচার চক্র সক্রিয় হচ্ছে। এই চক্রের দ্বারা স্থানীয় মৎস্যজীবী আক্রান্ত হচ্ছে। আমরা চাই প্রশাসন যেন আরো সক্রিয় হয়।

বিষয়টি নিয়ে ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার সরস্বতী বিশ্বাস জানিয়েছেন গঙ্গায. আমাদের মাঝেমধ্যেই পেট্রোলিং চলে।রবিবার ও গঙ্গাতে পেট্রোলিং করার সময় একদল দূস্কৃতি ডলফিন মারে। আমি ও বন দপ্তরের কর্মকর্তা রা ডলফিন নিজে উদ্ধার করেছি। গত বছরও ডলফিন ধরার জন্য এক স্থানীয়. যুবককে বনদপ্তর গ্রেফতার করে। পাখি ধরার প্রতিবাদ করতে গিযে আক্রান্ত হওযার কোন অভিযোগ আমরা পাইনি। আক্রান্ত ব্যক্তি যদি আমার কাছে লিখিত অভিযোগ করে তাহলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওযা হবে। তাছাড়া পাচার চক্রের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষকে সব সময. সচেতন থাকতে হবে।বিষয়টি নিয়ে মোথাবাড়ি থানার পুলিশ জানিয়েছে গঙ্গা নদীতে এই ধরনের অপরাধ চক্রের সঙ্গে আর কেউ কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিযে. এলাকায় সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য মাইকিং করা হবে ।

ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক রেলি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বিশ্ব শান্তির কামনার লক্ষ্যে জলপাইগুড়ির ব্রহ্মাকুমারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এক রেলির আয়োজন চালসায়। নিজেকে চিনুন বা জানুন, আপনি এই শরীরে এক অজর, অমর, অবিনাশী, আত্মা। ভূকুটির মাঝখানে বিরাজমান পরমাত্মার আপনি সন্তান এই স্লোগানের পাশাপাশি এদিন এক অনুষ্ঠানেরও আযোজন করা হয. চালসা মহাবারি বি কে পাঠাশালায়। মূলত এখানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির ব্রহ্মাকুমারী সেঃটারের সদস্যদের পাশাপাশি ধুপগুড়ি, মযনাগুড়ি রাজগঞ্জ,মাল বাজার, গয়েরকাটা, বেলাকোবা সহ বিভিন্ন সেন্টারের সদস্যরা।

পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বীরভূমের ময়ূরেশ্বর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের উত্তপ্ত বীরভূম। এক পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বীরভূমের ময়ূরেশ্বরে ছড়িয়েছে চাঞ্চল্য। আর এই পথ দুর্ঘটনার কেন্দ্রস্থল খোদ বীরভূম জেলার ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত উচপুর। সূত্রের খবরে জানা গিয়েছে,এই দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে এই পথ দুর্ঘটনাটি ঘটে বীরভূম জেলার উচপুরে।এই দুর্ঘটনার জেরে এক বাইক চালক ঘটনাস্থলেই মারা যান। ময়ূরেশ্বর থানার অন্তর্গত দাদপুরে বাড়ি সেই বাইক চালকের । এই বিষয়ে স্থানীয়রা জানিয়েছেন,এক ডাম্পারের সাথে ওই বাইক আরোহীর ধাক্কা লেগে এই পথ দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু হয়েছে।তবে বীরভূমের এই পথ দূর্ঘটনার খবর কোনও নতুন ঘটনা নয়। আগে পরেও এর দৃষ্টান্ত দেখেছে মানুষ।সাধারণ মানুষের অবশ্যই আরোও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে রানিগঞ্জ-মোড়গ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে বীরভূমের রামপুরহাটের মুনসুবা মোড়ের কাছে ম্যাটাডরের সঙ্গে মোটরচালিত ভ্যানের ধাক্কায় চার মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হন আরও ১১ জন। পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণমানুষকে সচেতন করা সত্ত্বেও পর পর দুর্ঘটনা নিয়ে চিন্তায় প্রশাসন।

পোল্ট্রি ফার্ম প্রজেক্টে ইনভেস্টের নামে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও

১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পোল্ট্রি ফার্ম প্রজেক্টে ইনভেস্টের নামে কয়েক কোটি টাকা হাতিয়ে উধাও তিন যুবক। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার গুঞ্জরিয়া এলাকায়। মোটা অঙ্কের সুধের প্রলভনে দেখিয়ে এলাকা থেকে প্রায় ৯০০ জনের কাছ থেকে ১ থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত এককে জনের কাছ থেকে টাকা তুলেছে ওই তিন যুবক। প্রায় ২ বছর থেকে একাজ চলছিল। শুরুতে শুরুতে প্রতি লাখে ১৮ হাজার মাসিক সুধ দিয়েছে। এতে এলাকায় বিশ্বাস যোগ্যতা অর্জন হয়। ধিরে ধিরে অনেকেই টাকা দিতে থাকে। কয়েক মাস থেকে সুধের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। টাকা না পেয়ে এক এক করে ইনভেস্টারা চাপ দিতে থাকে। অবশেষে বিপুল পরিমান টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছে বলে জানাগেছে। এই খবর ছড়িয়ে পরতেই ইনভেস্টাররা রবিবার দুপুরে ওই যুবকদের বা।তে জমা হয়। বাড়িতে কাওকে না পেয়ে বিক্ষোভ দেখায়। পুলিস গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে। ইসলামপুর থানা সূত্রে জানাগেছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এখনও লিখিত অভিযোগ হয় নি।

শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউপিআই ও রূপে কার্ড পরিষেবার সূচনা

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমসিংহে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ কুমার যুগনাথের উপস্থিতিতে আগামীকাল ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্ট।রফেস (ইউপিআই) পরিষেবা এবং রূপে কার্ড পরিষেবার সূচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে রবিবার জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি রনিল বিক্রমাসিংহে এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবীন্দ জুগনাথ আগামীকাল ভিডিও কনফা রেন্সিংয়ের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কা এবং মরিশাসে ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (ইউপিআই) পরিষেবা চালু করতে এবং মরিশাসে রুপে কার্ড পরিষেবার সূচনা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে কালো শাড়ি পরার পরামর্শ বিজেপির যুব মোর্চার সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাদা শাড়ি খুলে কালো শাড়ি পড়ার নিদান দিলেন বিজেপির যুব মোর্চার বীরভূম জেলা সভাপতি অনুপ মাল। রবিবার রামপুরহাটে সন্দেশখালির ঘটনার বিরুদ্ধে পথ অবরোধ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখার সময় এই নিদান দেন তিনি। সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রামপুরহাটে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুবমোর্চার কর্মী ও সমর্থকেরা। রামপুরহাটের পাঁচমাথা মোড়ে রাস্তার উপর বসে রাস্তা অবরোধ করে তারা। সেই অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য দেওয়ার সময় মুখ্যমন্ত্রীকে কালো শাড়ি পড়ার পরামর্শ দেন অনুপ মাল। বিক্ষোভকারীদের দাবী সন্দেশখালিতে শাহজাহানের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা এলাকার মহিলাদের উপর অত্যাচার করেছে। তাই অবিলম্বে শাহজাহান সহ দোষীদের গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। অনুপ সাহা বলেন, আপনি একজন মুখ্যমন্ত্রী আপনি ব্যর্থ। আপনি পুলিশ মন্ত্রী হিসেবে ব্যর্থ। সততার প্রতীক হিসেবে আপনি যে নীল চটি ও সাদা শাড়ি পড়ে ঘুরে বেড়ান, এবং আপনি সততার প্রতীক হিসেবে নিজেকে দাবি করেন, আপনাকে আমি বীরভূম জেলার যুব মোর্চার সভাপতি হিসাবে পরামর্শ দিচ্ছি, এই সাদা শাড়ি আপনি খুলে ফেলুন, আপনি কাল থেকে কালো শাড়ি পড়া শুরু করুন। আজকে পশ্চিমবঙ্গে যে ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটেছ তাতে আপনার সাদা শাড়ি পড়ে থাকার কোন অধিকার নেই। আপনি চোখে কালো পট্টি বেঁধে কালো শাড়ি পড়ে কাল থেকে রাস্তায় ঘুরবেন।

পণ্য লোডিঙে এনএফ রেলওয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি

গুয়াহাটি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ে নিজেদের গ্রাহকদের পরিষেবা দিতে এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যবহারকারীদের কাছে সময়ে প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করতে একনিষ্ঠভাবে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা কাজ করছে। সেজন্যই পণ্য লোডিঙের ক্ষেত্রে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিকাশ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৪-এর জানুয়ারি মাসে বিভিন্ন পণ্যের ০.৮১৫ মিলিয়ন টন লোডের পঞ্জিয়ন করা হয়েছে। যার ফলে বর্তমান অর্থবর্ষের ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত মোট পণ্য লোডিঙের পরিমাণ ৮.৩৫১ মিলিয়ন টন। এ তথ্য দিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে। তিনি জানান, পূর্ববর্তী বর্ষের একই সময়ের তুলনায় ২০২৩-এর এপ্রিল থেকে জানুয়ারি (২০২৪) পর্যন্ত অন্যান্য বিভিন্ন সামগ্রীর লোডিং বৃদ্ধির সাথে কনটেনার ও পিওএল সামগ্রীর লোডিঙেও ভালো মার্জিনের অগ্রগতি নথিভুক্ত করা হয়েছে। এই সময়ে কনটেনার লোডিং ৪১.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পিওএল সামগ্রীর লোডিং ২৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ববর্তী অর্থ বর্ষের একই সময়ের তুলনায় সারের লোডিং ৫ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যালাস্টের লোডিঙে ১৬.২ শতাংশ বৃদ্ধি নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, পণ্য লোডিঙে অগ্রগতির ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পণ্য রাজস্ব সৃষ্টি হয়েছে। তাপর্যপূর্ণভাবে বছরের পর বছর ধরে পণ্য লোডিং বৃদ্ধি পাওয়াটা অঞ্চলটির অর্থনৈতিক কার্যকলাপের ইঙ্গিত বহন করে।

মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ জাস্টিস এস বৈদ্যনাথনের

শিলং, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ মেঘালয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন জাস্টিস এস বৈদ্যনাথন। আজ রবিবার শিলঙে রাজভবনের দরবার হল-এ আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ফাগু চৌহান পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন মেঘালয় উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি জাস্টিস এস বৈদ্যনাথনকে। তিনি প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, গত বছরের নভেম্বরে পদত্যাগ করেছিলেন জাস্টিস সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজভবন সূত্রে জানা গেছে, নবাগত জাস্টিস এস বৈদ্যনাথনের জন্ম ১৯৬২ সালে। তিনি ডিজি বৈষ্ণব কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। ১৯৮২-৮৫ সালে মাদ্রাজ আইন কলেজ তথা ড. আম্বেদকর সরকারি আইন কলেজ থেকে আইনে স্নাতক হন তিনি। এর পর ১৯৮৬ সালে পার্সনাল ম্যানেজমেন্ট, লেবার ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস-এ স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা করেছেন জাস্টিস বৈদ্যনাথন। প্রথম দিকে তিনি মাদ্রাজ হাইকোর্ট অব জুডিক্যাচারে প্র্যাকটিস করতেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে মাদ্রাজের হাইকোর্ট অব জুডিক্যাচারের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে ২০১৫ সালে ওই আদালতের স্থাযী. বিচারক পদে অভিষেক হয় জাস্টিস এস বৈদ্যনাথনের। তিনি বহুদিন মাদ্রাজ বুক এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত লেবার ল বুকস-এর সম্পাদক হিসেবেও কাজ করেছেন।

খড়ের বিঁড়ে তৈরী প্রকল্পের শিলান্যাস পূর্বস্থলীতে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ছোট কোবলা বিদ্যানগর এলাকায় খড় থেকে বিঁড়ে তৈরীর শিল্পের শিলান্যাস অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো রবিবার। খড়ের তৈরী গোলাকার এই বিঁড়েতে মূলত হাঁড়ি, কলসি জাতীয় পাত্র সুন্দর ভাবে বসানো যায়। গ্রাম বাংলায় এই বিঁড়ে ব্যবহারের প্রচলন রয়েছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা কাজ শুরু হবে এই শিল্পের জন্য। পরবর্তী পর্যায়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদেরকে তৈরি করা হবে, এরপরে হবে বিপণনের ব্যবস্থা। শনিবার এই প্রকল্পটির শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিভাগের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, খাদি বোর্ডের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নিমাই চাঁদ হালদার, জেলার খাদি বোর্ডের আধিকারিক মানষ গোস্বামী, মহকুমা শাসক শুভম আগরওয়াল, বিডিও সঞ্জয় সেনাপতি সহ আরো অনেকে। এদিন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, খড়ের তৈরী এই বিঁড়ের ভাল চাহিদা রয়েছে বাজারে। তাই এই প্রকল্পটি করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ক্ষুদ্র শিল্প ও বস্ত্র দপ্তরের তত্বাবধানে এবং খাদি ও গ্রামীন শিল্পের পক্ষ থেকে মোট ২৮ লক্ষ ৮৬ হাজার টাকার এই প্রকল্প অনুমোদন হয়। এই প্রকল্পটির তিন চারটি পর্বে বাস্তবায়িত হবে। অনুমোদিত টাকার মধ্যে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকায় এই প্রকল্পটির নির্মান পর্বে ব্যয় হবে অর্থাৎ এই প্রকল্পের জন্য একটি বিল্ডিং তৈরী করা হচ্ছে। এই বিল্ডিং তৈরীর শিলান্যাস করা হল রবিবার। এর পর থাকবে প্রশিক্ষন পর্ব। এখানে আপাতত ১৫০ জন শিল্পী বা আর্টিসিয়ানকে কাঁচামাল খড় থেকে কিভাবে উকৃষ্ট ও দৃষ্টিনন্দন বিঁড়ে তৈরী করা হয় তার প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষনের জন্য স্বল্প কিছু মেশিনারি, কিছু কাঁচামাল লাগবে তার জন্য কিছু টাকা ধরা আছে। এছাড়া যারা প্রশিক্ষন নেবেন তাদের জন্য কিছু টিফিনের ব্যবস্থা করা হবে। এই প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেলে স্থানীয়দের নিয়ে একটা সোসাইটি তৈরী করা হবে। ওই সোসাইটির হাতেই এই প্রকল্পটির দায়িত্ব দেওয়া হবে। তারাই উৎপাদন, বাজার ধরা, বিপনন ইত্যাদি সহ যাবতীয় বিষয়টি দেখবে।

আগরতলা রেলস্টেশনে গ্রেফতার বাংলাদেশি তিন মহিলা সহ ছয়

আগরতলা, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কলকাতা যাওয়ার জন্য সোনামু।। থেকে আগরতলা রেলস্টেশনে আসার পর বাংলাদেশের তিন মহিলা সহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে জিআরপি। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার সকালে। আগরতলা জিআরপি থানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, সোনামুড়ার জনৈক মহিলা সহ তিনজন বাংলাদেশের তিন মহিলাকে এপারে নিয়ে এসেছে। তাদেরকে কলাকাতায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল। আগরতলা জিআরপি থানার পুলিশ জানিয়েছে, এদিন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ছা।।র কিছুক্ষণ আগে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করার সময় পুলিশের সঃেদহ হয় তাদের। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছয়জনের মধ্যে তিনজন বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানতে পারে। বাংলাদেশের তিন মহিলাকে মৌসুমী, রহিমা এবং ঝরনা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের বাড়ি ঢাকায়।

সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে তারা ত্রিপুরায় অবৈধভাবে প্রবেশ করেছে। তাদের এপারে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছে সোনামুড়ার আকজার আলম, মামুন হোসেন এবং রহিমা আখতার। তারা বাংলাদেশি তিন মহিলাকে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে কলকাতায় পাঠানোর চেষ্টা করছিল। পুলিশ ছয়জনকে গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

এদিকে আন্তর্জাতিক সীমান্তে কর্তব্যরত বিএসএফ-এর ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিভিন্ন মহল। প্রশ্ন উঠেছে, সীমান্তে যদি বিএসএফ কঠোর নজরদারি চালিয়ে থাকে, তা-হলে কীভাবে বাংলাদেশিদের অনুপ্রবেশ ঘটে? এভাবে বাংলাদেশি নাগরিকের অনুপ্রবেশ ত্রিপুরার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। অবিলম্বে বিএসএফ এবং পুলিশকে এ ব্যপারে সমন্বয় গ।ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

প্রধানমন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায় প্রায় ৭৩০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারীঃ প্রধানমন্ত্রী, নরেন্দ্র মোদি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন এবং আজ মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায় প্রায় ৭৩০০ কোটি টাকার একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। আজকের এই উন্নয়ন প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করবে, জল সরবরাহ এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা জোরদার করবে এবং মধ্যপ্রদেশে রাস্তা, রেল, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা ক্ষেত্রেও উৎসাহ দেবে। প্রধানমন্ত্রী বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া উপজাতির প্রায় ২ লক্ষ মহিলা উপকারভোগীকে আহার অনুদানের মাসিক কিস্তি বিতরণ করেছেন, SVAMITVA প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের ১.৭৫ লক্ষ অধিকার অভিলেখ (অধিকারের রেকর্ড) বিতরণ করেছেন এবং ৫৫৯টি মানত্রী পরিকল্পনার অধীনে ৫৫৯টি গ্রামের জন্য ৫৫.৯ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত উদ্যোগগুলির জন্য একটি পথনির্দেশক আলো হয়েছে। মূল ফোকাস ক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি নিশ্চিত করা হয়েছে যে উন্নয়নের সুবিধাগুলি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছেছে, যার প্রধান অংশগুলি স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও এই সুবিধাগুলি অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য উপজাতীয় জনগোষ্ঠীকে উপকৃত করবে এমন একাধিক উদ্যোগের উৎসর্গ ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন।প্রধানমন্ত্রী আহার অনুশীলন যোজনার অধীনে আহার অনুদানের মাসিক কিস্তি প্রায় দুই লক্ষ মহিলা উপকারভোগীকে বিতরণ করেছেন। এই প্রকল্পের অধীনে, মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়া উপজাতির মহিলাদের পুষ্টিকর খাবারের জন্য প্রতি মাসে ১৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।

চার চাকা গাড়িতে নয়, বাইক বা সাইকেল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় নেতাদের জনসংযোগ করার নির্দেশ মন্ত্রী মানসের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে নেতারা চার চাকা গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রান্তিক এলাকার মানুষের সাথে জনসংযোগ হচ্ছে না। তাই নেতাদের বলবো চার চাকা গাড়ি ছেড়ে বাইক বা সাইকেল নিয়ে জনসংযোগ করুন। রবিবার তমলুকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের ২য় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে এমনই মন্তব্য করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া। এছাড়াও মানসবাবু এদিন ভূমি দপ্তর থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি দপ্তরের কাজে ক্ষুব্ধ। দ্রুত সেই সমস্ত দপ্তরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বা নজদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেন। এদিন মানসবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন, সংগঠন রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়েক, বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি উত্তম বারিক, হলদিয়া উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান জ্যোতিময় কর, পাঁশকুড়া পুরসভার প্রশাসক নন্দকুমার মিশ্র, শ্যামল পট্টনায়ক সহ অন্যান্যরা। এদিন মানসবাবু বলেন, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রতিনিধিরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করলে বাংলায় বিরোধীরা যতই চেস্টা করুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় বঞ্চনার পরেও বাংলার মানুষের পাশে যেভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন তাতে করে মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত করতে আমাদের ড়াই করতে হবে।

১৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক সর্বভারতীয় রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহাসংঘের

বিলোনিয়া, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ ' সরকারের একের পর এক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত, শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বার্থ পরিপন্থী সার্কুলার' জারির বিরুদ্ধে এবার সরাসরি ধর্মঘটের ঘোষণা করেছে সর্বভারতীয় রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহাসংঘ। আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হবে প্রস্তাবিত ধর্মঘট। পিএফআরডিএ আইন বাতিল করা, এনপিএস তুলে দিয়ে পুরনো ডিফাইন্ড বেনিফিট পেনশন চালু করা, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বেসরকারীকরণ বন্ধ করা, সরকারি দফতরে ডাউন সাইজিং বন্ধ করা, অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিল করা, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি রোধ করা সহ মোট সাতদফা দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে সর্বভারতীয় রাজ্য সরকারি কর্মচারী মহাসংঘ।

প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটি (এইচবি রোড)। তারই অঙ্গ হিসেবে রবিবার যৌথ সাংগঠনিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত করেছে টিইসিসি (এইচবি রোড) বিলোনিয়া ও শান্তিরবাজার বিভাগীয় কমিটি। এদিন সকাল সা।ে ১১টায় বিলোনিয়ার কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিসে হয় এই সভা। প্রধান বক্তা ত্রিপুরা কর্মচারী সমন্বয় কমিটির চেয়ারম্যান রঞ্জিত রুদ্রপাল বর্তমান কেঃদ্রীয় সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে গিয়ে কীভাবে বিজেপি সরকার মানুষকে শোষণ করছে সে সম্পর্কে নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। বলেন, মোদী সরকার সংসদে আলোচনা না করে জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২৪ লাগু করেছে। ডিফাইন পেনশন স্কিম তুলে দিয়েছে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো বিক্রি করে দিচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম আকাশছোঁয়া। ওষুধের দাম বে।ছে ৪৩ শতাংশ।

মিউজিক ফেস্টিভ্যাল

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি, ১১ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাডেমির আয়োজনে শুরু হয়েছে 'শিলিগুড়ি ক্লাসিক্যাল মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। এই মিউজিক ফেস্টিভ্যালের শুভ সূচনা করেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি ও ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার অনুষ্ঠানের সূচনা করলেন।

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 08/NAMGP/24 (2023-2024), dt: -10/02/2024 (Fund- 15th CFC 2nd inst. Tied & Un-Tied/(23-24). Last Date of Bid Submission: 20/02/2024, 11:00 Hrs. Date of Opening: 22/02/2024, 11:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat,South 24 PGS, or Visit:https://wbtenders.gov.in

Sd/
Prodhan
Namkhana Gram Panchayat

Office of Salboni Panchayat Samity
Salboni, Paschim Medoinipur

E-TENDER NOTICE

NIT No- 191/EO/SAL-2023-24 DATED- 09.02.2024
e-tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for One Earth work under 5 th SFC under Salboni Panchayat Samity.
For details Pl visit : www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in

Bid Publishing date: 10.02.2024
Bid Closing date: 20.02.2024
Bid Opening date: 22.02.2024
Sd/-
Executive Officer
Salboni Panchayat Samity

অ্যাডিলেডে রোহিতকে ছুঁলেন ম্যাক্সওয়েল

অ্যাডিলেড, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে রোহিত শর্মার ৫টি সেঞ্চুরির বিশ্ব রেকর্ড আর অক্ষত রইল না। অ্যাডিলেডে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০-তে বিধ্বংসী মেজাজে সেঞ্চুরি করলেন অজি তারকা ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাতেই রোহিতের সঙ্গে একাসনে বসলেন ম্যাক্সি। আন্দ্রে রাসেলদের বিরুদ্ধে মাত্র ৫০ বলে টি-২০ কেরিয়ারের পঞ্চম শতরান পূর্ণ করেন ম্যাক্সওয়েল। অজি অলরাউন্ডারের দাপুটে ইনিংসের সুবাদে ৪ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে ২৪১ রান তুলে অজিরা। ৩ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে অজিরা। সিরিজে সমতা ফেরাতে হলে আজ রোভম্যান পাওয়েলদের তুলতে হবে ২৪২ রান। অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টি-২০তে টস জিতে প্রথমে ডেভিড ওয়ার্নারদের ব্যাটিংয়ে পাঠান ক্যারিবিয়ান ক্যাপ্টেন রোভম্যান পাওয়েল। চার নম্বরে নেমে মাত্র ৫০ বলে তিন অঙ্কের রানে পৌঁছে যান ম্যাক্সওয়েল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এটি ম্যাক্সওয়েলের দ্বিতীয় টি-২০ শতরান। শেষ অবধি তিনি ৫৫ বলে ১২০ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন। এই অনবদ্য ইনিংসের পথে ম্যাক্সওয়েল মেরেছেন ১২টি চার ও ৮টি ছয়। আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডারদের একের পর এক ডেলিভারিতে বড় বড় শট মেরে গ্যালারিকে উত্তেজিত করে দিচ্ছিলেন ম্যাক্সি। ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার ২২, জশ ইংলিশ ৪ রান করেন। ক্যাপ্টেন মিচেল মার্শ করেন ২৯ রান। আর মার্কাস স্টইনিস ১৬ রান করেন। শেষ অবধি ম্যাক্সির সঙ্গে ৩১ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন টিম ডেভিড। আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটের ৯৪তম ইনিংসে পঞ্চম সেঞ্চুরি করলেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

এ বার হয়তো গ্রুপেই বিদায়ের পথে অভিমন্যু রক্ষাকর্তা হতে পারবেন বাংলার?

তিরুঅনন্তপুরম, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ কেরলের বিরুদ্ধে রঞ্জিতে অ্যাওয়ে ম্যাচে অস্বস্তি বেড়েই চলেছে বাংলার। ৩৭ বছর বয়সী জলজ সাক্সেনা একাই ৯ উইকেট নিয়ে তৃতীয় দিনের শুরুতেই গুটিয়ে দেয় বাংলাকে। রবি-সকালে মাত্র ৮ রান স্কোরবোর্ডে যোগ করে ১৮০ রানে অলআউট হয় বাংলা। সঞ্জু স্যামসন বাংলাকে ফলো অন করাতেই পারতেন। কিন্তু তা করেননি কেরল অধিনায়ক। রবিবার দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে পড়ে কেরল। ৬ উইকেট হারিয়ে কেরল ২৬৫ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে। বাংলার হয়ে সবচেয়ে বেশি ৩টি উইকেট শাহবাজ আহমেদ তুলে নেন। এই ম্যাচ জিততে হলে বাংলাকে তুলতে হত ৪৪৯ রান। এই পাহাড় প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে তৃতীয় দিন ২ উইকেট হারিয়ে ৭৭ রান তোলে বাংলা। চতুর্থ দিন জিততে হলে ৩৭২ রান প্রয়োজন মনোজ তিওয়ারিদের। যা রীতিমতো কঠিন হতে চলেছে গত বারের ফাইনালিস্টদের জন্য। বাংলার প্রথম ইনিংসে অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৭২), সুদীপ কুমার ঘরামি (৩৩) ও করন লাল (৩৫) ছাড়া কোনও ক্রিকেটার দুই অঙ্কের রানে পৌঁছতে পারেননি। ২১.১ ওভারে ৬৮ রানের বিনিময়ে ৯টি উইকেট নেন জলজ সাক্সেনা। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কেরলের অলরাউন্ডার জলজ সাক্সেনার এক আগে সেরা বোলিং পরিসংখ্যান ছিল ৮৩৬। এ বার জলজ বাংলার বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে সেই পরিসংখ্যান ছাপিয়ে গিয়েছেন। কেরলের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নামেননি সঞ্জু স্যামসন। তিনজন হাফসেঞ্চুরি করেন। ওপেনার রোহন (৫১), সচিন বেবি (৫১) ও শ্রেয়স গোপাল ৫০ রানে অপরাজিত থাকেন। বল হাতে ঘূর্ণিতে বাংলাকে বেসামাল করা জলজ সাক্সেনা ব্যাট হাতে করেন ৩৭ রান। কেরলের ইনিংস ডিক্লেয়ারের পর রান তাড়া করতে নামে বাংলা। অভিমন্যু ও রনজোয়ের ওপেনিং জুটিতে ওঠে ২৭ রান। সপ্তম ওভারে রনজোতের (২) উইকেট তুলে নেন জলজ। এরপর দ্বিতীয় উইকেটে সুদীপ কুমার ঘরামির সঙ্গে জুটি বাঁধেন অভিমন্যু। তাঁদের ৫০ রানের পার্টনারশিপ ভাঙেন শ্রেয়স গোপাল। সুদীপ ৩১ রান করে মাঠ ছাড়েন। তৃতীয় দিনের শেষে ৩৩ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছেড়েছেন অভিমন্যু। শেষ দিনে জিততে হলে বাংলাকে তুলতে হবে ৩৭২ রান। আর কেরলের চাই ৮ উইকেট। অভিমন্যু কি কেরলের বিরুদ্ধে বাংলার রক্ষাকর্তা হতে পারবেন? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে বাংলার অনুরাগীদের মনে।

রবি-দুপুরে রোহিতদের জন্য সুখবর

মিডল অর্ডারে এ বার কি ফিরবে স্বস্তি?

মুম্বই, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার ছুটির দিন। জমিয়ে মাংস ভাত খেয়ে ঘুমোনোর মতো একটা দিন। কিন্তু ক্রিকেটারদের ছুটির দিন বলে কিছু হয় না। আবার যে ক্রিকেটার চাইছেন আবার ২২ গজে ফিরতে, তাঁর জন্য তো নয়ই। রাজকোট টেস্ট শুরু হতে আর দিন তিনেক মতো সময় রয়েছে। তার আগে ভারতীয় শিবিরে ফিরল খানিক স্বস্তি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ৩ টেস্টের জন্য ভারতীয় স্কোয়াড ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। তাতে একদিকে খারাপ ও ভালো দুই-ই রয়েছে। খারাপ হল, পুরো সিরিজে বিরাট কোহলির না থাকা। আর ভালো হল, স্কোয়াডে রাখা হয়েছে লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাডেজাকে। অবশ্য বোর্ডের বিবৃতিতে জানানো হয়েছিল বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিম রাহুল ও জাডেজাকে ফিট সার্টিফিকেট দিলেই তাঁরা খেলতে

পারবেন। রবি-দুপুরে নেটে ব্যাটিংয়ে নেমে পড়লেন কেএল রাহুল। সেই ভিডিয়ো নেটদুনিয়ায় ভাইরাল। লোকেশ রাহুল তাঁর ইন্সটাগ্রাম স্টোরিতে নেটে নিজের ব্যাটিং অনুশীলনের ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। বর্তমানে তিনি বেঙ্গালুরুর এনসিএতে রয়েছেন। সেখানেই এ বার নেট প্র্যাক্টিসে নেমে পড়লেন রাহুল। ছোট্ট ওই ভিডিয়োতে রাহুলকে সাবলীল ভাবে ব্যাটিং করতে দেখা গিয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই টেস্ট সিরিজে স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে খেলছেন রাহুল। হায়দরাবাদ টেস্টে তিনি চারে নেমে প্রথম ইনিংসে ৮৬ রান করেছিলেন এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২২ রান করেছিলেন। এর পর সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টে অবশ্য তিনি খেলেননি। বিসিসিআই জানিয়েছিল, রাহুলের ডান উরুতে ব্যাথা (কোয়াড্রিসেপস) রয়েছে। ভাইজ্যাগ টেস্টে লোকেশ রাহুলের জায়গায় চারে নেমেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তাতে প্রথম ইনিংসে ২৭ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২৯ রান করেছিলেন শ্রেয়স। তিনি বাকি তিন টেস্টের জন্য টিম থেকে বাদ পড়েছেন। অবশ্য তাঁকে বাদ দেওয়ার কোনও কারণ জানায়নি বোর্ড। শোনা গিয়েছিল তিনি পিঠ ও কুঁচকির চোটের কারণে নেই সিরিজের শেষ ৩ টেস্টে। অর্থা শ্রেয়স না থাকায় রাজকোটে রাহুল টিমে ফিরলে ভারতীয় মিডল অর্ডারে স্বস্তি ফিরবে, সেটা বলাই যায়।

কেপটাউনে মুক্তো ঝরালেন কাব্যা, টানা দ্বিতীয়বার টি২০ চ্যাম্পিয়ন সানরাইজার্স

কেপটাউন, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ খুশিতে ডগমগ কাব্যা মারান। আর হবেন নাই বা কেন? এই নিয়ে দ্বিতীয় বার এসএ২০ লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে যে তাঁর দল। যার ফলে কেপটাউনে মুক্তো ঝরালেন কাব্যা মারান। সোশ্যাল মিডিয়া জুড়ে ঘোরাফেরা করছে তাঁর হাসিমুখের ছবি। উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠার ছবি। কেপটাউনে ডারবান সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ফাইনালে নেমেছিল সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। মার্কো জ্যানসেনের মারকাটারি পারফরম্যান্সে ভর করে জয় ছিনিয়ে নিয়েছে সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মালকিন কাব্যা মারান। সানরাইজার্সের ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়েছে প্রোটিয়াভূমে হওয়া এসএ২০ লিগে। সেই সুবাদেই কাব্যা গিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকায়। আইপিএলে তাঁকে হায়দরাবাদের প্রায় সব ম্যাচেই গ্যালারিতে দেখা

যায়। এসএ২০ লিগেও সেই ছবি দেখা গিয়েছে। এ বারের এসএ২০ লিগের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে গিয়ে দলের পারফরম্যান্স দেখে কাব্যার খুশি আর ধরছিল না। সেই সকল ছবি-ভিডিয়ো নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন সানরাইজার্সের ক্যাপ্টেন এইডেন মার্করাম। ৩ উইকেট হারিয়ে ২০ ওভারে সানরাইজার্স তোলে ২০৪ রান। জবাবে ১১৫ রানেই গুটিয়ে যায় ডারবান। নেপথ্যে মার্কো জ্যানসেনের অনবদ্য বোলিং। ৪ ওভার বল করে তিনি ৫টি উইকেট তুলে নেন। যার ফলে ৮৯ রানে ম্যাচ জিতে নেয় সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপ। এসএ২০ ট্রফি সানরাইজার্স ক্যাপ্টেন এইডেন মার্করাম হাতে তোলার পর উচ্ছ্বাসে মেতে উঠতে দেখা যায় দলের প্লেয়ারদের। কাব্যার সঙ্গে এইডেনের ট্রফি ধরার ছবিও ছড়িয়ে পড়েছে নেটদুনিয়ায়।

রইলেন ব্রাত্য, দ্রাবিড়ের পরামর্শ না মানাই কি কাল হল ঈশান কিষাণের?

নয়াদিল্লি, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ ঈশান কিষাণের প্রয়োজন কি টিমে ফুরোল? নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্ত না মানার জন্য জাতীয় দলে ডাক পেলেন না তিনি? ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ৩ টেস্টের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে। তাতে সুযোগ পাননি ঈশান। এর আগে শোনা গিয়েছিল, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে তাঁকে টিমে ফেরার বার্তা দেওয়া হয়েছিল। তিনি রঞ্জি ট্রফিতে খেলেননি। অবশ্য অনুশীলন শুরু করেছেন। যে কারণে ক্রিকেট মহলে অনেকেই মনে করছেন রাহুল

দ্রাবিড়ের সিদ্ধান্ত না মানার ফলে টিমে সুযোগ পেলেন না ঈশান। তাঁকে ছেড়ে কথা বললেন না দেশের এক প্রাক্তন ক্রিকেটার। ২০২৩ সালের নভেম্বরের পর থেকে তাঁকে অ্যাকশনে দেখা যায়নি। দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের মাঝপথে দেশে ফিরেছিলেন ঈশান। সম্প্রতি জানা গিয়েছে হার্দিক ও ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে বরোদায় অনুশীলন করা শুরু করেছেন ঈশান। প্র্যাক্টিস শুরু করেছেন কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেটের আঙিনায় পা রাখেননি কেন ঈশান? উঠছে প্রশ্ন। অবশ্য কয়েকদিন আগে দ্রাবিড় জানিয়েছিলেন, তিনি ঈশানকে বলেছিলেন ক্রিকেট খেলে টিমে ফিরতে হবে। এমনটা নয় যে তিনি তাঁকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতেই হবে বলেছিলেন। ঈশানের জাতীয় দলে না ফেরা নিয়ে তীব্র আলোচনার মাঝে প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার নাম না করেই তাঁকে বিঁধলেন। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট এক্স-এ ইরফান লিখেছেন, 'এটা বিভ্রান্ত করে যে কেউ কীভাবে অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট ফিট হতে পারে কিন্তু ঘরোয়া ক্রিকেট খেলতে পারে না। এটা কী ভাবে বোঝা যায়?' ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার দেশের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজে বাকি ৩ ম্যাচে সুযোগ পাননি বলে তাঁর অনুরাগীরা দুঃখপ্রকাশ করেছেন। অনেকেই ঈশানকে আবার জাতীয় দলে এখনই দেখতে চাইছেন। কেউ বলছেন, আইপিএলের সময় শক্তিশালী হয়ে ফিরে এসো। এ বার দেখার সত্যিই কবে তিনি আবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরেন।

৬ মাসের মধ্যে বাবা-দাদাকে হারিয়েছিলেন, ক্রিকেট আঁকড়েই আকাশ দীপ পেয়েছেন নতুন জীবন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রঞ্জি ম্যাচ খেলতে আপাতত কেরলে গিয়েছেন বাংলার পেসার আকাশ দীপ। ম্যাচ চলাকালীন ফিল্ডিং করার সময় হঠাৎ ড্রেসিংরুম থেকে এবং সতীর্থদের থেকে শুভেচ্ছা বার্তা পেতে থাকেন আকাশ দীপ। কোনও কিছু বুঝে উঠতেই পারছিলেন না বিহারের ছেলে। এরপর তিনি জানতে পারেন প্রথম বার দেশের হয়ে টেস্ট স্কোয়াডে ডাক পেয়েছেন। কঠোর পরিশ্রম করে বাংলার এই পেসার ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছে। ইন্ডিয়া এ টিমের হয়েও ভালো পারফর্ম করেছেন তিনি। এ বার যেন তারই ফল পেলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে বিহারের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। ৬ মাসের মধ্যে বাবা-দাদাকে হারিয়েছিলেন। তারপরও ক্রিকেট আঁকড়ে পেয়েছেন নতুন জীবন। কেরল থেকে সংবাদসংস্থা পিটিআইকে আকাশ দীপ প্রথম বার দেশের হয়ে টেস্ট টিমে ডাক পাওয়ার অনুভূতির কথা জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, ''আমি আশাবাদী ছিলাম যে এইভাবে ভালো পারফর্ম করতে পারলে টেস্ট টিমে হয়তো সুযোগ পেতে পারি। কিন্তু সেটা যে দেশের মাটিতে চলতি টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্টেই হবে, তা ভাবিনি।'' ২৭ বছর বয়সী আকাশ দীপের ক্রিকেটে হাতে খড়ি হয় টেনিস বল দিয়ে। দুর্গাপুর থেকে কলকাতায় আসেব প্রথম ডিভিশনের হয়ে খেলতে। আকাশ দীপের বাবা রামজি সিং ছিলেন শিক্ষক। তিনি কখনও

চাইতেন না আকাশ দীপ ক্রিকেটার হোক। বরং তিনি আকাশ দীপকে সরকারি চাকরির পরীক্ষা দিতে উৎসাহিত করতেন। আকাশ দীপ জানিয়েছেন, তিনি যখন ক্রিকেট খেলতেন, সেই সময় আসলে বিহারে ক্রিকেট খেলার মতো পরিকাঠামো এবং পরিবেশ কোনওটাই ছিল না। যে কারণে, বিহারের অনেক বাচ্চার মা-বাবা বলতেন তাঁদের বাচ্চারা যেন আকাশ দীপের সঙ্গে না মেশে। তাঁদের ভয় ছিল আকাশ দীপের সঙ্গে মিশলে তাঁদের সন্তানরা খারাপ হয়ে যাবে। আকাশ অবশ্য তার জন্য বিহারের কারও দোষ দেখেন না। কারণ সেই সময় ক্রিকেট যে কারও পেশা হতে পারে সেই ধারনাটাই ছিল না বিহারের বাসিন্দাদের। আকাশ দীপের ক্রিকেট প্রেম কোনও বাধা মানেনি। কঠিন সময় পেরিয়ে সাফল্যের স্বাদ পেয়েছেন আকাশদীপ। তিনি বলেন, ''ছয় মাসের মধ্যে বাবা ও দাদা মারা গিয়েছিল। আমার কাছে আর হারানোর কিছু ছিল না। একটাই জিনিস আত্মবিশ্বাস বাড়াত যে পরিবারের দায়িত্ব এ বার আমার কাঁধে।'' দুর্গাপুরে থাকার সময় জেলায় টেনিস বল ম্যাচ খেলে প্রতিদিন ৬০০০ টাকা পেতেন আকাশ দীপ। মাসে ২০ হাজার টাকা পেতেন তিনি। যা দিয়ে তাঁর সংসার চলত। বাংলার হয়ে অনূর্ধ্ব ২৩ দলে সুযোগ পাওয়ার আগে অবধি নিজে থেকেই ক্রিকেট খেলা চালিয়ে যেতেন আকাশ দীপ। তিনি বলেন, ''আমার কখনও নির্দিষ্ট কোনও কোচ ছিল না। সৌরাশিষ লাহিড়ী (বর্তমানে বাংলার সহকারী কোচ), অরুণ লাল স্যার, রন স্যার (রনদেব বসু) আমাকে সময়ে অসময়ে খুব সাহায্য করেছেন। আমি যা শেখার সেটা শিখেছি।'' আকাশ দীপের বাংলা টিমের সতীর্থ রয়েছেন ভারত-ইংল্যান্ড স্কোয়াডে। তাঁর জাতীয় দলে অভিষেক হয়েছে। এ বার দেখার আকাশ দীপের শিঁকে ছেড়ে কিনা। বহু বছর পর ভারতীয় টেস্ট টিমে বাংলার দুই পেসার একসঙ্গে সুযোগ পেলেন। আকাশ দীপের কথায়, ''এটা গর্বের বিষয় যে আমি ও মুকেশ ভাই ভারতের ড্রেসিংরুমে একসঙ্গে এক টেস্ট টিমে থাকব। বাংলা আমাদের রাজ্য এবং বাংলা আমাদের সবকিছু দিয়েছে। এই জাতীয় দলে ডাক পেয়ে আমি বাংলার প্রতি কৃতজ্ঞ।'' বাংলা রঞ্জি টিমের অধিনায়ক, ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি প্রথম বার টেস্ট টিমে আকাশ দীপ সুযোগ পাওয়ায় শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

ভিনিসিউস 'বিশ্বের সেরা', এরপর 'বেলিংহ্যাম রদ্রিগো, ক্রুস, ভালভের্দে, কামাভিঙ্গা'

ভিনিসিউস জুনিয়র যখন ছন্দে থাকেন, তখন তার চেয়ে ভালো ফুটবলার গোটা বিশ্বে আর দেখেন না কার্লো আনচেলত্তি। তার চোখে বর্তমানের বিশ্বের সেরা ফুটবলার ফর্মে থাকা ভিনিসিউস। শুধু এটুকুই নয়, রিয়াল মাদ্রিদ কোচের মতে, পরের ৫ বিশ্বসেরা ফুটবলারও খেলেন তার দলেই।

মাদ্রিদ, ১১ ফেব্রুয়ারিঃ প্রসঙ্গ যদিও ছিল কিলিয়ান এমবাপে। পিএসজির এই ফরোয়ার্ড রিয়াল মাদ্রিদে আসবেন কি না, সেই জল্পনা আবারও শুরু হয়েছে কিছুদিন ধরে। লা লিগায় শনিবার জিরোনার বিপক্ষে রেয়ালের বড় জয়ের পর আনচেলত্তির কাছেও জানতে চাওয়া হলো ফরাসি তারকার রেয়ালে আসার গুঞ্জন নিয়ে। কিন্তু নিজ দলের বাইরের কাউকে নিয়ে কথা বলতেই আগ্রহী নন রিয়াল কোচ। ''সে তো অন্য দলে খেলে। আমাদের দলেই তো বিশ্বের সেরা ফুটবলার আছে। সে (ভিনিসিউস) সেরা মানের ফুটবলার। সে যখন এরকম খেলে এবং এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামে, সে তখন বিশ্বের সেরা ফুটবলার। আমার ব্যক্তিগত অভিমত এটা।'' ভিনিসিউস যদি বিশ্বের সেরা হন, তাহলে দ্বিতীয় সেরা কে? শুধু একজন নন, আনচেলত্তি ঝটপট বলে দিলেন পরের সেরা ৫ জনের নাম, ''বেলিংহ্যাম (দ্বিতীয় সেরা), রদ্রিগো তৃতীয়। চতুর্থ হলো ক্রুস, এরপর ভালভের্দে, কামাভিঙ্গা। আজকে রিয়াল মাদ্রিদের বেঞ্চে থাকা ছিল খুবই স্বস্তিদায়ক।'' জিরোনার বিপক্ষে ম্যাচে অসাধারণ এক গোলে রিয়ালকে এগিয়ে নেন ভিনিসিউস। বাঁ দিক থেকে বল পেয়ে একটু সামনে এগিয়ে হুট করেই বক্সের বাইরে থেকে শট নেন তিনি। প্রায় ২৫ গজ দূর থেকে নেওয়া শট গোলকিপারকে ফাঁকি দিয়ে জালে আশ্রয় নেয় দূরের পোস্ট দিয়ে। পরে জোড়া গোল করেন জুড বেলিংহ্যাম, একটি গোল করেন রদ্রিগো। লিগ শিরোপার পথে আপাতত প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে থাকা জিরোনাকে ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত করে রিয়াল। হোসেলু পেনাল্টিতে সুযোগ

হাতছাড়া না করলে ব্যবধান বড় হতে পারত আরও। বেলিংহ্যাম দুটি গোল করলেও ম্যাচজুড়ে দারুণ খেলে ম্যাচের সেরা হন ভিনিসিউস। ২৩ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান তারকা রিয়াল মাদ্রিদ টিভিকে শোনালেন পারফরম্যান্স নিয়ে তৃপ্তির কথা। ''কোচ আমাদেরকে যা করতে বলেছেন, সবই করেছি আমরা। এই দল যখন চায় এভাবে খেলবে, তখন আমাদেরকে হারানো কঠিন। সাধারণত বক্সের বাইরে থেকে খুব একটা শট নেই না আমি। তবে আজকে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম এবং ভালোভাবেই কাজে লেগে গেছে তা।'' দলের পারফরম্যান্স নিয়ে তৃপ্তির ছোঁয়া ছিল কোচ আনচেলত্তির কণ্ঠেও। একের পর এক ফুটবলারের চোটে ভাঙাচোরা দল নিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে তাকে। বিশেষ করে রক্ষণভাগ চলছে জোড়াতালি দিয়ে। এদের মিলিতাও, ডাভিড আলাবা, নাচো ফের্নান্দেস, অ্যান্টোনিও রুডিগার ছিলেন না। সেন্টার ব্যাক হিসেবে খেলেন অহেলিয়া চুয়ামেনি, যিনি মূলত মিডফিল্ডার এবং দানি কার্ভাহাল, যিনি আদতে রাইট ব্যাক। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে এসবের প্রভাব পড়েনি একটুও। বরং চোট সমস্যার কারণে দল আরও ভালো করতে উজ্জীবিত হয়েছে বলে মনে করেন কোচ, ''মরসুমের সেরা ম্যাচ ছিল এটি আমাদের। সবাই খুব ভালো খেলেছে। চ্যালেঞ্জগুলোই দলের মান আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।'' এই জয়ে ২৪ ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখল রেয়াল। সমান ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে এই মরসুমের চমক জিরোনা। ম্যাচের আগে আনচেলত্তি বলেছিলেন, এই ম্যাচের ফলই শিরোপার নিয়ামক হবে না। এখন অবশ্য তিনি বলছেন অন্য কথা। তবে ৫ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে উচ্ছ্বাসে ভেসেও যাচ্ছেন না রিয়াল কোচ। ''শিরোপার পথে বড় এক পদক্ষেপ এটি। জিরোনা খুবই ভালো দল। প্রতিপক্ষের মাঠে এবার তারা একদমই হারেনি। এই জয় তাই আমাদের জন্য দারুণ। ভালো অবস্থানে আছি আমরা, এখনও পর্যন্ত ভালো করছি। এগিয়েও আছি পয়েন্ট তালিকায়। তবে খুব বেশি এগিয়ে নেই আমরা। একটি ম্যাচ হারলে, আরেকটি ড্র হলেই ব্যবধান ঘুচে যাবে। কাজটা করে যেতে হবে আমাদের।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com